ISSN-0971-8435

যোজনা
ধনধান্যে

আগস্ট, ২০১৭ উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা ₹ ২২

পণ্য ও পরিষেবা কর

ভারতে পণ্য ও পরিষেবা কর : এক দৃষ্টান্ত
অরুণ গোয়েল

জি এস টি : ভারতের ইতিহাসে এক মাইলফলক
টি. এন. অশোক

জি এস টি রূপায়ণের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ
গিরীশচন্দ্র প্রসাদ

বিশেষ নিবন্ধ
জি এস টি নেটওয়ার্ক
প্রকাশ কুমার

ফোকাস
জি এস টি : কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাত কি বাড়াবে?
জয়ন্ত রায়চৌধুরী

জি এস টি : সংসদ ভবন থেকে পথ চলা শুরু

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। গত পয়লা জুলাই, ২০১৭ তারিখে লাগু হল সেই ঐতিহাসিক কর সংস্কার, জি এস টি বা পণ্য ও পরিষেবা কর। আশা করা হচ্ছে, এদেশের পরোক্ষ কর আরোপের ছবিটাকেই আমূল বদলে দেবে জি এস টি। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরে ধার্য অধিকাংশ কর/শুল্ককে জি এস টি-র আওতায় শামিল করা হয়েছে। জি এস টি-র প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড একযোগে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলি পরিচালিত করবে।

ঐতিহাসিক এই ঘটনাটিকে স্মরণীয় করে রাখতে জুন ৩০-পয়লা জুলাই, ২০১৭-র মধ্য রাতে সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় মাননীয় রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে। অন্যান্য বিশিষ্টজনের মধ্যে ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি, লোকসভার স্পিকার সুমিত্রা মহাজন, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন যে, জি এস টি লাগু হওয়াটা গোটা জাতির জন্য এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। তাঁর নিজের জন্যেও এই বিশেষ দিনটি আলাদা ভাবে সন্তুষ্টির হেতু হয়ে উঠেছে। কারণ, ২০১১ সালের ২২ মার্চ তারিখটিতে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী হিসাবে এ সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধন বিলটি তিনিই পেশ করেন। রাষ্ট্রপতি বলেন এই রকম বিপুল মাপের একটা সংস্কার কর্মকাণ্ড যখন হাতে নেওয়া হয়; যার সার্বিক ফলাফল নিঃসন্দেহে ইতিবাচক হলেও, শুরুর দিকে কিছু সমস্যা বা জটিলতা দেখা দেওয়াটা স্বাভাবিক। এ জাতীয় বড়োসড়ো পরিবর্তন কতটা সাফল্য বয়ে আনবে তা নির্ভর করছে, কতটা সুচারুভাবে তা রূপায়ণ করা হচ্ছে, তার উপর। আগামী মাসগুলিতে বাস্তবে জি এস টি-র রূপায়ণ পর্ব চলাকালীন বহু নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করব আমরা। জি এস টি কাউন্সিল এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি সেই সব অভিজ্ঞতার আলোয় গোটা জি এস টি ব্যবস্থাটিকে পর্যালোচনা করে ক্রমাগত তার উন্নতিসাধনের লক্ষ্যে কাজ করে যাবে, যে ইতিবাচক অদম্য ইচ্ছাশক্তি নিয়ে জি এস টি চালুর জন্য এযাবৎ তারা কাজ করে এসেছে।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের ভবিষ্যৎ দিশা নির্ধারণে এই দিনটি এক চূড়ান্ত সন্ধিক্ষণ বিশেষ। তিনি জি এস টি-কে "Cooperative federalism"-এর উদাহরণ হিসাবে বর্ণনা করেন। চাণক্যকে উদ্ধৃত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমেই যাবতীয় বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম করা সম্ভব। কেবল কঠোর পরিশ্রমই আমাদের সবচেয়ে কঠিন লক্ষ্যকেও পূরণে সাহায্য করতে পারে। তার কথায়, সর্দার প্যাটেল আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংহতি সুনিশ্চিত করেছিলেন; জি এস টি মজবুত করবে দেশের অর্থনৈতিক সংহতি। জি এস টি এমন এক আধুনিক কর প্রশাসন ব্যবস্থার দিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে যা একাধারে সরল, স্বচ্ছতর এবং দুর্নীতিকে সমূলে বিনাশ করতে বিশেষভাবে কার্যকর। তিনি জি এস টি-কে অভিহিত করেন 'উত্তম ও সরল কর' (Good and Simple Tax) হিসাবে, যা কি না শেষাবধি আমজনতারই উপকারে আসবে। সমাজের কল্যাণ সাধনের বৃহত্তর স্বার্থ পূরণে যে সাধারণ অভিষ্টের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, সর্বতো সংকল্পবদ্ধ এই কর্মকাণ্ড চালানো হচ্ছে তার বর্ণনা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ঋগ্বেদ থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেন।

স্বাধীনতা উত্তরকালের এযাবৎ সবচেয়ে বড়ো মাপের এই কর সংস্কার "এক জাতি-এক কর-একক বাজার", এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার পথ প্রশস্ত করবে। শিল্পমহল, সরকার এবং গ্রাহককুল, এই সমস্ত পক্ষই জি এস টি-র মাধ্যমে উপকৃত হবে। পূর্বেকার কর ব্যবস্থার তুলনায় জি এস টি জমানায় রপ্তানি হবে পুরোপুরি নিঃশুল্ক। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে পরোক্ষ করের টুকরো টুকরো বিভাজনের সুত্রে আগের কর জমানায় কিছু কর প্রত্যার্পণ সম্ভব হয়ে উঠত না। জি এস টি ব্যবস্থাটি এতটাই প্রযুক্তি নির্ভর যে তাতে মানুষের হস্তক্ষেপের পরিসর অতি সীমিত। ❑

আগস্ট, ২০১৭

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

সম্পাদক : **রমা মন্ডল**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

প্রচ্ছদ : **গজানন পি. ধোপে**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯
ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬
ই-মেল : bengaliyojana@gmail.com

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দু-বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)
ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
ফেসবুক : www.facebook.com/KolkataPublicationsDivision

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

● এই সংখ্যায় ৩

● এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

● ভারতে পণ্য ও পরিষেবা কর : এক দৃষ্টান্ত — অরুণ গোয়েল ৫

● জি এস টি : ভারতের ইতিহাসে এক মাইলফলক — টি. এন. অশোক ৮

● জি এস টি রূপায়ণের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ — গিরীশচন্দ্র প্রসাদ ১১

● জি এস টি : নতুন যুগের ভোর — উপেন্দর গুপ্তা ১৩

● এক 'এক দেশ-এক কর'-এর দেশে — অনিন্দ্য ভুক্ত ১৬

● পণ্য ও পরিষেবা কর : উপভোক্তাদের দৃষ্টিতে — সুরজ জয়সওয়াল ২৩

● পণ্য পরিষেবা কর : সহজ হবে ব্যবসাবাণিজ্য — দানিশ এ. হাশিম, বর্ষা কুমারী ২৬

● পণ্য ও পরিষেবা কর : পট পরিবর্তনের চাবিকাঠি — দেবরাজা রেড্ডি ৩০

বিশেষ নিবন্ধ

● জি এস টি নেটওয়ার্ক — প্রকাশ কুমার ৩৩

ফোকাস

● জি এস টি : কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাত কি বাড়াবে? — জয়ন্ত রায়চৌধুরী ৩৬

অন্যান্য নিবন্ধ

● বিয়াল্লিশের কথকতা — ড. প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮

● আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সিসল চাষ — ড. সিতাংশু সরকার ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

● জানেন কি? — সংকলন : যোজনা ব্যুরো ৪৮

● যোজনা ক্যুইজ — সংকলন : রমা মণ্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী ৪৯

● যোজনা নোটবুক — —ওই— ৫০

● যোজনা ডায়েরি — —ওই— ৫১

● উন্নয়নের রূপরেখা — দ্বিতীয় প্রচ্ছদ

যোজনা
পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক
ধনধান্যে

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

যুগান্তকারী এক কর সংস্কার

পয়লা জুলাই, ২০১৭ তারিখ থেকে দেশে পণ্য ও পরিষেবা কর আরোপের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার সৌজন্যে ভারতের ইতিহাসে ২০১৭ সালটি হয়ে উঠতে চলেছে এক অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ বছর। এ দেশের করারোপের ইতিহাসে সবচেয়ে যুগান্তকারী কর সংস্কার হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে এই নতুন ব্যবস্থাকে।

কোনও রাষ্ট্রের জবরদস্ত কর নীতিই বলিষ্ঠ প্রশাসন এবং সুস্থায়ী বিকাশের সূচক। কর ব্যবস্থার ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও এই তথ্যের সপক্ষেই প্রমাণ মেলে। এ দেশের সমস্ত সফল শাসনকর্তা, যারাই সুপ্রশাসক হিসাবে ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই করে নিয়েছেন; তা মৌর্য হোক বা গুপ্ত সম্রাটেরা, কিংবা ইলতুৎমিস বা আকবর, এক অসাধারণ রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে নজর দিয়েছিলেন। কেবল নিজেদের রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের বিচারেই নয়, করারোপের যেসব নীতি তারা চালু করেছিলেন তার দৌলতেই এদের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

কর এক দিকে রাজস্ব এবং (অর্থনৈতিক) বৃদ্ধির উৎস। অন্য দিকে তা রাষ্ট্রকে তার করদাতাদের কাছে দায়বদ্ধ করে তুলতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রের সামাজিক উদ্দেশ্যগুলি পূরণে সহায়সম্পদের জোগাড় তথা আর্থিক বৃদ্ধির হার বাড়াতে 'পাবলিক ফিনান্স' দীর্ঘমেয়াদে কার্যকরী হবে কি না তা নিশ্চিত করে ফলপ্রসূ করারোপ। ভারতীয় কর ব্যবস্থা এত জটিল যে তা কর সংস্কার দুনিয়ার তা-বড়ো তা-বড়ো দিগ্‌গজেরও মাথা ঘুরিয়ে দেয়। কেন্দ্র, রাজ্য এবং স্থানীয় প্রশাসনের হাতে ক্ষমতা আছে বিভিন্ন স্তরে গুচ্ছ গুচ্ছ কর বসানোর। এবং এরা প্রত্যেকেই নিজেদের সেই ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে থাকে। প্রতিটি মানুষ, আমজনতা থেকে শুরু করে উৎপাদক তথা কারবারি, প্রত্যেকেই করের এই বিপুল বোঝার ভারে ন্যুব্জ। এত দিন ধরে বিভিন্ন পর্যায়ে এই এত সব কর সংগ্রহ করা হ'ত; একেবারে পণ্যের উৎপাদন থেকে শুরু করে তার সর্বশেষ গন্তব্য (অর্থাৎ, ক্রেতার হাতে পৌঁছান) পর্যন্ত। কাজেই প্রায়শই পণ্য বা পরিষেবার উপর একাধিক কর বসানোর চল ছিল। যেসব পণ্য এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পরিবাহিত হয়, কেবলমাত্র বিভিন্ন ধরনের আরোপিত কর সংগ্রহের ছুতোয় আন্তঃরাজ্য সীমান্তে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে রাখা হ'ত। কাজেই এক দিকে মালপত্র নষ্ট হয়ে ক্ষতি হ'ত; অন্য দিকে বেড়ে যেত পরিবহণের খরচখরচাও।

কর সংস্কারের এই নতুন যুগে, দেশের কর বিষয়ক ছবিটাকে স্বচ্ছ করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে গোটা দেশজুড়ে সমস্ত পণ্য ও পরিষেবার সরবরাহের জন্য একই হারে করারোপের মাধ্যমে কর ব্যবস্থার খোলনলচে বদলে ফেলে। জিএসটি-কে 'গন্তব্য কর' (Destination Tax) তকমা দেওয়া হয়েছে। পণ্য ও পরিষেবার উপর ধার্য এই কর দিতে হবে যখন তা বিক্রি বা প্রদান করা হবে, সেই পর্যায়ে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, কাপড়চোপড়ের উপর ধার্য কর দিতে হবে তার বিক্রিবাটার সময়। বিপরীতে আগেকার কর কাঠামোতে উৎপাদন, পরিবহণ এবং বিক্রি, এর সমস্ত পর্যায়ে একাধিকবার কর দিতে হ'ত। এর অর্থটা দাঁড়ায়, বহু পণ্যের উপরই একাধিকবার কর ধার্য ও সংগৃহীত হ'ত, অথচ ক্রেতা আদৌ জানতেই পারত না কত ধরনের কর সে দিচ্ছে পণ্যটি কেনাকাটার সময়। এই একক কর ব্যবস্থার দৌলতে বহুবিধ করারোপের হাত থেকে নিস্তার মেলায় পণ্যের দরদাম নিশ্চিতভাবে কমবে; লাভবান হবেন ক্রেতা। জিএসটি যেহেতু এক অত্যন্ত স্বচ্ছ কর ব্যবস্থা, তাই কর (সংগ্রহ কাঠামোর) আধিকারিকদের কাজটাও অনেক সহজ হয়ে যাবে। সেই সূত্রে গতি পাবে "Make in India" কর্মসূচি; দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ অনায়াস হবে। জিএসটি চালু হওয়ার দৌলতে দেশের অভ্যন্তরের এবং আন্তর্জাতিক, উভয় ধরনের বাজারেই ভারতীয় পণ্য প্রতিযোগিতার ময়দানে টক্কর নিতে সক্ষম হবে। কাজেই সার্বিকভাবে বাড়বে রপ্তানির সুযোগ। এভাবেই আগামী দিনে জিএসটি পাশা উলটে দিতে চলেছে; যার দৌলতে ভারত ক্রমে বিশ্ব অর্থনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করাই যেতে পারে।

এই দৈত্যাকৃতি কর কাঠামোর সুচারু ব্যবস্থাপনার জন্য এক বলিষ্ঠ তথ্য-প্রযুক্তি পরিকাঠামো ভিত্তি জরুরি। এ জন্যই গড়ে তোলা হয়েছে পণ্য ও পরিষেবা কর নেটওয়ার্ক (Goods and Services Tax Network, GSTN)। আশা করা হচ্ছে এই বলিষ্ঠ নেটওয়ার্কের সাহায্যে যুগান্তকারী এই কর সংস্কার চূড়ান্তভাবে সফল হবে। রূপায়ণ পর্বের পর এই অতুলনীয় কর সংস্কার ভারতীয় অর্থনীতির জন্য সুস্থায়ী বৃদ্ধির বিপুল প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলেছে। এক একক সমমানের জাতীয় বাজারের ধারণাকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করে জিএসটি "এক জাতি, এক কর, এক বাজার"-এর স্বপ্নকে দিনের আলো দেখাবে।❑

ভারতে পণ্য ও পরিষেবা কর : এক দৃষ্টান্ত

অরুণ গোয়েল

সারা পৃথিবীর ১৬০-টি দেশে ইতোমধ্যেই জি এস টি প্রবর্তিত হয়েছে। প্রথম প্রবর্তন করে ফ্রান্স, ১৯৫৪ সালে। জি এস টি চালু করে বিভিন্ন দেশ যে অজস্র সুবিধা পেয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এ দেশের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডায় জি এস টি প্রবর্তনের বিষয়টি বেশ কিছু দিন ধরেই ছিল। এবং জি এস টি প্রবর্তনের উদ্যোগটির সঙ্গে জড়িত আছে বহু রাজনৈতিক নেতা, অর্থনীতিবিদ, সরকারি অফিসারদের প্রচেষ্টা। ভারতে জি এস টি প্রবর্তনের উদ্যোগটি প্রথম শুরু হয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে।

২০১৭ সালের পয়লা জুলাই, ভারতীয় সংসদের সেন্ট্রাল হলে, মধ্যরাতের এক অনুষ্ঠানে, রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উদ্বোধন করলেন জি এস টি (গুডস্ অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স)-এর। বলাবাহুল্য এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত, একটি দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তনও বটে, কারণ এর মাধ্যমেই শুরু হল ভারতের 'এক দেশ, এক কর, এক বাজার'-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা। জি এস টি-র ব্যাপারে অবশিষ্ট বিশ্বের যা অভিজ্ঞতা তা হল এই ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকেরই বিভিন্ন সুবিধালাভ। ভারতীয় জি এস টি ব্যবস্থায় উপভোক্তারা লাভবান হবে হাজার রকম করের অপসারণের দরুন দামস্তর কমায়। শিল্প ও বাণিজ্য লাভবান হবে সারা দেশ জুড়ে একটি মাত্র পরোক্ষ কর চালু হওয়ায়, ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট ব্যবস্থা চালু হওয়ায়, কর সংক্রান্ত আন্তঃরাজ্য বিধিনিষেধগুলি উঠে যাওয়ায়। আন্তঃরাজ্য পণ্য চলাচলে বিধিনিষেধ উঠে যাবার কারণে পণ্য পরিবহণের সময় ও খরচ কমে যাবে। পুরো ব্যবস্থাটি অনলাইনে পরিচালিত হবার ফলে কর অফিসগুলিতে ছোটাছুটি কম করতে হবে। উৎপাদকরা লাভবান হবেন কোত্থেকে কাঁচামাল কেনা হবে, কোথায় উৎপাদন করা হবে, মাল কোথায় গুদামজাত করা হবে, এসব ব্যাপারে বিশেষ মাথা ঘামাতে না হওয়ায়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি লাভবান হবে কর সংগ্রহের খরচ কমা এবং সংগৃহীত করের পরিমাণ বাড়ায়। রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যগুলি বিশ্ব বাজারে নিজেদের আরও প্রতিযোগী করে তুলতে পারবে তাদের ঘাড়ে কোনও করের বোঝা না চাপায়। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচিটি আরও বেশি গতি পাবে, কারণ আমদানি সস্তা হয়ে উঠবে, ব্যবসা করা সহজ হয়ে উঠবে। সব মিলিয়ে আগামী দিনে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে।

সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন

কিছু দুর্লভ ব্যতিক্রম ছাড়া, যে সমস্ত দেশে জি এস টি চালু করা হয়েছে সেসব দেশেই এর চরিত্রটি একক-নিয়ন্ত্রিত, অর্থাৎ হয় কেন্দ্রীয় সরকার অথবা রাজ্য সরকার এই করটি আরোপ করবে। জি এস টি-র প্রবর্তনের জন্য ভারতে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন আছে। কারণ ভারতীয় সংবিধানের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য তালিকা অনুসারে রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতাটি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া আছে। সংবিধানের সেই নিয়ম অনুযায়ী পণ্য উৎপাদনের উপর (কিছু ব্যতিক্রম, যেমন, মদ, পিঁয়াজ, নার্কোটিক্স ইত্যাদি) শুল্ক বসানোর দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের আর পণ্য বিক্রয়ের উপর কর বসানোর অধিকার রাজ্য সরকারের। আন্তঃরাজ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কর বসানোর অধিকার কেন্দ্রের (সেন্ট্রাল সেলস ট্যাক্স), কিন্তু কর সংগ্রহ ও সংগৃহীত কর নিজেদের কাছেই রেখে দেবার অধিকার রাজ্যগুলির। পরিষেবা কর বসানোর দায়িত্ব আবার সম্পূর্ণভাবেই কেন্দ্রের। যেহেতু কেন্দ্র ও রাজ্যের আলাদা আলাদা সাংবিধানিক দায়িত্ব আছে, সেহেতু উভয়েরই আলাদা আলাদা রাজস্ব প্রয়োজন। অতএব কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়কেই একইসঙ্গে জি এস টি আরোপ ও

[লেখক অতিরিক্ত সচিব, জি এস টি কাউন্সিল। ই-মেল : arun59goyal@gmail.com, arun.goyal@nic.in]

সংগ্রহের অধিকার দেবার জন্য সংবিধান সংশোধন প্রয়োজন ছিল। ভারতে যে দ্বৈত জি এস টি ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে তা এই রাজস্বের প্রশ্নে এই সংবিধানসম্মত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোটি বজায় রাখতেই।

ভারতে জি এস টি প্রবর্তনের উদ্যোগের ইতিকথা

সারা পৃথিবীর ১৬০-টি দেশে ইতোমধ্যেই জি এস টি প্রবর্তিত হয়েছে। প্রথম প্রবর্তন করে ফ্রান্স, ১৯৫৪ সালে। জি এস টি চালু করে বিভিন্ন দেশ যে অজস্র সুবিধা পেয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এ দেশের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডায় জি এস টি প্রবর্তনের বিষয়টি বেশ কিছু দিন ধরেই ছিল। এবং জি এস টি প্রবর্তনের উদ্যোগটির সঙ্গে জড়িত আছে বহু রাজনৈতিক নেতা, অর্থনীতিবিদ, সরকারি অফিসারদের প্রচেষ্টা। ভারতে জি এস টি প্রবর্তনের উদ্যোগটি প্রথম শুরু হয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে। সেই সময় একটি মডেল আইন তৈরির ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে একটি কমিটিও গঠিত হয়েছিল। ২০০৩ সালে কর সংস্কারের উদ্দেশ্যে বিজয় কেলকরের নেতৃত্বে আরেকটি টাস্ক ফোর্স গঠন করে বাজপেয়ী সরকার। ২০০৬ সালের বাজেটে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী প্রস্তাব দেন, ২০১০ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে চালু হোক জি এস টি। রাজ্য স্তরের ভ্যাট-এর কাঠামো নির্ধারণের জন্য যে 'এমপাওয়ার্ড কমিটি অফ স্টেট ফিনান্স মিনিস্টারস' তৈরি করা হয়েছিল তাকেই অনুরোধ করা হয় জি এস টি-র একটি কাঠামো এবং পথদিশা তৈরি করে দিতে। জি এস টি-র বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখতে এবং বিভিন্ন বিষয়, বিশেষত ছাড় এবং ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ, পরিষেবার উপর কর আরোপ, আন্তঃরাজ্য লেনদেনের উপর কর আরোপের মতো বিষয়গুলি দেখতে রাজ্য ও কেন্দ্র স্তরের অফিসারদের নিয়ে তৈরি করা হয় জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ। বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার পর এমপাওয়ার্ড কমিটি ২০০৯ সালের নভেম্বরে প্রকাশ করে ফার্স্ট ডিসকাশন পেপার। এই ডিসকাশন পেপার প্রস্তাবিত জি এস টি-র বৈশিষ্ট্যগুলি কী হবে তা উল্লেখ করে এবং বর্তমান জি এস টি-র ভিতটি তৈরি করে দেয়।

জি এস টি প্রবর্তনের জন্য প্রয়োজন সংবিধান সংশোধনের, আর তার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক ঐকমত্যের। কিন্তু দীর্ঘদিন সেটাই হয়ে উঠছিল না। জি এস টি প্রবর্তনের উদ্যোগটি প্রবলতম হয়ে ওঠে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর। ২০১৪ সালের ১৯ ডিসেম্বর সংবিধান (১২২তম সংশোধনী) বিল, ২০১৪ লোকসভায় পেশ করা হয় এবং লোকসভা তা পাস করে দেয় ২০১৫ সালের মে মাসে। অতঃপর বিলটি রাজ্যসভায় গেলে রাজ্যসভা সেটিকে ২০১৫ সালের ১৪ মে লোকসভা ও রাজ্যসভার জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেয়। কমিটি তার রিপোর্ট জমা দেয় ওই বছরেরই ২২ জুলাই। তারপরই পুরো প্রক্রিয়াটি প্রকৃতপক্ষে গতি লাভ করে। ঐকমত্যের ভিত্তিতে তৈরি সংবিধান সংশোধনী বিলটি সংসদে পাস করানোর উদ্যোগ শুরু হয় ২০১৬ সালের পয়লা আগস্ট থেকে। রাজ্যসভা বিলটি পাস করে ৩ আগস্ট আর লোকসভা অনুমোদন দেয় ৮ আগস্ট। অতঃপর প্রয়োজনীয় সংখ্যক রাজ্য আইনসভা বিলটি গ্রহণ করার পর এবং রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর সেপ্টেম্বর ৮, ২০১৬ তারিখে সংবিধান (১০১তম সংশোধনী) আইন, ২০১৬-এর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।

সংবিধান (১০১তম সংশোধনী) আইন, ২০১৬

সংবিধানের এই সংশোধন কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়কেই জি এস টি ধার্য ও সংগ্রহ করার অধিকার দিয়েছে। সংজ্ঞানুযায়ী জি এস টি হচ্ছে এমন একটি কর যা পণ্য বা দ্রব্য বা দু'টির (ব্যতিক্রম মদের জোগান) জোগানের উপরই ধার্য হচ্ছে। অতএব মদের উপর যে জি এস টি বসছে না তা এই নতুন সংশোধিত আইন অনুযায়ীই। অন্যদিকে পাঁচটি পেট্রোপণ্য—অশোধিত পেট্রোলিয়াম, মোটর স্পিরিট (পেট্রোল), হাই-স্পিড ডিজেল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং বিমানের জ্বালানি, এইগুলিকে সাময়িকভাবে জি এস টি-র আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। জি এস টি কাউন্সিলই ঠিক করবে কবে এগুলিকে জি এস টি-র অন্তর্ভুক্ত করা হবে। পণ্য ও পরিষেবার আন্তঃরাজ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে একটি সংহত জি এস টি ধার্য করা হবে, যেটি সংগ্রহ করবে কেন্দ্রীয় সরকার। জি এস টি যে প্রকৃত অর্থে একটি গন্তব্যভিত্তিক ভোগ শুল্ক, তা এই ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করবে এবং পণ্য যখন এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে চলাচল করতে তখনও ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের প্রবাহকে স্বচ্ছন্দ করে রাখবে।

জি এস টি কাউন্সিল

বর্তমান সংবিধান সংশোধনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য জি এস টি কাউন্সিল গঠন। কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী (চেয়ারম্যান), কেন্দ্রীয় রাজস্ব প্রতিমন্ত্রী, ২৯-টি রাজ্যের ও দু'টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের হয় অর্থমন্ত্রী অথবা রাজস্বমন্ত্রীকে নিয়ে। এই কাউন্সিলের কাজ কেন্দ্র ও রাজ্যের এবং পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যেও জি এস টি আইন সংক্রান্ত বিষয়গুলির মধ্যে একটি সংগতি আনা। যাতে করে সারা দেশ জুড়ে বিভিন্ন পণ্য ও পরিষেবার একটি সুসংহত বাজার গড়ে তোলা যায়। যে সমস্ত বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহকে পরামর্শ দেবার দায়িত্ব কাউন্সিলকে দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল :

১. কেন্দ্র, রাজ্য এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারগুলি যে সমস্ত কর, সেস ও সারচার্জ ধার্য করত তার কোনগুলি জি এস টি-র সঙ্গে মিশে যাবে;

২. কোন কোন পণ্য ও পরিষেবা জি এস টি-র আওতায় আসবে, কোনগুলি বাদ যাবে;

৩. কোন তারিখ থেকে অশোধিত পেট্রোলিয়াম, হাই-স্পিড ডিজেল, মোটর স্পিরিট (সাধারণভাবে যেটি পেট্রোল নামে পরিচিত), প্রাকৃতিক গ্যাস ও বিমানের জ্বালানিতে জি এস টি লাগু হবে;

৪. মডেল জি এস টি আইন, লেভি ধার্যের নিয়মনীতি, সংহত জি এস টি কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে কী অনুপাতে ভাগাভাগি হবে এবং জোগানের স্থান কীভাবে নির্ধারিত হবে;

৫. কোনও ব্যবসার টার্নওভার কত টাকা পর্যন্ত হলে জি এস টি থেকে ছাড় পাওয়া যাবে;

৬. জি এস টি-র বিভিন্ন কর হার, কোন ধাপে তা প্রযুক্ত হবে;

৭. কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের সময় বাড়তি রাজস্ব সংগ্রহের প্রয়োজনে কোন কর কতদিনের জন্য বিশেষ কর হিসাবে লাগু করা যাবে;

৮. দেশের উত্তর-পূর্বের রাজ্যসমূহ, জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ডের জন্য বিশেষ কর হার ধার্য;

৯. অন্য কোনও বিষয়, যা জি এস টি-র সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

সংশোধিত সংবিধান অনুসারে জি এস টি কাউন্সিলে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে উপস্থিত সদস্যদের অন্তত তিন-চতুর্থাংশের সমর্থন প্রয়োজন। তবে সদস্য-ভোটের ক্ষেত্রে

আবার একটা গুরুত্বের ব্যাপার আছে। মোট যত সংখ্যক ভোট পড়বে কেন্দ্রের ভোটের গুরুত্ব তার এক-তৃতীয়াংশ এবং রাজ্যগুলির সম্মিলিতভাবে দুই-তৃতীয়াংশ। আর কোনও মিটিং শুরু করতে হলে মোট সদস্যের অর্ধেককে উপস্থিত থাকতেই হবে। ভোটের গুরুত্বকে এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যাত কেন্দ্র বা রাজ্য, কেউই এককভাবে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে না পারে। যেহেতু কেন্দ্রের ভোটের গুরুত্ব মাত্র ৩৩ শতাংশ সেহেতু অধিকাংশ রাজ্যের সমর্থন তার প্রয়োজন। অবশ্য এখনও পর্যন্ত কাউন্সিলে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সবই নেওয়া হয়েছে ঐকমত্যের ভিত্তিতে। ভোটাভুটির কোনও প্রয়োজন পড়েনি।

জি এস টি কাউন্সিলের কার্যধারা

২০১৭ সালের পয়লা জুলাইয়ে জি এস টি-র আত্মপ্রকাশের আগে জি এস টি কাউন্সিল তার ১৮-টি মিটিংয়ে বিভিন্ন বিষয়ে ঐকমত্য স্থাপনে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। মাত্র কয়েকটি মিটিংয়েই কাউন্সিল সেন্ট্রাল জি এস টি, স্টেট জি এস টি, ইউনিয়ন টেরিটরি জি এস টি, ইন্টিগ্রেটেড জি এস টি বিষয়ে খসড়া আইন প্রস্তুত করে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া রাজ্যগুলিকে ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য আরও কিছু বিষয়েও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগি এবং করদাতাদের প্রশাসনিক বিভাজনের মতো দুরূহ বিষয়ের সমাধানের কাজটিও করেছে। ইতোপূর্বে বিভিন্ন পণ্যের উপর বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন হারে ভ্যাট চালু ছিল। সেগুলিকে জি এস টি-র বিভিন্ন স্ল্যাবে ঠিকঠাকভাবে নির্ধারণ করার কাজটিও মসৃণভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। সদ্য তৈরি এই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি এইভাবে সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি নতুন মডেল হয়ে উঠেছে, যেখানে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই একে অপরকে আর্থনীতিক বিষয়ে সহায়তা করছে। রাজস্ব এবং কর সংক্রান্ত বিষয়ে ঐকমত্য স্থাপনে কাউন্সিল অবিশ্বাস্য ভূমিকা পালন করেছে এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের সহযোগিতার প্রশ্নে কাউন্সিলের এই ভূমিকা একটি নিদর্শন হয়ে উঠতে পারে।

রাজ্যগুলিকে ক্ষতিপূরণ

যেহেতু জি এস টি একটি গন্তব্যধর্মী কর, সেহেতু যে সমস্ত রাজ্য মূলত উৎপাদক রাজ্য, তাদের আশঙ্কা ছিল এই কর চালু হলে তাদের রাজস্ব সংগ্রহে ক্ষতি হবে। সংবিধানের ১০১তম সংশোধনী অনুযায়ী জি এস টি প্রবর্তনের জন্য যে সমস্ত রাজ্যের রাজস্ব ক্ষতি হবে, তারা আগামী পাঁচ বছর পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ পাবে। জি এস টি কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী, গুডস্ অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স (কমপেনসেশন টু স্টেটস) অ্যাক্ট ২০১৭ প্রবর্তিত হয়েছে। নতুন এই আইন অনুযায়ী রাজস্ব ক্ষতির হিসেব করার জন্য প্রতিটি রাজ্যের ২০১৫-'১৬ সালের আদায়ীকৃত রাজস্বকে ভিত্তি হিসেবে ধরা হবে এবং তারপর পরবর্তী বছরগুলিতে তা ১৪ শতাংশ হারে বাড়তে পারত বলে ধরে নিয়ে ক্ষতির হিসেবটি করা হবে। এই ক্ষতিপূরণের টাকার বন্দোবস্ত করার জন্য আইনে একটি সেস আরোপের সংস্থান রাখা হয়েছে। বিলাসদ্রব্য এবং ক্ষতিকারক দ্রব্যের উপর এই সেস বসানো হবে।

কর হার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ

কর হারের স্তর বিন্যাসের প্রশ্নে কাউন্সিলকে তিনটি লক্ষ্যের কথা মাথায় রাখতে হয়েছিল। প্রথমত, দরিদ্র ও হতদরিদ্র শ্রেণির স্বার্থ যেন সুরক্ষিত থাকে এবং গণভোগ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম যেন তাদের নাগালের মধ্যে থাকে সেটা সুনিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্র ও রাজ্য, কারওই যেন রাজস্ব সংক্রান্ত কোনও ক্ষতি না হয়। তৃতীয়ত, করের বোঝা বর্তমানের চেয়ে খুব বেশি যেন বাড়া-কমা না করে। এই বিষয়গুলি মাথায় রেখে কাউন্সিল চারটি করহার ঠিক করে। এগুলি হল ৫ শতাংশ, ১২ শতাংশ, ১৮ শতাংশ ও ২৮ শতাংশ। এছাড়া একটি করছাড়ের বিভাগও রাখা হয়।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে মদত

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগসমূহের সমস্যাগুলি সমাধানের একাধিক সংস্থান রাখা হয়েছে জি এস টি-তে। যেমন, যে সমস্ত ব্যবসার মোট ব্যবসার পরিমাণ বছরে ২০ লক্ষের (বিশেষ শ্রেণিভুক্ত রাজ্যের ক্ষেত্রে ১০ লক্ষ) কম তাদের জি এস টি-তে নাম নথিভুক্ত না করলেও চলবে। এইসব ক্ষুদ্র উদ্যোগকে জি এস টি দিতে হবে না। এছাড়া নথিভুক্ত কোনও ব্যক্তির আগের আর্থিক বছরের ব্যবসার পরিমাণ যদি ৭৫ লক্ষ না ছাড়ায় তাহলে তিনি চাইলেন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে রিটার্ন দাখিল করতে পারেন। এই প্রকল্পটিকে বলা হচ্ছে কম্পোজিশন স্কিম। যে সমস্ত করদাতা পণ্য ব্যবসার (বাণিজ্য ও উৎপাদন, উভয়ই) সঙ্গে যুক্ত বা রেস্তোরাঁ ব্যবসা চালাচ্ছেন, তারাই এই স্কিমে অন্তর্ভুক্তির আবেদন জানাতে পারবেন। এই স্কিমে উৎপাদকরা ১ শতাংশ, রেস্তোরাঁগুলি ২.৫ শতাংশ এবং ব্যবসায়ীরা ০.৫ হারে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য, উভয় জি এস টি আইন অনুযায়ী কর দেবে। অবশ্য পরিষেবা প্রদানকারীরা এবং যারা আন্তঃরাজ্য ব্যবসা করে বা ই-কমার্সগুলিতে পণ্য জোগান দেয় তারা এই প্রকল্পের সুযোগ পাবে না।

কর ফাঁকি ও দুর্নীতিকে সামাল দেওয়া

ভারতীয় জি এস টি ব্যবস্থায় দু' তরফের রসিদ পরীক্ষা করে দেখার বন্দোবস্ত আছে। যে পণ্য বা পরিষেবা কেনা হয়েছে, তার জন্য ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট তখনই পাওয়া যাবে, যখন ক্রেতার করযোগ্য জোগান, জোগানদাতার করযোগ্য জোগানের সঙ্গে মিলে যাবে। জি এস টি নেটওয়ার্ক প্রতি মাসে ৩০০ কোটি রসিদ মিলিয়ে দেখতে পারছে। এটি একটি স্বনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা। এটি শুধু যে কর জালিয়াতি ও কার ফাঁকিকে বন্ধ করবে তাই-ই নয়, ক্রমশ আরও বেশি ব্যবসাকে প্রথাগত অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত করবে। নতুন কর ব্যবস্থায় একজন করদাতা একটি মাত্র পোর্টাল ব্যবহার করে কর জমা থেকে রিটার্ন দাখিল পর্যন্ত সবই করতে পারবে। এছাড়া কোনও ক্ষেত্রে যদি কোনও করদাতার কর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন হয় তাহলে সে কেন্দ্র অথবা রাজ্য, যে কোনও একজন কর-আধিকারিকের সঙ্গেই কথা বলে নিতে পারবে, কারণ কেন্দ্র এবং রাজ্য, দু' তরফের আধিকারিকদেরই একে অপরের বিষয়ে ব্যবস্থা নেবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতিকে বেশ ভালোভাবেই আটকানো যাবে, কারণ কর ফাঁকি দেওয়া ক্রমশ দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে এবং কর আধিকারিকদের সঙ্গে ন্যূনতম যোগাযোগের সুযোগ হবে।

উপসংহার

২০১৭ সালের পয়লা জুলাই থেকে প্রবর্তিত জি এস টি একটি পরিবর্তনমূলক সংস্কার এবং ভারতে যেভাবে এতদিন ব্যবসা চলে এসেছে তার খোলনলচে বদলে দেবে। এই ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই নতুন ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছে। নতুন ব্যবস্থা প্রথাগত অর্থনীতির সম্প্রসারণ ঘটাবে। তবে এই আমূল পরিবর্তন কিছু যন্ত্রণাকেও সঙ্গী করতে বাধ্য। কেন্দ্র ও রাজ্য, উভয় স্তরের কর আধিকারিকরাই ব্যবস্থাটিকে মসৃণ করে তুলতে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। ছোটো-খাটো যন্ত্রণাগুলি তাই দীর্ঘমেয়াদে ভারতীয় অর্থনীতিকে বহু সুফল এনে দেবে।❑

জি এস টি : ভারতের ইতিহাসে এক মাইলফলক

টি. এন. অশোক

জিএসটি প্রবর্তনের কৃতিত্ব কোনও রাজনৈতিক দলকে এককভাবে দেওয়া যাবে না। এর রূপায়ণের প্রশ্নে প্রত্যেকেরই পৃথক মতামত ছিল। জিএসটি প্রবর্তনের প্রাথমিক উদ্যোগটি নেবার জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ড. মনোমোহন সিংহকে কৃতিত্ব দেওয়া যেতে পারে। তবে তৎকালীন এবং বর্তমান, দুই সরকারের মধ্যেই জিএসটি-র বিভিন্ন ধারা নিয়ে সুস্পষ্ট মতপার্থক্য ছিল।

২০১৭ সাল। জুন মাসের শেষ মধ্যরাত যখন জুলাইকে আবাহন করছে, ইতিহাস তখনই রচিত হচ্ছিল। যদিও ১৯৪৭ আর ২০১৭-এর দুই মধ্যরাত স্বাধীনতার বিহ্বল আনন্দের দিক থেকে তুলনীয় নয় ঠিকই, তবে সংসদের সেন্ট্রাল হলের সাজসজ্জা, একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি, সে রাতের পুরোনো স্মৃতি মনে করিয়ে দিচ্ছিল। সে রাতে ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দ, এই রাতে আর্থনীতিক মুক্তির আনন্দ। 'এক দেশ, এক কর', এই স্লোগানকে অনুসরণ করে সরকার চাইছে সারা দেশ জুড়ে একটাই বাজার গড়ে তুলতে, যেখানে জিনিসপত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অবাধে যাতায়াত করবে, উৎপাদক ও বিনিয়োগকারীদের জীবন সহজ করে তুলবে।

যদিও জি এস টি ভারতের কর ব্যবস্থাকে বিশ্বমানের, বিশেষত ভারতের দুই প্রধান বাণিজ্যসঙ্গী ইউরোপ ও আমেরিকার সমমানের করে তুলতে চাইছে, তবুও বলতেই হয় এর চতুর্স্তরীয় কর কাঠামো পাশাপাশি একটা ক্ষতিও করছে, কিছু কিছু জিনিসকে সস্তা করে তোলার পাশাপাশি কিছু কিছু জিনিসকে মহার্ঘ করে তুলে। যে সমস্ত দ্রব্যকে বেশিরভাগ মানুষ ভোগ করে সেগুলি যেমন সস্তা হচ্ছে; তেমনি বিলাস দ্রব্যগুলির দাম বাড়ছে। নতুন এই কর ব্যবস্থা বুঝে উঠতে মানুষের একটু সময় লাগবে।

জি এস টি প্রবর্তনের কৃতিত্ব কোনও রাজনৈতিক দলকে এককভাবে দেওয়া যাবে না। এর রূপায়ণের প্রশ্নে প্রত্যেকেরই পৃথক মতামত ছিল। জি এস টি প্রবর্তনের প্রাথমিক উদ্যোগটি নেবার জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ড. মনোমোহন সিংহকে কৃতিত্ব দেওয়া যেতে পারে। তবে তৎকালীন এবং বর্তমান, দুই সরকারের মধ্যেই জি এস টি-র বিভিন্ন ধারা নিয়ে সুস্পষ্ট মতপার্থক্য ছিল।

এবার একটু পিছন ফিরে তাকানো যাক। দেখা যাক, কীভাবে প্রবর্তন হল জি এস টি-র। বর্তমান যে সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন সেই সরকার জি এস টি-র চতুর্স্তরীয় কাঠামোটি লোকসভায় পাস করে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছিল অনুমোদনের জন্য। কিন্তু রাজ্যসভা সেটি পুনর্বিবেচনার জন্য লোকসভার কাছে ফেরৎ পাঠায়। অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি তখন জানান, কেউ কেউ যে আশঙ্কা করছেন নতুন এই কর কাঠামো দামস্ফীতির হারটিকে বাড়িয়ে তুলবে, সে আশঙ্কা অমূলক। অতঃপর জি এস টি সংক্রান্ত বিলটি একাধিক সংশোধন-সহ রাজ্যসভা পাস করলে লোকসভা সেটিকে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় মার্চ ২৯, ২০১৭ তারিখে। মে মাসের মাঝামাঝি নাগাদ সরকার এই সংক্রান্ত নিয়মবিধিকে চূড়ান্ত করে। জি এস টি-র রূপায়ণের জন্য সংসদ যে সমস্ত বিলকে অনুমোদন দিয়েছিল সেগুলি হল : (১) সেন্ট্রাল জি এস টি বিল, ২০১৭, (২) দ্য ইন্টিগ্রেটেড জি এস টি বিল, ২০১৭, (৩) দ্য জি এস টি (কমপেনসেশন টু স্টেটস) বিল, ২০১৭ এবং (৪) দ্য ইউনিয়ন টেরিটরি জি এস টি বিল, ২০১৭।

জি এস টি লাগু হবে, যে সমস্ত পরোক্ষ কর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি বর্তমানে আরোপ করে তার পরিবর্ত হিসেবে। সংবিধান

[লেখক সংবাদ সংস্থায় পিটিআই-এর প্রাক্তন বরিষ্ঠ সম্পাদক (অর্থনীতি বিষয়ক)। বর্তমানে হামবুর্গভিত্তিক পত্রিকা LOG-এর সহযোগী সম্পাদক। ই-মেল : feedback@ashoktnex@gmail.com]

(১২১তম সংশোধনী) আইন, ২০১৬ অনুযায়ী নতুন এই কর ব্যবস্থাটির রূপায়ণ ঘটানো হবে। জি এস টি পরিচালিত হয় জি এস টি কাউন্সিল দ্বারা, যার চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, নতুন এই কর ব্যবস্থায় আরোপিত করহারগুলি হবে ০.২৫ শতাংশ, ৫ শতাংশ, ১২ শতাংশ, ১৮ শতাংশ ও ২৮ শতাংশ। আর আছে দু'টি বিশেষ করহার। অমসৃণ দামী এবং মাঝারি দামী পাথরের উপর ০.২৫ শতাংশ এবং সোনার উপর ৩ শতাংশ।

যদি আমরা একটু ইতিহাস খুঁজে দেখি তাহলে দেখব ১৯৮৬ সালে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং মডভ্যাট (মডিফায়েড ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স) চালু করেছিলেন। জি এস টি (গুডস্ অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স) বিভিন্ন ধরনের পরোক্ষ করকে আত্মসাৎ করে নিচ্ছে। এগুলির মধ্যে আছে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক বা সেন্ট্রাল এক্সাইজ ডিউটি, পরিষেবা কর বা সার্ভিসেস ট্যাক্স, অতিরিক্ত বহিঃশুল্ক বা অ্যাডিশনাল কাস্টসম ডিউটি, অধিকর বা সারচার্জেস, রাজ্য স্তরীয় মূল্যযুক্ত কর বা স্টেট লেভেল ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স এবং চুঙ্গী কর বা অকট্রয়। এছাড়া আন্তঃরাজ্য পণ্য পরিবহণের উপর যে বিভিন্ন রকমের কর বসানো হ'ত, জি এস টি-র আবির্ভাবে সেগুলিও আর থাকছে না।

জি এস টি যে করগুলিকে একত্রিত করে ফেলছে সেগুলি হল—কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক বা সেন্ট্রাল এক্সাইজ ডিউটি, বাণিজ্য কর বা কমার্শিয়াল ট্যাক্স, যুক্তমূল্য কর বা ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স, খাদ্য কর বা ফুড ট্যাক্স, কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর বা সেন্ট্রাল সেলস ট্যাক্স, অকট্রয়, বিনোদন কর বা এন্টারটেনমেন্ট ট্যাক্স, প্রবেশ কর বা এন্ট্রি ট্যাক্স, ক্রয় কর বা পারচেজ ট্যাক্স, বিলাস কর বা লাক্সারি ট্যাক্স, বিজ্ঞাপন কর বা অ্যাডভ্যার্টাইজমেন্ট ট্যাক্স। সমস্ত ধরনের লেনদেন, যেমন—বিক্রি, কেনা, হাতবদল, লিজ, পণ্য বিনিময়, পণ্য এবং পরিষেবার আমদানি, এই সব কিছুর ক্ষেত্রেই জি এস টি লাগু হবে। একটি রাজ্যের পরিধির মধ্যে যে সমস্ত লেনদেন হবে তাদের উপর কেন্দ্রীয় সরকার বসাবে সেন্ট্রাল জি এস টি এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার বসাবে স্টেট জি এস টি। আন্তঃরাজ্য লেনদেন এবং আমদানির ক্ষেত্রে বসবে ইন্টিগ্রেটেড জি এস টি, বসাবে কেন্দ্রীয় সরকার।

জি এস টি একটি উপভোগভিত্তিক কর। ফলত, যে রাজ্য পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদন করছে সেই রাজ্যকে নয়, কর দিতে হবে যে রাজ্যে সেটির চূড়ান্ত ভোগ হচ্ছে, সেই রাজ্যকে। ইন্টিগ্রেটেড জি এস টি রাজ্যগুলির কর সংগ্রহকে অসুবিধাজনক করে তুলেছে। আগের ব্যবস্থায় কর সংগ্রহের বিষয়টি সামলানোর জন্য একটিমাত্র রাজ্যের মধ্যেই ব্যাপারটি সীমাবদ্ধ থাকত।

নতুন কর ব্যবস্থায় অবশ্য রাজ্যগুলির কর রাজস্ব সংগ্রহকে সুরক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত রাজ্য সরকারগুলির কর রাজস্ব বাবদ যে আয় হচ্ছিল, রাজস্ব আয় যদি কখনও তার চেয়ে কমে যায় তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার আগামী পাঁচ বছর সেই রাজস্ব ক্ষতি পুষিয়ে দেবে, যখনই এমন ঘটনা ঘটবে। জি এস টি-র একটা বড়ো প্রভাব পড়বে পেট্রোপণ্যের উপর। পেট্রোপণ্যের দাম প্রতিদিনই ওঠানামা করবে।

জি এস টি আইন সংক্রান্ত বিষয়গুলি দেখাশোনা করার জন্য ২১ সদস্যের একটি সিলেক্ট কমিটি তৈরি করা হয়েছে। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য জি এস টি আইন জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত প্রত্যেকেই পাস করেছে এবং জুলাইয়ের প্রথম দিনটি থেকে তা চালুও হয়ে গেছে। শেয়ার কেনাবেচার ক্ষেত্রে অবশ্য কোনও জি এস টি থাকছে না। এক্ষেত্রে পুরোনো সিকিউরিটিজ ট্রান্সজেকশন ট্যাক্সই চালু থাকবে।

জি এস টি ব্যবস্থাটির মসৃণ পরিচালনার জন্য চালু করা হয়েছে জি এস টি নেটওয়ার্ক (জি এস টি এন)। ব্যবস্থাটির সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকেই, সরকার থেকে শুরু করে করদাতা, সকলেই এর ফলে একটি মাত্র পোর্টালের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারছে। একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার যেমন এই পোর্টালের সাহায্যে প্রতিটি লেনদেনকে খতিয়ে দেখতে পারবে তেমনই অন্যদিকে করদাতারাও তাদের ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করতে পারবে। এই নেটওয়ার্কের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০ কোটি টাকা, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির হাতে থাকবে ২৪.৫ শতাংশ করে শেয়ার, বাকিটা থাকবে বেসরকারি ব্যাংকগুলির হাতে।

জি এস টি আইন অনুযায়ী ২০১৭ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর (বাড়তি সময় পাওয়া যেতে পারে ১২ সেপ্টেম্বর অবধি)-এর মধ্যে নতুন কর কাঠামো চালু করতে হবে। এই তারিখের পর অন্যান্য পরোক্ষ করগুলির আর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। রাজস্ব ছাড়া যেহেতু সরকার চলতে পারে না সেহেতু জুলাইয়ের পয়লা তারিখ থেকেই ব্যবস্থাটি চালু করার পক্ষে ছিল সরকার, যাতে করে পুরোনো ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বাতিল করে নতুন ব্যবস্থাটি পুরোদমে চালু করার জন্য হাতে একটা সময় পাওয়া যায়। আর সে কারণেই মধ্যরাতের তেল পোড়ানো, সে কারণেই মধ্যরাতের সংসদে মহাসমারোহে জিএসটি-র উদ্বোধন, যাতে সারা বিশ্বও এই ঐতিহাসিক অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রাখতে পারে।

জি এস টি-র বিভিন্ন কর হার নিয়ে বিভিন্ন মহলে এখনও নানা রকমের সংশয় রয়েছে। শিল্পমহল নতুন কর ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের কাজকর্ম মানিয়ে নেবার মতো প্রস্তুত নয় বলেই মনে করছে। নতুন কোনও আইন সবসময়ই সংশয় ও বিভ্রান্তির জন্ম দেয়। জি এস টি-ও তার ব্যতিক্রম নয়। হঠাৎ করেই মানুষ দেখছে তার বিলের অংক বেড়ে গেছে। এটা সাধারণ মানুষের বোঝার কথা নয়, তারা বুঝছেও না যে জি এস টি চাপানো হচ্ছে উপভোক্তাদের ঘাড়ে। একটি পণ্য হয়তো তৈরি হচ্ছে তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র বা অন্ধ্রপ্রদেশে, কিন্তু যখন তা দিল্লি, চণ্ডীগড়, জয়পুর বা লখনৌর মানুষ ভোগ করছেন, তখন কর চাপছে তাদের ঘাড়েই।

যদি ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর সারা দেশকে প্রথম সপ্তাহটা ধাঁধায় ফেলে দিয়ে থাকে তাহলে ২০১৭-এর পয়লা জুলাই সবাইকে বিস্মিত, স্তম্ভিত করে দিয়েছে বর্ধিত বিলের অংকে। কিন্তু সরকারের উদ্দেশ্য পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। সরকার, সারা দেশ জুড়ে একটি সুসংহত বাজার, যা কিনা হবে বিশ্বমানের, ভারতকে বিশ্ব বাজারে করে তুলবে যথার্থ প্রতিযোগী, এই উদ্দেশ্য নিয়ে 'এক দেশ, এক কর' ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়।

জি এস টি প্রকৃত অর্থে বিমুদ্রাকরণের পর কালো টাকার উপর দ্বিতীয় সার্জিক্যাল স্ট্রাইক। এর কারণ এর পর থেকে প্রতিটি ব্যবসায়ীকে জি এস টি নেটওয়ার্কে নিজের নাম নথিভুক্ত করতে হবে এবং তারপর মাসিক বা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কর সংগ্রহের হিসাব দাখিল করতে হবে। অর্থাৎ, প্রতিটি ব্যবসাই অতঃপর আইনগতভাবে বৈধ হয়ে

উঠবে। এই ব্যাপারে সরকার যা বলছে তা হল :

১. জি এস টি-র মাধ্যমে, বর্তমানে যে ১৫ থেকে ২০ রকমের কর চালু আছে তার পরিবর্তে একটিই কর চালু হবে। সারা দেশে সব পণ্যের দাম এক হয়ে উঠবে, যদিও কোনও পণ্য এখনকার চেয়ে দামি, কোনওটি বা সস্তার হয়ে উঠবে।

২. জি এস টি খুবই সাধারণ একটি কর, তবে এর প্রয়োগ কিছুটা জটিল এর পাঁচ-স্তরীয় কর হারের জন্য। বিলাসদ্রব্য দামি হয়ে উঠবে আর আমজনতার ব্যবহার্য দ্রব্য সস্তা হয়ে উঠবে এটা এমন কোনও আশ্চর্যের বিষয় নয়। তবে যেটি উল্লেখযোগ্য সেটি বিলাস দ্রব্যের উপর ধার্য জি এস টি-র হার, যেটি ২৮ শতাংশ। সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি। এমনকি ইউরোপ ও আমেরিকাতেও এই হার ১৭ শতাংশের বেশি নয়।

৩. জি এস টি-র ধারণাটিই একটু অন্যরকম। এটি উৎসমূলের কর নয়, বরং চূড়ান্ত গন্তব্যের কর। এটি অতএব এক ধরনের ভোগ-কর। কোনও জিনিস তামিলনাড়ুতে তৈরি হয়ে সারা দেশ ঘুরে শেষে গিয়ে পড়ল দিল্লির ক্রেতার হাতে। তখন ওই দিল্লিবাসীই দেবেন কর। এই করে ভাগ থাকবে কেন্দ্র ও রাজ্য, উভয় সরকারেরই। যদি কোনও রেস্তোরাঁয় ১৮ শতাংশ হারে কর ধার্য হয়, তাহলে ৯ শতাংশ পাবে কেন্দ্র, ৯ শতাংশ রাজ্য।

জি এস টি ধার্য হচ্ছে প্রায় ১২০০ রকম পণ্য ও পরিষেবার উপর। এর মধ্যে ৮১ শতাংশের উপর ধার্য জি এস টি-র হার ১৮ শতাংশ। কেউ কেউ প্রত্যাশা করছেন যে স্বল্প কর-হার দামস্ফীতির হার যেমন কমাবে তেমনই তা আর্থনীতিক বৃদ্ধির হারটির উপরও ঋণাত্মক প্রভাব ফেলবে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন মাঝারি মেয়াদে সরকার এবং অর্থনীতি, লাভ হবে দু' তরফেরই। পাশাপাশি বিশেষজ্ঞরা এও মনে করছেন দামস্ফীতির হার কমলেও রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এখনই সুদের হার কমাবে না। রিজার্ভ ব্যাংক যেমন দেখে নেবে বর্ষা কেমন হচ্ছে, তেমনই দেখে নেবে নতুন কর ব্যবস্থার কতটা বিস্তার হচ্ছে সেটাও। অর্থনীতিবিদ এবং শিল্প বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন স্বল্পমেয়াদে জি এস টি-র ভালোই প্রভাব পড়বে শিল্পক্ষেত্রের উপর। নতুন ব্যবস্থা শিল্পক্ষেত্রের উপর এমনই প্রভাব ফেলবে যে বহু কোম্পানিকেই তাদের কাজকর্মকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। কোম্পানিগুলি এখন তাদের কাঁচামাল সরবরাহকারীদের চালান জমা দিতে বলছে। বড়ো কোম্পানিগুলির অবশ্য এই অসুবিধে নেই, যেহেতু তাদের কাঁচামাল সরবরাহ হিসেব মেনেই হয়। তারা বরং কাঁচামালের উপর প্রদেয় কর ফেরৎ পেতে পারে। অর্থাৎ, নতুন ব্যবস্থাটির সঙ্গে মানিয়ে নেবার জন্য ছোটো কোম্পানিগুলিরই খরচ বাড়বে। তবে জি এস টি-র প্রবর্তন কাঁচামাল জোগানোর নেটওয়ার্কে উৎপাদকদের খরচ কমাবে। ফলে অসংগঠিত ক্ষেত্রগুলিও আস্তে আস্তে সংগঠিত হয়ে উঠবে।

সারণি-১
যে সমস্ত দ্রব্য সস্তা হচ্ছে

ক. খাদ্যদ্রব্যাদি : ১. গুঁড়ো দুধ, ২. দই, ৩. মাখন দুধ, ৪. ব্র্যান্ডনামবিহীন প্রাকৃতিক মধু, ৫. দুগ্ধজাত দ্রব্যসমূহ, ৬. পনির, ৭. মশলা, ৮. চা, ৯. আটা, ১০. চাল, ১১. ময়দা, ১২. রসালো মিষ্টি, ১৩. বাদাম তেল, ১৪. পাম তেল, ১৫. সূর্যমুখী তেল, ১৬. নারকেল তেল, ১৭. সর্ষের তেল, ১৮. চিনি, ১৯. তালমিছরি, ২০. মিষ্টি, ২১. পাস্তা, ২২. স্প্যাঘেটি, ২৩. ম্যাকারনি, ২৪. নুডলস, ২৫. ফল ও শাকসবজি, ২৬. কাসুন্দি, ২৭. মোরাব্বা, ২৮. চাটনি।
খ. নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি : ১. স্নানের সাবান, ২. চুলের তেল, ৩. গুঁড়ো সাবান, ৪. সাবান, ৫. টিস্যু পেপার, ৬. ন্যাপকিন, ৭. দেশলাই, ৮. বাতি, ৯. কয়লা, ১০. কেরোসিন, ১১. রান্নার গ্যাস, ১২. চামচ, ১৩. কাঁটা, ১৪. হাতা, ১৫. সর-তোলা দুধ, ১৬. কেক পরিবেশনের বাটি, ১৭. মাছের ছুরি, ১৮. সাঁড়াশি, ১৯. আগরবাতি, ২০. মাজন।
গ. স্টেশনারি দ্রব্যাদি : ১. নোটবই, ২. পেন, ৩. সব ধরনের কাগজ, ৪. গ্রাফ পেপার, ৫. স্কুল ব্যাগ, ৬. খাতা, ৭. ছবি আঁকার খাতা, ৮. পার্চমেন্ট পেপার, ৯. কার্বন পেপার, ১০. প্রিন্টার।
ঘ. চিকিৎসা উপকরণ : ১. ইনসুলিন, ২. এক্স-রে ফিল্ম, ৩. রক্ত বা অন্যান্য পরীক্ষার সরঞ্জাম, ৪. চশমার কাঁচ, ৫. ডায়াবেটিস ও ক্যান্সারের ওষুধ।
ঙ. পোশাকাদি : ১. সিল্ক, ২. উলের পোষাক, ৩. খাদির পোষাক, ৪. গান্ধী টুপি, ৫. ৫০০ টাকার কম দামের জুতো, ৬. ১০০০ টাকা পর্যন্ত দামের পোশাক।

কীভাবে কর হ্রাসের সুবিধা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে?

অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জি এস টি কাউন্সিল যদিও প্রত্যাশা করছে কোম্পানিগুলি স্বল্পতর করের সুবিধা উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেবে, বিশেষজ্ঞরা কিন্তু এই ব্যাপারে সন্দিহান। তারা বলছেন, 'আমরা বিশ্বাস করি কর্পোরেট সংস্থাগুলি যেমন জি এস টি-র প্রত্যক্ষ সুবিধাগুলি (যেমন স্বল্পতর কর হারের সুবিধা) ভোক্তাদের দিকে বাড়িয়ে দেবে তেমনই অপ্রত্যক্ষ সুবিধাগুলি (যেমন, পণ্য চলাচলের হ্রাসপ্রাপ্ত খরচ, ইনপুট ক্রেডিটের সুবিধা) কিছুটা অন্তত নিজেরা রাখার চেষ্টা করবে।' বস্তুত জি এস টি আইন এই সুবিধাগুলি জিনিসপত্রের দাম কমানোর মাধ্যমে ক্রেতাদের কাছেই পৌঁছে দেবার কথা বললেও এর বাস্তব রূপায়ণ খুব একটা সহজ নয় এবং তাড়াহুড়ো করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে।

বেশিরভাগ কর বিশেষজ্ঞই মনে করছেন এই সংস্কারের প্রকৃত প্রভাবটা বোঝার জন্য অন্তত একটা বছর দরকার। আপাতত ভোক্তাদের বোঝা হয়তো একটু বাড়বে, তেমনই ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট-এর দরুন ব্যবসায়ীদের চিন্তা একটু কমবে। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা অবশ্য এই করকে স্বাগত জানাচ্ছে; কারণ অতঃপর তাদের পক্ষে দেশের যে কোনও প্রান্তে পণ্য পাঠানো সহজতর হবে। বিখ্যাত হেজ ফান্ড ম্যানেজার জিম রজার্স, যিনি ২০১৫ সালে ভারত থেকে ব্যবসা গুটিয়ে চলে গিয়েছিলেন তিনি আবার ভারতে ফিরে আসার কথা ভাবছেন।

সব শেষে বলার কথা যেটি তা হল জি এস টি কর ফাঁকি দেবার চাঁইদের উপর বড়ো একটা আঘাত। তাছাড়া এই ব্যবস্থা সারা দেশ জুড়ে পণ্য চলাচলকে মসৃণ করে তুলে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ বাড়ানোর কাজটি করেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যেমন রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়া, ঘোরাঘুরি, সম্পত্তি কেনাবেচা, এসব খরচ কিছুটা সাধারণ মানুষের ঘাড়ে বেশি চাপলেও ৮১ শতাংশ জিনিসপত্রের দামই কিন্তু কমছে। সোজা কথা, স্বল্পমেয়াদে কিছু কষ্ট হলেও দীর্ঘমেয়াদে কিন্তু সুফলই পাওয়া যাবে। আর এটা তো স্বাভাবিকই।❑

জি এস টি রূপায়ণের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ

গিরীশচন্দ্র প্রসাদ

মুনাফাখোরদের রমরমা কমলে এবং কর কমার সুফলের অঙ্গ হিসেবে সাধারণ মানুষকে কম দামে জিনিসপত্র দেওয়া সম্ভব হলে খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হারও নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তাতে চাহিদা বাড়বে এবং কর কাঠামো আরও মজবুত হবে। কর রাজস্ব বাড়ায় কল্যাণমূলক এবং পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির পেছনে আরও বেশি খরচ করতে পারবে সরকার। প্রতিযোগিতার বাজারে এটা ধরেই নেওয়া যায় যে, কর কমার সুফল ক্রেতাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাইবেন সব বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীই। কারণ, তারা খদ্দের হারাতে চাইবেন না—এটাই স্বাভাবিক।

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যস্তরের ১৭-টি নানা ধরনের কর বিলুপ্ত করে এবং রাজ্যগুলির মধ্যেকার পাঁচিল ভেঙে ফেলে ভারতে চালু হল পণ্য ও পরিষেবা কর বা জি এস টি। দেশজুড়ে তৈরি হল ২ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি ডলারের অভিন্ন বাজার। স্বভাবতই এতে ব্যবসায়ী এবং বিনিয়োগকারীদের সুবিধা। কিন্তু নীতিপ্রণেতাদের সামনে বড়ো চ্যালেঞ্জ হল নতুন কর জমানায় পণ্য ও পরিষেবার ওপর করের বোঝা কমার সুফল যাতে উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করা। এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়াও হচ্ছে। মুনাফাবাজি রোখার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ গঠন করা হচ্ছে। ব্যবসায়ী এবং উপভোক্তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সচেতনতার প্রসারেও জোর দেওয়া হচ্ছে। পণ্য ও পরিষেবা কর চালু হওয়ার পর মালয়েশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশে মুনাফাবাজি বেড়ে যাওয়ার ঘটনার প্রেক্ষিতে এইসব উদ্যোগ অন্তত জরুরি। দেশে আগেকার অপ্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থাপনা ছিল অত্যন্ত জটিল এবং অস্বচ্ছ। জি এস টি এক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এনেছে এবং কোনও পণ্য বা পরিষেবার ওপর আসলে কতটা কর বসেছে তা জানা উপভোক্তাদের কাছে সহজ হয়েছে। কিন্তু জনমানসে অনেক ক্ষেত্রেই একটা ধারণা জন্মেছে যে নতুন জমানায় করের হার বেশি।

আগেকার জমানায়, কোনও পণ্য বা পরিষেবার ওপর লাগু মোট করের মধ্যে শুধুমাত্র খুচরো বিক্রির সময় রাজ্যের বসানো মূল্যযুক্ত কর বা VAT-এর অংশটুকুই জানতে পারতেন উপভোক্তারা। এর আগে ধাপে ধাপে কতবার যে কত রকমের কর বসেছে তা বোঝা যেত না। যেমন, কারখানা থেকে বেরোবার সময় কোনও পণ্যের ওপর প্রযুক্ত উৎপাদন শুল্ক বা কোনও ব্যবহৃত যন্ত্রাংশের জন্য টেলিকম সংস্থা যে কর দেয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

সরকার এটা একেবারেই চায় না যে ব্যবসায়ীরা ক্রেতা বা উপভোক্তাদের ভুল বুঝিয়ে বেশি দাম আদায় করুক। তাহলে জি এস টি-র মাধ্যমে কর ব্যবস্থাপনায় যে স্বচ্ছতা এসেছে, তার মূল উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

জি এস টি-জমানায় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি কোনও পণ্য সরবরাহ ক্রমের আগের ধাপে থাকার সময় দেওয়া করের উল্লেখ করে এখন আরও বেশি মাত্রায় কর সংক্রান্ত দায়বদ্ধতা মেটাতে পারেন।

যেমন, কোনও টেলি-যোগাযোগ পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা এখন তার ব্যবসার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির ওপর কর বাবদ প্রদত্ত অর্থের উল্লেখ করে, উপভোক্তাদের পরিষেবা দেওয়ার সময় প্রযোজ্য করের অনেকটাই কমাতে পারে। এর ফলে পণ্য বা পরিষেবার ওপর চাপানো অহেতুক করের বোঝা কার্যক্ষেত্রে অনেকটাই কমবে। এমনকি, যদি ওই পণ্য বা পরিষেবার ওপর লাগু জি এস টি-র হার, আগেকার জমানার করের হারের থেকে সামান্য বেশিও হয়, তাহলেও আদতে করের বোঝা কমেছে এমনটা হতেই পারে।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি গত ১১ জুন জিএসটি পরিষদের বৈঠকের পরে জানান যে, বেশ কয়েকটি পণ্যে, করের

[লেখক নয়া দিল্লি ভিত্তিক সাংবাদিক (অর্থনীতি বিষয়ক)। ই-মেল : gureeshchandraprasad@gmail.com.]

বোঝা আগের তুলনায় যাতে কম হয় সে দিকটিও মাথায় রেখেই নতুন করের হার ধার্য করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত আলোচনার সময় পরিবর্তনশীল ভোগাভ্যাস এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতার দিকটিও খতিয়ে দেখা হয়েছে বিশদভাবে। মে মাসে শ্রীনগরে পরিষদের বৈঠকে বিভিন্ন পণ্যে করের যে হার স্থির হয়েছিল, তার মধ্যে ৬৬-টি ক্ষেত্রে কর হার কমানোর সিদ্ধান্ত হয় ১১ জুনের বৈঠকে।

অসাধু ব্যবসায়ীরা যাতে জি এস টি জমানায় পণ্যে করের বোঝা কমে যাওয়ার সব সুবিধাটুকু নিজেরাই কুক্ষিগত করে ক্রেতা বা উপভোক্তাদের বঞ্চিত না করতে পারে সেজন্য জি এস টি আইনে মুনাফাবাজি রোখার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থান রাখা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় জি এস টি আইনে স্পষ্ট বলা আছে যে পণ্য ও পরিষেবায় করের বোঝা কমলে, ক্রেতার জন্য দামও সেই অনুপাতে কমবে।

মুনাফাবাজি রোখার জন্য প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপনার শীর্ষে থাকবেন সচিব পর্যায়ের কোনও আধিকারিক। মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের সক্রিয়তার খবর মিললেই তারা তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় শুল্ক দফতর (CBEC)-এর এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত শাখায় সুপারিশ করে পাঠাবেন। এই কর্তৃপক্ষের হাতে, কোনও সরবরাহকারীকে তার পণ্যের দাম কমানোর নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা থাকছে। ক্রেতা বঞ্চিত হয়ে থাকলে, তাকে হিসেব অনুযায়ী প্রাপ্য টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশও দিতে পারে এই দফতর। মুনাফাবাজিতে দোষী সাব্যস্ত ব্যবসায়ীরা, করের বোঝা কমার ফলে ক্রেতার যেটুকু প্রাপ্য ছিল, কিন্তু দেওয়া হয়নি, তা মিটিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন। শুধু তাই নয়, ওই টাকা ফেরত দিতে হবে ১৮ শতাংশ সুদ সমেত। এমনকি, ক্রেতা যদি এই সব বিষয়ে অনিয়মের ফলে তার প্রাপ্য কড়ায়গণ্ডায় বুঝে নিতে না-ও চান, সংশ্লিষ্ট দপ্তর সেই টাকা সরবরাহকারীর কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারে। মুনাফাবাজিতে দোষী সাব্যস্ত হলে শাস্তি তো হবেই, এমনকি রেজিস্ট্রেশনও বাতিল হতে পারে।

এইসব আইনি সংস্থান অত্যন্ত কড়া মনে হলেও, এটা ঠিকই যে অসাধু উপায়ে মুনাফা করার প্রবণতা রুখতে সরকারের হাতে প্রয়োজনীয় অস্ত্র থাকা দরকার। ছোটোখাটো বিচ্যুতির বিষয়ে অতটা মাথা না ঘামিয়ে বড়োসড়ো অনিয়মের মোকাবিলায় বেশি উদ্যোগী হওয়া সমীচীন। মুনাফাবাজি বন্ধ করার এইসব বিশেষ সংস্থান অবশ্য কার্যকর থাকবে পুরনো ব্যবস্থা থেকে নতুন কর ব্যবস্থায় উপনীত হওয়ার সময়টুকুতে। এখনও গোটা প্রক্রিয়াটি সুচারুভাবেই চলছে। কর কমার সুফল উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দিতে তৎপর অনেক বাণিজ্যিক সংস্থাই। পয়লা জুলাই মধ্যরাতে সংসদের সেন্ট্রাল হলে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী জিএসটি-র সূচনা করেন। এর পরে পরেই ভারতে আই-ফোন, আই-প্যাড-সহ, বেশ কয়েকটি পণ্যের দাম কমিয়েছে অ্যাপেল। হিন্দুস্থান লিভারের সাবান-ডিটারজেন্টের দামও কমেছে। হিরো মোটো কর্প লিমিটেড তাদের দু'-চাকার গাড়ির দাম চারশো থেকে ১ হাজার ৮০০ টাকা পর্যন্ত কামানোর কথা জানিয়েছে।

পণ্য ও পরিষেবায় করের বোঝা কমার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো অত্যন্ত জরুরি। অপ্রত্যক্ষ কর ধনী এবং দরিদ্ররা একই ভাবে দিয়ে থাকেন। এখানে বিষয়টি আয়করের মতো নয়—যেখানে খরচ করার ক্ষমতা অনুযায়ী করের হার ধার্য হয়।

মুনাফাখোরদের রমরমা কমলে এবং কর কমার সুফলের অঙ্গ হিসেবে সাধারণ মানুষকে কম দামে জিনিসপত্র দেওয়া সম্ভব হলে খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হারও নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তাতে চাহিদা বাড়বে এবং কর কাঠামো আরও মজবুত হবে। কর রাজস্ব বাড়ায় কল্যাণমূলক এবং পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির পেছনে আরও বেশি খরচ করতে পারবে সরকার। প্রতিযোগিতার বাজারে এটা ধরেই নেওয়া যায় যে, কর কমার সুফল ক্রেতাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাইবেন সব বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীই। কারণ, তারা খদ্দের হারাতে চাইবেন না—এটাই স্বাভাবিক।

জিএসটি চালু হওয়ায় দেশের গরিব মানুষ যাতে কোনওভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হন, সে জন্যই অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির নেতৃত্বাধীন পণ্য ও পরিষেবা কর পরিষদ করের হার সবক্ষেত্রে এক না রেখে চার রকমের হার স্থির করেছে। সাধারণের নিত্যব্যবহার্য জিনিসে করের হার কম রাখা হয়েছে। বিলাস পণ্যের ক্ষেত্রে ধার্য হয়েছে চড়া হার।

এই হারগুলি স্থির করা হয়েছে আগেকার জমানায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে আরোপিত করের পরিমাণের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে। বয়নের মতো কয়েকটি শিল্পকে জি এস টি-র আওতার বাইরে রাখার দাবি উঠেছিল। তা মানলে লাভের থেকে ক্ষতি হ'ত বেশি। যদি কোনও পণ্য জি এস টি-র আওতার বাইরে থাকে, তার বিক্রেতা, কাঁচামাল কেনার সময় দেওয়া করের সাপেক্ষে ছাড় পেতে পারবেন না। ফলে দামে তার প্রভাব পড়তে বাধ্য।

কয়েকটি পরিষেবায় জি এস টি জমানায় করের বোঝা বাড়বে বলে কোনও কোনও মহলে উদ্বেগ রয়েছে। পণ্যের মতো, পরিষেবাতেও কর বসবে—সারা দুনিয়ায় এটাই রীতি।

জি এস টি জমানায় টেলিকম পরিষেবায় কর ধার্য হয়েছে ১৮ শতাংশ। আগে তা ছিল ১৫ শতাংশ। ফলে মনে হতে পারে যে, সাধারণ মানুষের টেলিফোন বিল বাড়বে। গত ২৬ মে সরকারের তরফে কিন্তু আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলি স্পেকট্রাম এবং যন্ত্রপাতি কেনার জন্য আগে প্রদত্ত করের উল্লেখ করলে পরবর্তী ধাপে কর দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেকটাই ছাড় পাবে। ফলে করের হার আদতে বাড়বে না। শেষমেশ সব মিলিয়ে, আগের অর্থবছরে টেলিকম কোম্পানিগুলি মোট যতটা কর দিয়েছে, এবার তার ৮৭ শতাংশ মাত্র দিতে হবে বলে সরকারের তরফে হিসেব দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে পরিস্থিতি আসলে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, তা বুঝতে জি এস টি চালুর পর প্রথম বিলিং সাইক্‌ল্‌ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে আছে টেলিকম সংস্থাগুলি।

মে মাসে জি এস টি পরিষদের বৈঠকের পর কেরালা এবং জম্মু ও কাশ্মীরের অর্থমন্ত্রীরা কর কমার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছনোয় জোর দেন। রাজস্ব সচিব হাসমুখ আধিয়া বলেন, অসাধু ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপ রুখতে ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হবে। তবে বড়ো ধরনের অনিয়মের ক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থাপনা বা দপ্তর কাজ করবে। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে এই কর্তৃপক্ষ মাথা ঘামাবে না। শিল্প ও বাণিজ্যমহলকে নতুন জমানায় অভ্যস্ত করে তোলাও জি এস টি পরিষদের দায়িত্ব। কাজেই ছোটোখাটো বিচ্যুতি-র ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় দেওয়া হতে পারে।❑

জি এস টি : নতুন যুগের ভোর

উপেন্দর গুপ্তা

ভারত অনেকগুলি রাজ্যের একটি মিলিত দেশ বা যুক্তরাষ্ট্র সেই ১৯৪৭ সাল থেকেই। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে সেই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোগত দেশ কি আমরা গড়ে তুলতে পেরেছি? তামিলনাড়ুতে বসে একজন ব্যবসায়ী কি হিমাচলপ্রদেশে পণ্য বেঁচতে পারেন, দুই রাজ্যে করের হারের কথা মাথায় না রেখে? জম্মু ও কাশ্মীর থেকে রওনা দিয়ে একটি ট্রাক কন্যাকুমারী পৌঁছোতে পারবে প্রত্যেকটি রাজ্যের বর্ডার চেক পোস্টে না থেমে? জি এস টি এই সব ক'টি বাধা দূর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এবং সেই সঙ্গে দেশের সব ক'টি রাজ্যকে একটা সাধারণ একক বাজারে পরিণত করার আশা তৈরি করেছে।

২০১৭ সালের ৩০ জুনের মধ্যরাত্রে (রাত বারোটায়) সংসদ ভবনের ঘণ্টার শব্দ বাকি বিশ্বের কাছে ভারতীয় রাজনীতির পরিপক্কতার বার্তাসূচক হিসেবে ধ্বনিত হয়। এ ছিল সেই বিশেষ মুহূর্ত; যখন গোটা দেশ ঐক্যবদ্ধভাবে এক অরাজক এবং জটিল অপ্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থাকে এক 'উত্তম ও সহজ কর' (Good and Simple Tax) ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করে। এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, জি এস টি ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে সাফল্যের পরাকাষ্ঠা এবং ভারতীয় অর্থনীতির কাছে যথেচ্ছাচারী, অগণ্য বিজড়িত করের গোলকধাঁধার জাল থেকে ত্রাণকর্তা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

ভারত অনেকগুলি রাজ্যের একটি মিলিত দেশ বা যুক্তরাষ্ট্র সেই ১৯৪৭ সাল থেকেই। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে সেই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোগত দেশ কি আমরা গড়ে তুলতে পেরেছি? তামিলনাড়ুতে বসে একজন ব্যবসায়ী কি হিমাচলপ্রদেশে পণ্য বেঁচতে পারেন, দুই রাজ্যে করের হারের কথা মাথায় না রেখে? জম্মু ও কাশ্মীর থেকে রওনা দিয়ে একটি ট্রাক কন্যাকুমারী পৌঁছোতে পারবে প্রত্যেকটি রাজ্যের বর্ডার চেক পোস্টে না থেমে? জি এস টি এই সব ক'টি বাধা দূর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এবং সেই সঙ্গে দেশের সব ক'টি রাজ্যকে একটা সাধারণ একক বাজারে পরিণত করার আশা তৈরি করেছে।

এখন আর সাধারণ প্রশ্নটা এই নয় যে, জি এস টি কী? এই ব্যাপারে সচেতনতার বার্তা গোটা দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে এবং আমরা যদি বলি যে, জি এস টি'র অর্থ যে 'Goods and Services Tax', এটা একটা শিশুও জানে, তাহলে মোটেই অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু যেটা আমাদের মধ্যে অনেকেই নাও জানতে পারি সেটা হল, কী কারণে আমরা দেশে এই অতিকায় সংস্কার এবং সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিলাম। এই বিশাল পরিমাণ সংস্কারসাধনের জন্য দেশকে দশ বছরেরও বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে আমাদের কর ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্যে। ঐতিহাসিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকার উৎপাদনের ওপর কর বসিয়েছে (Central Excise Duty), পরিষেবার ওপর কর বসিয়েছে (Service Tax), আন্তঃরাজ্য বিক্রয়ের ওপর কর (CST-কেন্দ্র এই কর ধার্য করতো এবং রাজ্যগুলি আদায় ও ভোগ করতো) ছিল। রাজ্যগুলি খুচরো বিক্রয়ের ওপর কর বসাতো (VAT), রাজ্যে আসা পণ্যের ওপর প্রবেশ কর বসাতো, বিলাস কর (Luxury Tax) বসাতো, ইত্যাদি। শুধু যে করের সংখ্যা বাহুল্য ছিল তাই নয়, এই কর ব্যবস্থার নিয়মকানুন মেনে চলাটা করদাতাদের কাছে ছিল দুঃস্বপ্ন বিশেষ। রাজ্যে বা কেন্দ্রে প্রদত্ত করগুলির মধ্যে পারস্পরিক প্রত্যার্পণ বা 'অ্যাডজাস্টমেন্টের' ব্যবস্থা না থাকার ফলে জটিলতা আরও বেড়েছিল। ফলত, 'ট্যাক্স ক্যাসকেডিং' (করের ওপর

[লেখক কমিশনার (জি এস টি), কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক ও বহিঃশুল্ক বোর্ড, ভারত সরকার। ই-মেল : gst-cbec@nic.in]

কর) হচ্ছিল। আর আন্তঃরাজ্য এবং আন্তঃরাজ্য বিক্রয় করের মধ্যে ফারাকের ফলে অসৎ ব্যবসায়ীরা এই কৃত্রিম বাধার সুযোগ নিত। অসংখ্য ফর্ম ভর্তি করার এবং অদক্ষ নিয়মকানুন ব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলার বাধ্যবাধকতার দরুন দেশে ব্যবসা করাটাই একটা হতাশা উদ্রেককারী কর্মকাণ্ড হয়ে উঠছিল দিন দিন।

জি এস টি জমানায় সেই দুঃস্বপ্নের মতো অভিজ্ঞতা আমাদের ব্যবসায়ীরা খুব শীঘ্রই ভুলে যেতে পারবেন। জি এস টি-র একটা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হল তা SMART; অর্থাৎ স্মার্ট (smart), নৈতিক (moral), দায়বদ্ধ (accountable), প্রতিক্রিয়ামূলক (responsive) এবং স্বচ্ছ (transparent)। বিভিন্ন করকে জি এস টি-র মধ্যে একটি কর হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহ ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে বসানো হবে; উৎপাদন বা আমদানি থেকে শুরু করে খুচরো বিক্রয় স্তর অবধি। যেখানে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে রাজ্য এবং কেন্দ্র দুই পক্ষেরই কর বসানোর স্বাধীন ক্ষমতা রয়েছে, সেখানে জি এস টি একটি দ্বৈত কর ব্যবস্থা। এতে কেন্দ্রীয় সরকার বসাবে 'Central GST' (CGST), আর রাজ্য সরকার আন্তঃরাজ্য বিক্রয়ের ওপর বসাবে 'State GST' (SGST), এছাড়া আন্তঃরাজ্য বিক্রয়ের ওপর কেন্দ্রীয় সরকার বসাবে 'Integrated GST' (IGST)। আর যেসব কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে আইনসভা নেই সেগুলিতে আঞ্চলিক বিক্রয়ের ওপর বসবে 'Union Territory GST' (UTGST) অথবা "Union Territory Tax"। এছাড়াও জি এস টি প্রবর্তন করার ফলে রাজ্যগুলির রাজস্ব হারানোর ক্ষতি পুষিয়ে দেবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকটি বিলাস পণ্য ও পরিষেবার ওপর 'GST Compensation Cess' বসাবে।

জি এস টি-র প্রধান বৈশিষ্ট্য

জি এস টি বুঝতে গেলে ভারতে এই ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আগে জানা দরকার।

(i) এলাকাগতভাবে জি এস টি প্রযোজ্য জম্মু এবং কাশ্মীর-সহ গোটা দেশে।

(ii) জি এস টি বসবে পণ্য ও পরিষেবার সরবরাহের ওপর। যেখানে কিনা আগের ব্যবস্থায় বিভিন্ন কর বসানো হ'ত উৎপাদন বা বিক্রির ওপর।

(iii) উৎসে কর আরোপণের পরিবর্তে গন্তব্যে ভোগের ওপর কর আরোপণের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে জি এস টি-র নীতি।

(iv) আমদানিকে ধরা হয় আন্তঃরাজ্য সরবরাহ এবং আমদানিকৃত পণ্যর ওপর বহিঃশুল্ক ছাড়াও 'IGST' বসানো হবে।

(v) আমদানিকৃত পণ্যকেও আন্তঃরাজ্য সরবরাহ ধরা হবে এবং এর ওপর 'IGST' বসানো হবে 'রিভার্স চার্জ' (Reverse Charge)-এর ভিত্তিতে।

(vi) 'GST Council' (GSTC)-এর আওতায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির পারস্পরিক সহমতের ভিত্তিতে CGST, SGST/UTGST এবং IGST-এর করের হার নির্ধারণ করা হয়েছে।

(vii) বিভিন্ন পণ্য ও পরিষেবার ওপরে বসানো করের হারের চারটি স্তর হল—৫ শতাংশ, ১২ শতাংশ, ১৮ শতাংশ এবং ২৪ শতাংশ। বহুমূল্য ধাতু (যথা, সোনা)-র ওপর কর বসানো হয় ৩ শতাংশ হারে আর পালিশ না করা বহুমূল্য রত্নের ওপর কর ০.২৫ শতাংশ। কয়েকটি নির্দিষ্টকৃত পণ্য ও পরিষেবা-কে GST-র আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।

(viii) অ্যালকোহল ছাড়া (সাংবিধানিক কারণে) প্রায় সমস্ত পণ্য ও পরিষেবাই জি এস টি-র আওতায় আসবে। এছাড়া পাঁচটি পেট্রো-পণ্য (অপরিশোধিত তেল, পেট্রোল, ডিজেল, বিমানের জ্বালানি এবং প্রাকৃতিক গ্যাস) আপাতত জি এস টি-র আওতার বাইরে থাকছে এবং পরবর্তীকালে জি এস টি কাউন্সিলের সুপারিশের মাধ্যমে এই পণ্যগুলিকে জি এস টি-র আওতায় আনার পথ খোলা রয়েছে।

(ix) কুড়ি লক্ষ টাকার (সংবিধানের ২৭৯এ ধারা অনুসারে জম্মু ও কাশ্মীর বাদে বাকি বিশেষ শ্রেণিভুক্ত রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে দশ লক্ষ টাকার) নিচে টার্নওভার হালে সেই ব্যবসাকে CGST এবং SGST/UTGST ব্যবস্থা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, ছোটো ব্যবসায়ীদের (নির্দিষ্টভাবে বিশেষ পণ্য উৎপাদক এবং পরিষেবা প্রদানকারীরা ছাড়া) জন্য কম্পোজিশন স্কিম (অর্থাৎ, ট্যাক্স ক্রেডিট ছাড়াই একটা নির্দিষ্টকৃত ধ্রুব হারে কর দেওয়া)-এর পথও খোলা রাখা হয়েছে। এর আওতায় পড়ছেন সেই ব্যবসায়ীরা, যাদের ব্যবসার বার্ষিক টার্নওভার পঁচাত্তর লক্ষ টাকা অবধি (সংবিধানের ২৭৯এ ধারা অনুসারে জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতিরেকে বিশেষ শ্রেণিভুক্ত রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক টার্নওভার)।

(x) রপ্তানি এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ)-কে করা সরবরাহ জিরো-রেটেড (অর্থাৎ, এমনিতে এগুলি জি এস টি আওতায়, কিন্তু এক্ষেত্রে প্রযোজ্য করের হার শূন্য)।

(xi) পণ্য ও পরিষেবার উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল বা পরিষেবার ওপর দেওয়া 'CGST'-র জন্য প্রাপ্ত ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট (ITC) উৎপাদনের ওপর প্রদেয় CGST দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যাবে। একইভাবে ইনপুটের ওপর প্রদান করা SGST/UTGST আউটপুটের ওপর প্রদেয় SGST/UTGST প্রদান করার জন্য ব্যবহার করা যাবে। অর্থাৎ, দুই ধরনের ITC-র পারস্পরিক ব্যবহার (Cross-utilization) সম্ভব নয়। আন্তঃরাজ্য সরবরাহের ওপর প্রদত্ত IGST-এর ক্ষেত্রে কয়েকটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতি ব্যতিরেকে। এই বিষয়ে ITC সদ্ব্যবহার করার অনুমোদিত উপায়গুলি হল :

(a) CGST প্রদান করে (ইনপুটের ওপর) প্রাপ্ত ITC আউটপুটের

ওপর প্রাপ্তব্য যথাক্রমে CGST এবং IGST প্রদান করার জন্য ব্যবহার করা যাবে।

(b) SGST প্রদান করে প্রাপ্ত ITC ব্যবহার করা যাবে যথাক্রমে SGST এবং IGST প্রদান করার জন্য।

(c) UTGST প্রদান করে প্রাপ্ত ITC ব্যবহার করা যাবে যথাক্রমে UTGST এবং IGST প্রদান করার জন্য।

(d) IGST প্রদান করে প্রাপ্ত ITC ব্যবহার করা যাবে যথাক্রমে IGST, CGST এবং SGST/UTGST প্রদান করার জন্য।

CGST প্রদান করে প্রাপ্ত ITC SGST/UTGST প্রদান করার জন্য ব্যবহার করা যাবে না, এবং SGST/UTGST প্রদান করে প্রাপ্ত ITC CGST প্রদান করার জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

(xii) বিভিন্ন শ্রেণির ব্যক্তির বা কর প্রদানকারীর ট্যাক্স রিটার্ন e-filing করার সময়সীমা বিভিন্ন।

(xiii) কর প্রদান করার জন্য যে বিভিন্ন রকম পথ আছে সেগুলি হল : ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড, ন্যাশনাল ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (NEFT)/রিয়াল টাইমস গ্রস্ সেট্‌লমেন্ট (RTGS)।

(xiv) ট্যাক্স রিফান্ড পাওয়ার জন্য কর প্রদানকারী ব্যক্তি বা সংস্থাকে প্রাসঙ্গিক (Relevant) তারিখ থেকে দুই বছরের মধ্যে আবেদন করতে হবে।

(xv) পঞ্জীকৃত (Registered) ব্যক্তি বা সংস্থার প্রদেয় করের ক্ষেত্রে স্বয়ং-মূল্যায়ন (Self-assessment) করের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

(xvi) পঞ্জীকৃত (Registered) ব্যক্তি বা সংস্থার নিরীক্ষা (Audit) করতে হবে আইনকানুনের সঙ্গে মান্যতা নিশ্চিত করার জন্য।

(xvii) রাজ্যগুলিতে অ্যাডভান্সড রুলিং অথরিটি কর সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাপারে স্পষ্টতা ব্যাখ্যা করবে। কেন্দ্রীয় সরকার CGST Act-এর আওতায় এই রকম একটা কর্তৃপক্ষ তৈরি করবে।

(xviii) ব্যবসায়ীরা যাতে পণ্য ও পরিষেবার ওপর প্রদেয় মোট করের পরিমাণ কমে যাওয়ার সুবিধা উপভোক্তাদের হস্তান্তর করে, তার জন্য 'মুনাফাবাজি প্রতিরোধক' বা 'অ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং' বিধি রাখা হয়েছে।

(xix) বর্তমান করদাতাদের নতুন জি এস টি ব্যবস্থায় মসৃণ রূপান্তরের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অবস্থান্তরকালীন সংস্থান রাখা হয়েছে।

জি এস টি-র সুবিধা

(A) মেক ইন ইন্ডিয়া :

(i) গোটা দেশকে এক সাধারণ ও সমন্বিত বাজারে পরিণত করবে। যার ফলে বিদেশি বিনিয়োগ এবং মেক ইন ইন্ডিয়া প্রচার, দুই-ই উদ্বুদ্ধ হবে।

(ii) করের 'ক্যাসকেডিং' বন্ধ হবে, যেহেতু সরবরাহের প্রত্যেক স্তরে 'ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট' পাওয়া যাবে।

(iii) আইন, পদ্ধতি এবং কর হারের সমন্বয়সাধন।

(iv) রপ্তানীকৃত পণ্য ও পরিষেবার ওপর প্রদত্ত করের আরও দক্ষভাবে প্রশমন করার ফলে আমাদের পণ্য ও পরিষেবাগুলি বিশ্বের বাজারে আরও প্রতিযোগিতাক্ষম হয়ে উঠবে, যার ফলে আমাদের রপ্তানি বাড়বে।

(v) ব্যবসায়ীদের ওপর গড় করের বোঝা খুব সম্ভবত কমবে। যার ফলে পণ্য ও পরিষেবার দাম কমার আশা করা যায়। সেটা হলে উপভোক্তারা আরও বেশি জিনিসপত্র কিনবে, যার ফলে উৎপাদন বাড়বে এবং শিল্পের বৃদ্ধি হবে। এর ফলে ভারত একটি উৎপাদন কেন্দ্রে (Manufacturing hub) পরিণত হবে।

(B) ব্যবসা করার সুবিধা :

(i) সহজতর কর ব্যবস্থা এবং তুলনামূলকভাবে অনেক কম সংখ্যক করছাড়।

(ii) বর্তমান অপ্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় চালু করের সংখ্যাধিক্য কমিয়ে সরলীকৃত এবং সমন্বিত কর ব্যবস্থার প্রবর্তন।

(iii) কর ব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলার খরচ (Compliance Cost) কমবে। বহু রকম করের জন্য বহু রকম নথি রাখা দরকার পড়বে না। ফলে আর্থিক বিনিয়োগ এবং লোকবলের দরকার কমবে।

(iv) সরলীকৃত এবং স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে পঞ্জীকরণ (Registration), রিটার্ন জমা করা, রিফান্ড পাওয়া, কর প্রদান করা।

(v) করদাতা এবং কর ব্যবস্থার প্রশাসনের মধ্যে পুরো সম্পর্কটা সাধারণ GSTN পোর্টালের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা, যেখানে ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের সুযোগ যৎসামান্য।

(vi) করদাতাদের পঞ্জীকরণ ও কর প্রত্যাবর্তনের সাধারণ কার্যপ্রণালী, কর রিটার্নের অভিন্ন ফর্ম্যাট, করের সর্বজনীন ভিত্তি, পণ্য ও পরিষেবাগুলির অভিন্ন শ্রেণিবিন্যাস ইত্যাদি কর ব্যবস্থার অনিশ্চয়তা অনেকটা কমিয়ে দেবে।

(C) উপভোক্তাদের সুবিধা :

(i) পণ্য ও পরিষেবার উৎপাদক এবং খুচরো বিক্রেতাদের মধ্যে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের জন্য পণ্য ও পরিষেবার অন্তিম দাম কমার আশা করা হচ্ছে।

(ii) ব্যবসায়ীদের ওপর গড় করের বোঝা খুব সম্ভবত কমবে, যার ফলে পণ্য ও পরিষেবার দাম এবং সেই কারণে ভোগব্যয় বাড়ার প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

উপসংহার

খুব কাছে থেকে দেখলে জি এস টি-কে মনে হবে এটি কয়েকটি অপ্রত্যক্ষ করের সংস্কারের সমাহার। কিন্তু আমরা যদি দূরদর্শিতার সঙ্গে এই আমূল পরিবর্তনকারী সংস্কারটিকে দেখি তাহলে দেখা যাবে যে এটি ব্যবসার রূপান্তর, সামাজিক পুনর্জন্ম এবং একটা বিপ্লব যা আমাদের দেশের দমে যাওয়া অর্থনৈতিক বৃদ্ধির চাকায় শক্তি জোগাবে। যা বিশ্ব অর্থনীতির খেয়ালিপনা থেকে আমাদের দেশের অর্থনীতিকে বাঁচানোর হাতিয়ার এবং এক ভবিষ্যৎ, "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির"।❑

এক ‘এক দেশ-এক কর’-এর দেশে

অনিন্দ্য ভুক্ত

এক দেশ, এক কর—এভাবেই বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নতুন কর ব্যবস্থাটিকে, পোশাকি নাম যার গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স (জি এস টি)। ভারতে জি এস টি প্রবর্তনের কথা প্রথম বলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী, ২০০০ সালে। ধারণাটি অবশ্য নতুন কিছু নয়। ১৯৫৪ সালে ফ্রান্সে প্রথম চালু করা হয় এই কর ব্যবস্থা। তবে ২০০০ সালে প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হলেও আটঘাঁট বেঁধে কাজ শুরু করতেই লেগে যায় আট বছর। ২০০৮ সালে জি এস টি-র কাঠামো তৈরির জন্য গঠন করা হয় এমপাওয়ার্ড কমিটি অফ স্টেট ফিনান্স মিনিস্টারস। এই কমিটি ২০০৯ সালে প্রথম যে খসড়াটি তৈরি করে দিয়েছিল, দীর্ঘ আলোচনার পর সেটিই ঘষেমেজে গ্রহণ করা হল ২০১৭ সালে এসে।

সংসার চালাতে গেলে যেমন খরচ করতে হয়, তেমনই উপার্জনও। সংসার ছোটো হোক বা বড়ো, আয় ও ব্যয় তাই দু'টিই আছে। আর সরকার চালানো মানেও এক অর্থে এক সংসারই চালানো। নিত্যদিনের হেঁশেল ঠেলার খরচের দায় হয়তো এই সংসারে নেই, কিন্তু পরিবর্তে আছে বৃহত্তর সব খরচের দায়ভার। রাস্তাঘাট বানানোর খরচ, স্কুল-কলেজ চালানোর খরচ, হাসপাতাল চালাবার খরচ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়জনিত ক্ষয়ক্ষতি সামলানোর খরচ, এই রকম আরও কত কী। সরকারকে এই সব খরচ করতে আমরা নিত্যই দেখি। কিন্তু খরচ চালানোর জন্য অর্থ কোথা থেকে আসে? সরকারের আয়ের দু'টি উৎস—কর রাজস্ব এবং অ-কর রাজস্ব। নিবন্ধের শিরোনাম থেকে পরিষ্কার আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হবে প্রথমটি।

তবে আলোচনা শুরুর আগে আরেকটা কথা জেনে রাখা দরকার। আমাদের দেশের প্রশাসনিক কাঠামোটি অনেকটা যৌথ পরিবারের মতো, যে পরিবারের আয়ের একমাত্র উৎস পারিবারিক এক টুকরো জমি। আয় আসে একটি উৎস থেকে, ব্যয়ের মুখ কিন্তু অনেকগুলি। বাবা, মাকে নিয়ে তিন ভাইয়ের যৌথ সংসার হলে যা হয়, এক টুকরো জমি থেকেই সবাই চায় নিজের নিজের স্বাধীন ব্যয়ের টাকাটুকু বের করে নিতে। ফলে আয়ের বণ্টনই এখানে বৃহত্তর সমস্যা। আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা অনেকটা এরকমই। জি এস টি চালু করতে যে এতগুলো বছর লেগে গেল তার কারণ হল এটিই।

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যবস্থা

ভারতের প্রশাসনিক কাঠামোটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের। এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাটির আর্থিক কাঠামোটি কেমন হবে তা প্রথম ঠিক করে দিয়েছিল ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন। এই আইন প্রদেশগুলির আর্থিক স্বাধীনতা রক্ষার উপর জোর দিয়েছিল। পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতের সংবিধানে নতুন রাষ্ট্রের আর্থিক কাঠামো গঠনে এই নীতিটিকেই মান্যতা দেওয়া হয়। তবে রাজ্যগুলির জন্য আর্থিক স্বাধীনতার নানা বন্দোবস্ত করলেও সংবিধান প্রণেতারা কেন্দ্রকে আর্থিকভাবে সবলতর করে গড়ে তুলতেই আগ্রহী ছিলেন।

আর্থিক স্বাধীনতার প্রথম কথাই হল উপার্জনের সক্ষমতা। যে কোনও সরকারের আয়ের দু'টি উৎস—কর এবং অ-কর। কর উৎস থেকে আয়কে কর-রাজস্ব বলা হয়। তবে অ-কর উৎসের সবটাই কিন্তু রাজস্ব নয়, কিছুটা মূলধনী আদায়। রাজস্ব আদায় আর মূলধনী আদায়ের মধ্যে একটি প্রভেদ আছে। রাজস্ব আদায় কোনও দায় সৃষ্টি করে না, যা আদায় হয় সবটাই সরকারের পরিসম্পদের পরিমাণ বাড়ায়। কিন্তু মূলধনী আদায় সাময়িকভাবে সরকারের হাতে অর্থের জোগান বাড়ালেও দীর্ঘমেয়াদে তা দায় সৃষ্টি করে। মূলধনী আদায়ের উদাহরণ সরকারি

[লেখক আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহকারি অধ্যাপক।]

ঋণ। সরকার যে সমস্ত কাজ করে তার জন্য প্রচুর অর্থ লাগে। কর রাজস্ব বা অ-কর রাজস্ব থেকে এই পরিমাণ অর্থ আদায় না হলে সরকার ঋণের আশ্রয় নেন। কিন্তু ঋণ নিলে হাতে সাময়িকভাবে অর্থের জোগান বাড়ে বটে, দীর্ঘমেয়াদে ঋণ পরিশোধের একটি দায়ও তৈরি হয়ে যায়। সরকারি ঋণ তাই রাজস্ব আদায় নয়, মূলধনী আদায়। মূলধনী আদায় ছাড়াও অ-কর উৎস থেকে কিছু রাজস্ব আদায় হয়। উদাহরণস্বরূপ, সরকারি সংস্থাগুলি থেকে সরকার যে লভ্যাংশ পায়, কোর্ট ফি বা অন্যান্য ফি বাবদ সরকারের যে আয় হয়, সরকার যে ঋণ দেয় সেই ঋণ থেকে যে সুদ পায়, সেসব কোনও দায় তৈরি করে না। এগুলি তাই অ-কর রাজস্ব।

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য আর্থিক স্বাধীনতার বন্দোবস্ত করার জন্য তাই প্রয়োজন ছিল এই সব কর ও অ-কর উৎসের কিছু কিছু তাদের হাতে তুলে দেওয়া। নতুবা, যদি কেন্দ্র ও রাজ্য, উভয়েই, অর্থ সংগ্রহের একই উৎস একসঙ্গে ব্যবহার করে তাহলে রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক জটিলতা তৈরি হতে পারে। এই কারণে কেন্দ্র এবং রাজ্য, কে কোন উৎস থেকে আদায় করতে পারবে তাও সংবিধানের ২৪৬ নম্বর ধারায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। ২৪৬ নম্বর ধারার অনুষঙ্গ হিসেবে যে সপ্তম তপশিলটি আছে। সেই তপশিলে আছে তিনটি তালিকা—কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকা। কেন্দ্রীয় তালিকাতে, যে সমস্ত বিষয়ে কেন্দ্রই একমাত্র আইন প্রণয়নের অধিকারী সেগুলি আছে, রাজ্য তালিকাতে আছে যে সমস্ত বিষয়ে রাজ্য আইন প্রণয়নের অধিকারী; আর যে বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই আইন প্রণয়নের অধিকারী সেগুলি আছে যুগ্ম তালিকায়। এখন কোনও কর আরোপ করতে হলে বা সেই করের হার ধার্য করতে হলে আইন প্রণয়ন করেই তা করতে হয়। সংবিধান যেহেতু একই বিষয়ে কর আরোপের অধিকার একই সঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্যকে দিতে চায়নি সেহেতু যুগ্ম তালিকায় কোনও করের নাম নেই।

প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখা দরকার, কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার ছাড়াও কিন্তু আমাদের দেশে তৃতীয় আরেক ধরনের সরকারের অস্তিত্ব আছে। এরা হল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার, যেমন পঞ্চায়েত বা পুরসভা। এই সরকারগুলির হাতেও নির্দিষ্ট প্রশাসনিক দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব পালনের জন্য এদেরও অর্থের প্রয়োজন। পঞ্চায়েত বা পুরসভাগুলিও যাতে কাজ চালাবার জন্য সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে নিজেরাও কর বসিয়ে কিছুটা অর্থ সংগ্রহ করতে পারে সেজন্য সংবিধান সংশোধন করা হয় ১৯৯৩ সালে। সংবিধানের ৭৩-তম সংশোধনী (কার্যকর হয় এপ্রিল ২৪, ১৯৯৩ থেকে) বলে পঞ্চায়েতগুলি হাতে এবং ৭৪-তম সংশোধনী বলে পুরসভাগুলির হাতে কিছু কিছু বিষয়ে কর আরোপ ও সংগ্রহের অধিকার তুলে দেওয়া হয়।

কেন্দ্র ও রাজ্যকে আলাদা আলাদা বিষয়ে কর আরোপের অধিকার দেবার পর আরও একটি বিষয় অমীমাংসিত থেকে যায়—সংগৃহীত কর কীভাবে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ভাগাভাগি হবে। প্রশ্নটি এই জন্যেই ওঠে যে, যে করগুলির উৎস রাজ্য-নিরপেক্ষ, সেই করগুলি আরোপের অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেওয়া হলেও তার একটি ভাগ রাজ্যগুলির পাওয়ার কথা। বিষয়টি একটু বুঝিয়ে বলা যাক। যে কেন্দ্রীয় তালিকার কথা বলা হল, সেই কেন্দ্রীয় তালিকার একটি বিষয়—আয়কর (কৃষি আয়কর ব্যতীত)। এর অর্থ কী? কৃষি আয়কর বাদ কেন? বাদ, কারণ কৃষি কোনও রাজ্যের একান্ত নিজস্ব বিষয়। কিন্তু তাহলে কৃষি আয়কর ছাড়া অন্যান্য আয়করে কি রাজ্যগুলির কোনও অধিকার থাকে না? থাকা তো উচিত। অথচ পশ্চিমবঙ্গের যে মানুষটি কর্মসূত্রে ওড়িশায় থাকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে তার আয়ের উপর কর বসানো সম্ভব নয়। এই কারণে আয়কর বসানোর অধিকার দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রের হাতে, কিন্তু সংগৃহীত কর ভোগের অধিকার কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েরই। কর আরোপের পর তা কোন সরকার আদায় করবে আর তার বণ্টন কীভাবে হবে, সে প্রশ্নের মীমাংসা করা আছে সংবিধানের ২৬৮-২৭০ নম্বর ধারাগুলিতে।

সারণি-১
কর কাঠামো : আরোপ, আদায় ও বণ্টন

(ক) আরোপ ও আদায় করবে কেন্দ্র, আবণ্টিত হবে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে :
১. কৃষি আয় ছাড়া অন্যান্য আয় থেকে উপার্জিত কর; ২. কোম্পানি কর; ৩. বহিঃশুল্ক; ৪. অন্তঃশুল্ক (ওষুধ প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয় না এমন মাদকজাতীয় তরল ও প্রসাধন সামগ্রী ব্যতিরেকে)।
(খ) আরোপ ও আদায় করবে কেন্দ্র, পাবে রাজ্য :
১. সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার কর (কৃষিজমি ব্যতিরেকে); ২. রেলের পণ্য-পরিবহণ থেকে আদায়ীকৃত অর্থ; ৩. সংবাদপত্রের কেনাবেচা ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে প্রাপ্ত আয়ের উপর কর :
(গ) আরোপ করবে কেন্দ্র, আদায় ও ভোগ করবে রাজ্য :
১. ওষুধ প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয় না এমন মাদকজাতীয় তরল ও প্রসাধন সামগ্রীর উপর আরোপিত অন্তঃশুল্ক; ২. কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয় এমন স্ট্যাম্প কর।
(ঘ) আরোপ, আদায় ও ভোগ করবে রাজ্য :
১. কৃষি আয়কর; ২. ভূমি রাজস্ব; ৩. প্রমোদকর; ৪. মূল্য যুক্ত কর; ৫. বিক্রয় কর; ৬. বৃত্তিকর।

সব মিলিয়ে তার মানে দাঁড়ায়, কর রাজস্বের ব্যাপারে সরকারকে মোট তিনটি ধাপের মধ্যে দিয়ে এগোতে হয়—আরোপ, আদায় ও বণ্টন এবং এই তিনটি ধাপকে একত্র করে মোট পাঁচটি শ্রেণিতে সরকার কর্তৃক সংগৃহীত করগুলিকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এই শ্রেণিগুলি এই রকম—(১) আরোপ, আদায় ও ভোগ করবে কেন্দ্র, (২) আরোপ ও আদায় করবে কেন্দ্র, আবণ্টিত হবে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে, (৩) আরোপ ও আদায় করবে কেন্দ্র, পাবে রাজ্য, (৪) আরোপ করবে কেন্দ্র, আদায় ও ভোগ করবে রাজ্য এবং (৫) আরোপ, আদায় ও ভোগ করবে রাজ্য। এই যে পাঁচটি শ্রেণি, এই শ্রেণিগুলিতে বিন্যস্ত করা হয় কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির অধিকারে আছে যে করগুলি, সেগুলিকে। এর বাইরে কিছু কর আছে যেগুলি আরোপ, আদায় ও ভোগ, সবই করে পঞ্চায়েত বা পুরসভার এতো স্বায়ত্তশাসিত সরকারগুলি।

যে পাঁচটি শ্রেণির কথা বলা হল, তার মধ্যে প্রথম শ্রেণিটির অস্তিত্ব অবশ্য এখন আর নেই। এই তালিকায় দু'টি কর ছিল, কোম্পানি কর ও বহিঃশুল্ক। এই দু'টি করকে ২০০০ সালের মার্চ মাসে সংবিধানের অষ্টাদশ সংশোধনের মাধ্যমে দ্বিতীয় শ্রেণিতে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, আরোপ থেকে ভোগ, সবটাই সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রের হাতে থাকবে এমন কোনও কর আর নেই।

ভারতের কর কাঠামো

কর দু' ধরনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ কর মানে যে করের বোঝা নিজের ঘাড় থেকে অন্যের ঘাড়ে চালান করে দেওয়া যায় না। কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যে আয় করে সেই আয়ের উপর তাদের কর দিতে হয়। এই কর কোনওভাবেই অন্যের ঘাড়ে চালান করে দেওয়া যায় না। আয়কর বা কোম্পানি কর তাই প্রত্যক্ষ করের নমুনা। অন্যদিকে পণ্য ও পরিষেবার উপর যে কর আরোপ করা হয় তা পরোক্ষ করের নমুনা। পরোক্ষ কর সহজেই অন্যের ঘাড়ে চালান করে দেওয়া যায়। কেউ কোনও পণ্য বিক্রি করলে তাকে বিক্রয়মূল্যের উপর কর দিতে হয়, যাকে বিক্রয় কর বলে। হিসেব মতো এই কর বিক্রেতার দেওয়ার কথা হলেও বিক্রেতা পণ্যটির দাম বাড়িয়ে তা ক্রেতার ঘাড়ে চালান করে দেয়। বিক্রয় কর তাই এক ধরনের পরোক্ষ কর। ভারতে নানা ধরনের পরোক্ষ কর আছে। বিক্রয় কর ছাড়া অন্তঃশুল্ক, বহিঃশুল্ক, সম্পত্তি কর, মূলধনী কর, মূলধনী-লাভ কর ইত্যাদি পরোক্ষ করের উদাহরণ।

কর কাঠামো বলতে বোঝায় মোট করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের আপেক্ষিক অবদান। এই কাঠামো তাই পরিবর্তনশীল। ভারতেও মোট করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের অবদান কমেছে বেড়েছে, তবে মূল কাঠামোটি পালটে যায়নি। পরোক্ষ করের অবদান সমসময়ই বেশি থেকেছে। এই কারণে ভারতের কর কাঠামোটিকে অধোগতিশীল বলা হয়। অধোগতিশীল কর কাঠামো বলতে এমন কর কাঠামোকে বোঝানো হয় যেখানে করের বোঝার বেশির ভাগটাই বহন করতে হয় তাদের, যাদের আয় তুলনামূলকভাবে কম, যারা গরিব। এমনটি তখনই ঘটে যখন পরোক্ষ করের পরিমাণ বেশি হয়, কারণ পরোক্ষ কর ধনী-নির্ধনের তফাৎ করে না। আর গরিব মানুষ যেহেতু তাদের আয়ের বেশিরভাগটাই দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর কাজে ব্যবহার করে, সেহেতু পরোক্ষ করের বোঝাটিও তাদের ঘাড়েই বেশি চাপে। তবে ভারতের সামগ্রিক কর কাঠামোটি অধোগতিশীল হলেও প্রত্যক্ষ করের কাঠামোটি প্রগতিশীল, মানে যার আয় যত বেশি, তাকে তত বেশি হারে কর দিতে হয়।

ভারতের পরোক্ষ কর কাঠামোর সংস্কার

ভারতের কর কাঠামোটি অধোগতিশীল হলেও, মানে মোট করে পরোক্ষ করের অংশ বেশি হলেও, পরোক্ষ করের কাঠামোটিই অত্যধিক জটিল। এই জটিলতার কারণে যেমন একদিকে একদল মানুষ ভীতিগ্রস্ত হয়ে কর প্রদানের ঝামেলাটি এড়িয়ে চলতে চান, অন্যদিকে তেমনই আরেক দল মানুষ এই জটিলতার সুযোগ নিয়েই কর ফাঁকি দেন। ফলে সামগ্রিকভাবে যেটা হয় তা হল সরকারের কর সংগ্রহের পরিমাণ কমে। ১৯৯০ সালে নয়া আর্থনীতিক নীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে সরকার উৎপাদনমূলক কাজকর্ম থেকে ধীরে ধীরে সরে যেতে শুরু করে। ফলে সরকারি সংস্থাগুলি থেকে লভ্যাংশ বাবদ সরকারের যে আয় হ'ত তার পরিমাণও কমতে শুরু করে। এই অবস্থায় কর-রাজস্বের উপর বেশি করে নির্ভর করা ছাড়া সরকারের সামনে অন্য কোনও পথ ছিল না। কিন্তু কর কাঠামোর আমূল সংস্কার ছাড়া যে কর সংগ্রহ বাড়ানোর জন্য কোনও পথ নেই তাও সরকার বেশ বুঝতে পারছিল। এই সময় থেকেই তাই পরোক্ষ কর কাঠামোর সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে সরকার উদ্যোগী হয়ে ওঠে।

১৯৯১ সালের আগস্ট মাসে অধ্যাপক রাজা চেন্নাইয়ার নেতৃত্বে একটি কর সংস্কার কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির প্রথম রিপোর্টটি ছিল অন্তর্বর্তী। সরকারের কাছে সেটি জমা পড়ে ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারিতে। তার চূড়ান্ত রিপোর্টটি কমিটি জমা দেয় দু'টি কিস্তিতে। প্রথমটি ১৯৯২ সালের আগস্টে জমা পড়ে, দ্বিতীয়টি জমা পড়ে ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাসে। কমিটির উপর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ, দুই করেরই কাঠামো সংস্কারের দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছিল। আমরা এখানে শুধুমাত্র পরোক্ষ করের বিষয়টিই উল্লেখ করব।

কর কাঠামো সংস্কারের বিষয়ে কমিটির মূল লক্ষ্যটি ছিল কর সংক্রান্ত নিয়মকানুনগুলির জটিলতা সরিয়ে সেগুলিকে যথাসম্ভব সহজসরল করে তোলা এবং কর হারগুলিকে কমিয়ে আনা। এই লক্ষ্য নিয়ে যে সমস্ত সুপারিশ পরোক্ষ কর কাঠামো সম্বন্ধে কমিটি করেছিলেন তার মধ্যে প্রধান হল : ১) বহিঃশুল্কের করহারের সংখ্যা কমানোর পাশাপাশি করহারগুলিকেও কমিয়ে আনা; ২) অন্তঃশুল্কের ক্ষেত্রে মূল্যযুক্ত কর (ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স) চালু করা; ৩) পরিষেবা ক্ষেত্রকেও করের আওতায় নিয়ে আসা এবং সেক্ষেত্রেও ভ্যাট ব্যবস্থা চালু করা।

সরকার চেল্লাইয়া কমিটির সব সুপারিশই মেনে নেয় এবং ধীরে ধীরে কার্যকর করতে

শুরু করে। ধীরে ধীরে কার্যকর করার সুপারিশ অবশ্য চেল্লাইয়া কমিটির রিপোর্টেই ছিল। ১৯৯৪ সালে প্রথম পরিষেবা করের প্রবর্তন করা হয়। আর ২০০২ সালে চালু করা হয় সেন্ট্রাল ভ্যাট বা সেনভ্যাট। অতঃপর কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকেও ভ্যাট ব্যবস্থা চালু করার কথা বললে রাজ্যগুলিও একে একে ভ্যাট প্রবর্তন শুরু করে। প্রথম করে হরিয়ানা, ২০০৩ সালে।

এক দেশ, এক কর

এভাবেই বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নতুন কর ব্যবস্থাটিকে, পোশাকি নাম যার গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স (জি এস টি)। ভারতে জি এস টি প্রবর্তনের কথা প্রথম বলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী, ২০০০ সালে। ধারণাটি অবশ্য নতুন কিছু নয়। ১৯৫৪ সালে ফ্রান্সে প্রথম চালু করা হয় এই কর ব্যবস্থা। তবে ২০০০ সালে প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হলেও আটঘাঁট বেঁধে কাজ শুরু করতেই লেগে যায় আট বছর। ২০০৮ সালে জি এস টি-র কাঠামো তৈরির জন্য গঠন করা হয় এমপাওয়ার্ড কমিটি অফ স্টেট ফিনান্স মিনিস্টারস। এই কমিটি ২০০৯ সালে প্রথম যে খসড়াটি তৈরি করে দিয়েছিল, দীর্ঘ আলোচনার পর সেটিই ঘষেমেজে গ্রহণ করা হল ২০১৭ সালে এসে।

জি এস টি ব্যবস্থা, বলা হচ্ছে, দেশে এক দেশ, এক কর ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। দু'টি কারণে এই কথা বলা হচ্ছে। এতদিন পর্যন্ত দেশে পরোক্ষ করের সংখ্যা ছিল প্রায় পনেরো-কুড়িটি। এক একটি পণ্যকে উৎপাদকের হাত থেকে উপভোক্তার হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত একাধিক কর দিতে হ'ত। এখন এই সব কর আর দিতে হবে না। সব করকে এক ছাতার তলায় নিয়ে এসে ছাতার নাম দেওয়া হচ্ছে জি এস টি। উৎপাদক, পাইকারি বিক্রেতা, খুচরো বিক্রেতা, সবাই এখন এই একটিই কর দেবে। 'এক কর' শ্লোগানের এই হচ্ছে নিহিতার্থ। অন্যদিকে, এই যে পণ্যের উপর পনেরো-কুড়ি রকমের করের কথা বলা হল, এর মধ্যে কিছু আরোপ করে কেন্দ্র, কিছু রাজ্যগুলি। আর সব রাজ্যে কিন্তু একই ধরনের কর চালু নেই। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম। ফলে একই পণ্যের উপর বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকমের কর বসায় বিভিন্ন রাজ্যে একই পণ্যের বিভিন্ন রকম দাম হ'ত। এখন আর সেটি হবে না। সারা দেশে একই পণ্যের একই দাম হবে। এই হচ্ছে 'এক দেশ' স্লোগানের অর্থ।

সারণি-২

উৎপাদক থেকে বিক্রেতা	জি এস টি পূর্ববর্তী (টাকার অংকে)	জি এস টি পরবর্তী (টাকার অংকে)
উৎপাদন খরচ	১০০০	১০০০
মুনাফা (১০ শতাংশ)	১০০	১০০
উৎপাদকের মোট মূল্য	১১০০	১১০০
অন্তঃশুল্ক (১২ শতাংশ)	১৩২	—
উৎপাদকের মোট খরচ	১২৩২	১১০০
ভ্যাট (১২.৫ শতাংশ)	১৫৪	—
রাজ্য জি এস টি (১২ শতাংশ)	—	১৩২
কেন্দ্রীয় জি এস টি (১২ শতাংশ)	—	১৩২
উৎপাদকের বিক্রয়মূল্য	১৩৮৬	১৩৬৪
বিক্রেতা থেকে উপভোক্তা		
বিক্রেতার মোট খরচ	১২৩২	১১০০
মুনাফা (১০ শতাংশ)	১২৩.২০	১১০
বিক্রেতার মোট মূল্য	১৩৫৫.২০	১২১০
অন্তঃশুল্ক (১২ শতাংশ)	১৬২.৬২	—
বিক্রেতার মোট খরচ	১৫১৭.৮২	১২১০
ভ্যাট (১২.৫ শতাংশ)	১৮৯.৭৩	—
রাজ্য জি এস টি (১২ শতাংশ)	—	১৪৫.২০
কেন্দ্রীয় জি এস টি (১২ শতাংশ)	—	১৪৫.২০
পণ্যটির চূড়ান্ত বিক্রয়মূল্য	১৭০৭.৫৫	১৫০০.৪০

ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট : কী ও কীভাবে?

কোনও পণ্য উৎপাদন থেকে বিক্রয় পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটির সঙ্গে যারা যুক্ত, তারা প্রত্যেকেই কর দেয়। ফলে একটি পণ্য যত উপভোক্তার হাতের দিকে এগোয় ততই তাতে করের বোঝা যুক্ত হয়। উৎপাদন থেকে চূড়ান্ত বিক্রয় পর্যন্ত এই যে শৃঙ্খল, এই শৃঙ্খলের প্রতিটি ধাপের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা ঠিক তার আগের ধাপকে যে কর দিয়েছেন তা ফেরৎ পাবার যোগ্য। ফেরৎযোগ্য এই করকেই বলা হচ্ছে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ধরা যাক, একজন উৎপাদক তার পণ্য উৎপাদনের জন্য দু'ধরনের কাঁচামাল কেনেন। প্রথম কাঁচামালটি তিনি কিনলেন ১০০০ টাকার, যার উপর তাকে ১৮ শতাংশ হারে মোট

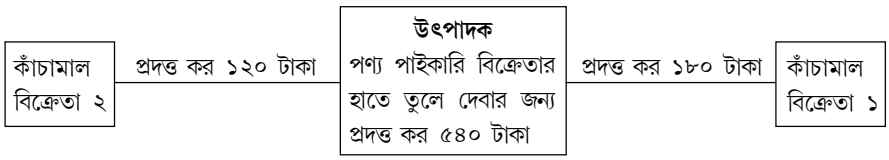

১৮০ টাকা জি এস টি বাবদ দিতে হল। দ্বিতীয় কাঁচামালটির মূল্যও ১০০০ টাকা এবং এজন্য তাকে ১২ শতাংশ হারে মোট ১২০ টাকা জি এস টি দিতে হল। এবার উৎপাদক ওই সমস্ত কাঁচামালের সাহায্যে যে পণ্যটি উৎপাদন করলেন, মুনাফা যোগ করে তার মূল্য দাঁড়াল ৩০০০ টাকা, যার উপর প্রদেয় করের পরিমাণ, ১৮ শতাংশ হারে, ৫৪০ টাকা। উৎপাদক পাইকারি বিক্রেতার কাছ থেকে এই ৫৪০ টাকাই আদায় করবেন, কিন্তু সরকারের কাছে জমা দেবেন (৫৪০ – ১৮০ – ১২০ = ১৪০ টাকা)। এইভাবে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট বাবদ তার হাতে থেকে যাবে ৪০০ (১৮০ + ১২০) টাকা।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, জি এস টি-র ফলে লাভটা কী হচ্ছে? বলা হচ্ছে, এর ফলে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হবে, জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাড়বে, জিনিসপত্রের দাম কমবে। এতগুলি ভালো একই সঙ্গে ঘটবে

ভারতে কর কাঠামোর সংস্কারের খতিয়ান

১৯৯১. কর কাঠামো সংস্কারের উদ্দেশ্যে অধ্যাপক রাজা জে. চেল্লাইয়ার নেতৃত্বে কর সংস্কার কমিটি গঠন

১৯৯৪. পরিষেবা কর প্রবর্তন

২০০২. সমস্ত পণ্যের উপর সেন্ট্রাল ভ্যাট (সেনভ্যাট) চালু

২০০৩. কর কাঠামোর আরেক দফা সংস্কারের উদ্দেশ্যে বিজয় কেলকরের নেতৃত্বে কর সংস্কার কমিটি গঠন

২০০৪. বিজয় কেলকর কর্তৃক গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স (জি এস টি) প্রবর্তনের সুপারিশ

২০০৮. জি এস টি-র কাঠামো তৈরির জন্য এমপাওয়ার্ড কমিটি অফ স্টেট ফিনান্স মিনিস্টারস গঠন

২০১৫. লোকসভা কর্তৃক জি এস টি সংবিধান সংশোধনী বিল পাস (মে, ৬)

২০১৬. রাজ্যসভা কর্তৃক জি এস টি সংবিধান সংশোধনী বিল পাস, (আগস্ট, ৩)

২০১৭. লোকসভা ও রাজ্যসভা কর্তৃক সেন্ট্রাল জি এস টি, ইন্ট্রিগ্রেটেড জি এস টি, ইউনিয়ন টেরিটরি জি এস টি ও কম্পেনসেশন টু স্টেটস বিল পাস (মার্চ, ২৭)

২০১৭. জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত অন্য রাজ্য কর্তৃক স্টেট জি এস টি বিল পাস (জুন, ২১)

২০১৭. জি এস টি ব্যবস্থার প্রবর্তন (জুলাই, ১)

বিভিন্ন দেশে জি এস টি-র হার

দেশ	জি এস টি-র হার
অস্ট্রেলিয়া	১০ শতাংশ
ফ্রান্স	১৯.৬ শতাংশ
কানাডা	৫ শতাংশ
জার্মানি	১৯ শতাংশ
জাপান	৫ শতাংশ
সিঙ্গাপুর	৭ শতাংশ
নিউজিল্যান্ড	১৫ শতাংশ

বলেই না তিরিশ জুনের মধ্যরাত্রে ভারতীয় সংসদের সেন্ট্রাল হলে জাঁকজমক করে পথ চলা শুরু হল জি এস টি-র। নইলে কে, কবে শুনেছে, একটি নতুন কর চালুর জন্য ঢাকঢোল পিটিয়ে উৎসবের কথা?

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হবে আশা করা হচ্ছে কারণ করের জটিলতা কমবে। তবে করের জটিলতা বড্ড বেশি, এই কারণে কেউ সাধারণত ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে পিছিয়ে আসে না। তাই বলা ভালো, ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়তে পারে উদ্যোক্তাদের ঘাড় থেকে করের বোঝা কমায়। কীভাবে সেটা কমবে? এক তো কমবে একাধিক করের বোঝা ঘাড় থেকে নেমে যাওয়ায়। দ্বিতীয়ত, কমবে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের দৌলতে। এই দ্বিতীয় কারণটি সম্বন্ধে একটা কথা অবশ্য বলে নেওয়া ভালো। কথাটি এই যে, ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের ধারণাটি কিন্তু নতুন কিছু নয়। পুরোনো ভ্যাট ব্যবস্থাতেও এটি ছিল। কিন্তু সেক্ষেত্রে নিয়মকানুনগুলি ছিল বড্ডো বেশি প্যাঁচালো।

ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়তে হলে অবশ্য করের বোঝা কমার চেয়ে বেশি ভালো হয় জিনিসপত্রের দাম কমলে। পণ্যের দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। সেটাই দরকার ব্যবসায়ীদের। জি এস টি ব্যবস্থায় দামপত্তর কমার কথা বলা হচ্ছে। কীভাবে কমতে পারে তা একটা উদাহরণের সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে।

সারণি-২ থেকে দেখা যাচ্ছে উৎপাদকের উৎপাদন খরচ ১০০০ টাকা। জি এস টি পূর্ববর্তী ব্যবস্থায় অন্তঃশুল্ক ও ভ্যাট যুক্ত করার পর উৎপাদক পণ্যটি খুচরো বিক্রেতার কাছে (এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে পণ্যটি পাইকারি বিক্রেতার হাত না ঘুরেই সরাসরি খুচরো বিক্রেতার কাছে যাচ্ছে) ১৩৮৬ টাকায় বিক্রি করছে। অন্যদিকে জি এস টি পরবর্তী ব্যবস্থায় এই বিক্রয়মূল্যটিই দাঁড়াবে ১৩৬৪ টাকা। এবার ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের কথা যদি ধরি তাহলে জি এস টি পূর্ববর্তী ব্যবস্থায় ভ্যাট বাবদ খুচরো বিক্রেতাকে যে ১৫৪ টাকা উৎপাদককে দিতে হয়েছে পণ্যটি ভোক্তাকে কর সমেত বিক্রি করার পর তা তার ফেরৎ পাবার কথা। একই হিসেবে জি এস টি পরবর্তী ব্যবস্থায় ফেরৎ পাবার কথা ২৬৪ টাকা। এখন ধরে নেওয়া যাক, এই টাকা যেহেতু খুচরো বিক্রেতা ফেরৎ পেয়ে যাবে সেহেতু এই করের বোঝা সে উপভোক্তার ঘাড়ে চালান না করার সিদ্ধান্ত নিল। সেক্ষেত্রে তার প্রাথমিক খরচ দাঁড়াবে, জি এস টি পূর্ববর্তী ব্যবস্থায় ১২৩২ টাকা এবং জি এস টি পরবর্তী ব্যবস্থায় ১১০০ টাকা। অতঃপর কর ও মুনাফা যোগ করে খুচরো বিক্রেতা পণ্যটি উপভোক্তার হাতে তুলে দিচ্ছে, জি এস টি পূর্ববর্তী ব্যবস্থায় ১৭০৭.৫৫ টাকায় এবং জি এস টি পরবর্তী ব্যবস্থায় ১৫০০.৪০ টাকায়।

উপভোক্তার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে অতএব জি এস টি চালু হবার পর দাম কম হবার কথা। কিন্তু এখানে লক্ষণীয়, ব্যাপারটা তখনই ঘটবে যখন ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের ভাগ উৎপাদক থেকে বিক্রেতা, সবাই উপভোক্তাকেও দিতে প্রস্তুত থাকবে। ব্যাপারটা হিসেব করা যত সহজ হল, কার্যত কিন্তু তত নয়। নয়, কারণ সুবিধার ভাগ একবার পাওয়া গেলে সেই ভাগ অন্যের দিকে বাড়িয়ে দেবার উদাহরণ কমই খুঁজে পাওয়া যায়।❑

যোজনা (বাংলা)-এ প্রকাশিত নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগে প্রকাশিত বিষয়বস্তু পাঠকদের কেমন লাগছে সে সম্পর্কে মতামত জানতে আগ্রহী আমরা। ই-মেল মারফৎ অথবা আমাদের দপ্তরে চিঠি লিখে পাঠকরা তাদের মতামত তথা আগামী দিনে আর কী ধরনের লেখাপত্র এই পত্রিকায় দেখতে চান তা জানাতে পারেন।

WBCS-এ অ্যাকাডেমিকের আবার দুর্দান্ত রেজাল্ট

WBCS classes at Academic is sheer exam oriented and planned

I am proud to be part of Academic Association. It should'nt be considered as an option, should be considered as the priority in the WBCS hurdle. In case of final hurdle/interview undoubtedly it's a gem. I personally want to give thanks to Samim Sir for his continuous support as a mentor throughout the journey.

Dipanjan Jana, Food and Supplies Services (WBCS-2016)

সাফল্যের একমাত্রে শর্ত হল দৃঢ়চেতা মানসিকতা

শুধুমাত্র পরিশ্রম সাফল্য এনে দিতে পারে না, সঠিক পরিকল্পনা এবং তার সময় মাফিক রূপায়নই লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। WBCS পরীক্ষাটা যতটা সহজ ততটা কঠিন। এক্সিকিউটিভে যাওয়ার জন্য প্রথম থেকেই মানসিক প্রস্তুতি দরকার। ধৈর্য্য হারালে চলবে না। গ্রুপ স্টাডি করা যেতে পারে তবে সেটা যেন সর্বনাশ ডেকে না আনে।

Krishanu Roy, Executive (WBCS- 2016)

WBCS 2018 নতুন ব্যাচে ভর্ত্তি চলছে। ক্লাস নেবেন WBCS অফিসাররা।

আমার এই সাফল্যের ক্ষেত্রে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের অবদান অনস্বীকার্য।

ডব্লুবিসিএস পরীক্ষার সিলেবাস সমুদ্রের মতো। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সঠিক গাইডেন্সের ফলে এই বিশাল সিলেবাস আয়ত্ত করতে পেরেছি। আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার জন্য আজ আমি ডব্লুবিসিএস অফিসার হতে পেরেছি। অ্যাকাডেমিকের স্ট্র্যাটেজী এবং প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি পার্সোনাল অ্যাটেনশনই হল আমার সাফল্যের চাবিকাঠি।

Pijush Khan, ADSR (WBCS - 2016)

প্রকাশিত হল

WBCS SCANNER Third Edition

'এখন আরোও বেশী তথ্য, আরোও বেশি পৃষ্ঠা, আরোও বেশি কমন'

বইটিতে থাকবে — ●১৯ বছরের প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সমাধান
●২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ মেন প্রশ্নপত্রের সমাধান

নতুন সংযোজন

বাংলা এবং ইংরেজী (কম্পালসারি) বিষয়ের নমুনা ডায়লগ, পত্রলিখন, রিপোর্ট এবং প্রতিবেদন

প্রাপ্তিস্থান ঃ স্টল নং - ১০ (১৪এ সূর্যসেন স্ট্রীটের বিপরীতে), কলেজ স্ট্রীট

ফোন - 7031842001 / 9038786000

MOCK TEST FOR PRELIM-2018

● ১৫টি মকটেস্ট ● ৫০টি ক্লাসটেস্ট ● কোয়েশ্চন ব্যাঙ্ক
● সম্পূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের নোটস্

মকটেস্ট শুরু ২৭ শে আগষ্ট, ২০১৭ থেকে

Contact : 8599955633 / 9038786000

DATE OF VSTS	VST	DATE OF VSTS	VST
27.08.17	VST - 1	19.11.17	VST - 8
10.09.17	VST - 2	26.11.17	VST - 9
24.09.17	VST - 3	03.12.17	VST - 10
08.10.17	VST - 4	10.12.17	VST - 11
22.10.17	VST - 5	17.12.17	VST - 12
05.11.17	VST - 6	24.12.17	VST - 13
12.11.17	VST - 7	31.12.17	VST - 14
		07.01.18	VST - 15

POSTAL COURSE FOR WBCS-2018

প্রিলি ও মেনসের জন্য পোস্টাল কোর্স চালু আছে। পোস্টাল কোর্সে রয়েছে— • প্রিলি এবং মেনসের ১০০% কমনযোগ্য নোটস্ • ১৫০টি ও বেশি ক্লাসটেস্ট এবং মকটেস্ট • ডব্লুবিসিএস অফিসার দ্বারা ইন্টারভিউয়ের জন্য বিশেষ গ্রুমিং সেশন • নির্বাচিত কিছু ক্লাস। • প্রিলি এবং মেনস্-এর জন্য স্ট্র্যাটেজি এবং নেগেটিভ কন্ট্রোলের বিশেষ ক্লাস।

Academic Association

53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073

Website : www.academicassociation.in ✹ Barasat-9073587432 ✹ Uluberia-9051392240
✹ Siliguri-9474764635 ✹ Birati-9674447451 ✹ Berharampur-9474582569 ✹ Darjeeling-9832041123

9038786000
9674478600
9674478644

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana-Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

ATTENTION PLEASE

YOU CAN ALSO SEND YOUR SUBSCRIPTION THROUGH BHARATKOSH (NON-TAX RECEIPT PORTAL)

পণ্য ও পরিষেবা কর : উপভোক্তাদের দৃষ্টিতে

সুরজ জয়সওয়াল

*জি এস টি চালু হওয়া স্বাধীন ভারতে সবচেয়ে বড়ো কর সংক্রান্ত সংস্কার; বলা হচ্ছে এমনটাই। এর ফলাফল সুদূরপ্রসারী হবে এটাই প্রত্যাশিত। জিনিসপত্রের দাম বাড়বে বা কমবে কি না তা নিয়ে নানা জনের নানা মত। আসলে, নতুন এই কর ব্যবস্থাপনায় কোনও কোনও ক্ষেত্রে দাম বাড়ার, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে দাম কমার সম্ভাবনা রয়েছে। বহু পণ্যের ক্ষেত্রেই কার্যকর করের হার কমা, **Input Tax Credit** বা ক্রয় কর জমা এবং সরবরাহ ব্যবস্থাপনার উন্নতি দাম কমানোর প্রবণতা নিয়ে আসবে। উলটো দিক থেকে আবার, পরিষেবার ক্ষেত্রে কার্যকর করের হার, কর প্রদান সংক্রান্ত খরচ বাড়ার ফলে দাম বাড়ার প্রবণতাও দেখা দিতে পারে।*

কারা দিচ্ছেন এবং কারা সংগ্রহ করছেন, তার ওপর নির্ভর করে যাবতীয় করকে দু' ভাগে ভাগ করা যায়—(১) প্রত্যক্ষ এবং (২) পরোক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ।

প্রত্যক্ষ কর আরোপ করা হয় আয়, মুনাফা বা সম্পদের ওপরে। যেমন, আয়কর, পুর কর, সম্পদ কর, সম্পত্তি কর ইত্যাদি। অন্য দিকে, অপ্রত্যক্ষ কর চাপানো হয় পণ্য বা পরিষেবার আদানপ্রদানের ওপরে। এই কর দেন ক্রেতা বা বিক্রেতারা। তবে, বিক্রেতারা এই করের বোঝা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঠেলে দেন ক্রেতাদের দিকে। অপ্রত্যক্ষ করের কয়েকটি উদাহরণ হল বিদেশ থেকে আনা পণ্যের ওপর আমদানি শুল্ক, কোনও বাণিজ্যিক সংস্থার দেওয়া পরিষেবার ওপর পরিষেবা কর, দেশে উৎপাদিত পণ্যের ওপর অন্তঃশুল্ক, বিক্রয় কর ইত্যাদি ইত্যাদি। পণ্য ও পরিষেবা কর বা জি এস টি-ও আসলে এক ধরনের অপ্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর। কেন্দ্রীয় এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারের মাধ্যমে লাগু অন্য প্রায় সব পরোক্ষ করই এর মধ্যে মিশে যাচ্ছে।

ভারতে পণ্য ও পরিষেবা কর চালু হয়েছে পয়লা জুলাই থেকে। এর বৈশিষ্ট্য হল, নির্দিষ্ট কোনও পণ্য বা পরিষেবার ওপর একবার একটাই কর বসবে এবং এই করের হার সারা দেশে সমান হবে। এখানে অবশ্য একটা কথা মনে রাখা দরকার। পেট্রোলিয়াম, অ্যালকোহল, জমিজমা ও নির্মাণের মতো কয়েকটি ক্ষেত্রকে পণ্য ও পরিষেবা কর বা জি এস টি-র আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। এই ক্ষেত্রগুলিতে আগেকার ব্যবস্থাপনা অনুযায়ীই কর বসবে। আমদানি শুল্ক থাকছে, কিন্তু তা জি এস টি-র সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। পুরসভা, গ্রাম পঞ্চায়েত-এর মতো স্থানীয় সংস্থাগুলি যে কর আদায় করে থাকে, তাও থাকছে জি এস টি-র আওতার বাইরে। এরকম কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া দেশে এযাবৎ অন্য যেসব অপ্রত্যক্ষ কর চালু ছিল তার পরিবর্তে এখন এসছে জি এস টি। জি এস টি বা পণ্য ও পরিষেবা করের মধ্যে যেসব অপ্রত্যক্ষ কর মিশে গেছে তার মধ্যে রয়েছে অন্তঃশুল্ক, পরিষেবা কর, শুল্ক দপ্তরের বিশেষ অতিরিক্ত কর, রাজ্যের মূল্যযুক্ত কর বা VAT, রাজ্যগুলির বিক্রয় কর, বিনোদন কর, পণ্য প্রবেশ কর, বিলাস কর ইত্যাদি।

জি এস টি চালু হওয়ায় যে তিনটি শ্রেণির ওপর তার প্রভাব বিশেষভাবে পড়তে বাধ্য সেগুলিকে এভাবে ভাগ করা যায় : (১) উপভোক্তা, (২) সরকার এবং (৩) ব্যবসায়িক সংস্থা। উপভোক্তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে, আগেকার কর ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জি এস টি-র তফাৎ কতটা এবং তার প্রভাবই বা কতটা, তাই হল এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

আগেকার কর ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জি এস টি-র ফারাকের ধরন

ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য একজন ক্রেতা বা উপভোক্তার হাতে কোনও পণ্য বা

[লেখক নতুন দিল্লির Centre for Budget and Governance-এর সঙ্গে যুক্ত। ই-মেল : suraj@cbgaindia.org]

পরিষেবা পৌঁছনোর আগে তা উৎপাদন এবং সরবরাহ ক্রমের বেশ কয়েকটি ধাপ পেরোয়। আগেকার কর ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি ধাপে এক বা একাধিক অপ্রত্যক্ষ কর বসত তার ওপর। এই করগুলির কয়েকটি বসাত কেন্দ্র, কয়েকটি সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার। দেশে তৈরি একটি টিভি সেট-এর উদাহরণ ধরে এগোনো যাক। যখন তা কারখানায় পুরোপুরি তৈরি হয়ে বাইরে আসত, তখন বসত অন্তঃশুল্ক। নির্মাণের সময় তাতে আমদানি করা যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হলে সেই যন্ত্রাশের ওপর আগেই বসত আমদানি শুল্ক। এর পর যখন তা পাইকারি বিক্রেতার কাছে যেত, তখন বসত বিক্রয় কর। তারও পরে, পাইকারি থেকে খুচরো বিক্রেতার কাছে যাওয়ার সময় বসত মূল্যযুক্ত কর বা VAT। পণ্যটি এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে গেলে তখন লাগু হ'ত আরও কয়েক দফা কর। কেন্দ্রীয় বিক্রয় করের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন হারে মূল্যযুক্ত (গুজরাতে VAT ১৫ শতাংশ, তো মহারাষ্ট্রে তা ১২.৫ শতাংশ) সবই মেটাতে হ'ত। অনেক সময়েই আবার কোনও পণ্যের ব্যবহারে উপভোক্তাকে নিরুৎসাহিত করতে বসানো হ'ত অতিরিক্ত আরও কর। অন্য দিকে শখশৌখিনতার পণ্যের ওপর ছিল বিলাস কর। একটি নির্দিষ্ট পণ্য তৈরি হয়ে উপভোক্তার কাছে পৌঁছানোর আগে এতগুলি ধাপে এত কিসিমের কর থাকার ফলে করদাতাদের বেশ অসুবিধায় পড়তে হ'ত। কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতাও বাড়ত। তার সুযোগও ছিল বেশি। আরও একটি অন্যায্য ব্যাপার ঘটত। যেহেতু প্রতি ধাপে বিক্রয় মূল্যের ওপর কর বসত, সে জন্য কার্যত আগে কর বাবদ দেওয়া অর্থের ওপর ফের বসত কর। এই বিষয়টিকে বলে উপুর্যুপরি করের সমস্যা। নিচের ছবিটা দেখা যাক।

এখানে **ক** পাইকারি বিক্রেতা, **খ** খুচরো বিক্রেতা এবং **গ** উপভোক্তা। **গ** যখন ১৩০ টাকার ওপর ২০ শতাংশ হারে কর দিচ্ছেন, সেই ১৩০ টাকার মধ্যে ধরা রয়েছে পণ্যটি **ক**-এর থেকে **খ**-এর কেনার সময় দেওয়া করের টাকাও। ফলে **গ** শুধুমাত্র পণ্যটি কেনার জন্য আসল খরচের (১০০ টাকা + ২০ টাকা) ওপরই কর দিচ্ছেন না, তিনি **খ** যে কর দিয়েছেন (১০০ টাকা + ১০ টাকার ২০ শতাংশ) তার ওপর ফের কর দিচ্ছেন। ফলে উপভোক্তা যে দাম দিচ্ছেন, তা আসলে যা হওয়া উচিত ছিল তার অনেকটাই বেশি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

নতুন জি এস টি জমানায়, কোনও পণ্য বা পরিষেবার ওপর একবারই নির্দিষ্ট হারে কর বসছে। শুধু তাই নয়, এই হার সব রাজ্যে একই। তাছাড়া আরও যেটা সুবিধাজনক তা হল উৎপাদক বা নির্মাতা, বিক্রেতা এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রয় কর জমা বা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নামে একটি ব্যবস্থাপনায় উপকৃত হচ্ছেন। ছবির সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক। যখন **খ** বা খুচরো বিক্রেতা ১১০ টাকা দিয়ে পণ্যটি কিনছেন, তখন এই ১১০ টাকার মধ্যে কর বাবদ দেওয়া হয় ১০ টাকা। প্রয়োজনীয় নথি সমেত **'ক'** বা নির্মাতা যখন তা সরকারের কাছে জমা করছেন, তখন সরকারের খাতায় তার ক্রেতা, বা **খ**-এর নামে ১০ টাকা জমা পড়ে যাচ্ছে। এবার **খ** যখন পণ্যটি **'গ'** বা উপভোক্তার কাছে ১৩০ টাকায় বেচছেন তখন সোজা হিসেব অনুযায়ী তাকে ১৩ টাকা কর দিতে হবে (করের হার ১০ শতাংশ ধরে)। কিন্তু **খ**-এর নামে যেহেতু সরকারের খাতায় ১০ টাকা আগেই জমা পড়ে গেছে, তাই তাকে কর হিসেবে আসলে দিতে হবে তিন টাকা। কাজেই, জি এস টি, অপ্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর ব্যবস্থাপনাকে অনেক সহজ ও স্বচ্ছ করে তোলার পাশাপাশি, কোনও একটি পণ্য বা পরিষেবার ওপর লাগু মোট করের পরিমাণও কমাচ্ছে। ফলে ব্যবসায়ীদের সামগ্রিক ব্যয়ভার অনেকটাই লাঘব হচ্ছে।

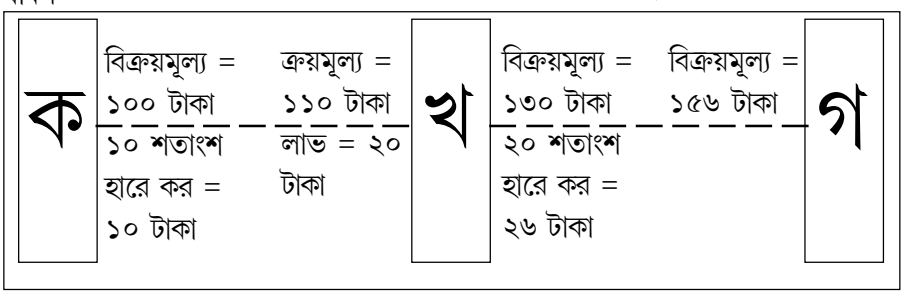

জি এস টি-তে উপভোক্তার সুবিধা কী?

পণ্য ও পরিষেবা কর বা জি এস টি-র প্রভাব উপভোক্তার ওপর দু'ভাবে পড়তে পারে।

প্রথমত, জি এস টি-র সরাসরি এবং তাৎক্ষণিক প্রভাব হল এই যে, এখন প্রতিটি পণ্য এবং পরিষেবার ওপর নতুনভাবে কার্যকর একটি করের হার লাগু হয়েছে। আগের জমানায় করের হারের সঙ্গে এই হারের পার্থক্যের ওপর নির্ভর করে পণ্যের দাম বেড়েছে না কমছে।

অন্য দিকে, জি এস টি চালু হওয়ায় উৎপাদন এবং সরবরাহের ক্রম বা ধাপগুলিতে কিছুটা অদলবদল হচ্ছে—যার প্রভাব বোঝা যাবে কিছু সময় পর। এটা অবশ্যই পরোক্ষ প্রভাব। এই দু'টি দিক নিয়েই আলোচনা করা হবে এখন।

জি এস টি জমানায় বিভিন্ন পণ্য ও পরিষেবার ওপর ৫, ১২, ১৮ এবং ২৮—এই চারটি হারে কর বসেছে। অনেক পণ্য বা পরিষেবাকে করের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। কোনও পণ্য বা পরিষেবার ওপর এখন 'কার্যকর' করের হারের সঙ্গে আগে সব মিলিয়ে যে কর দিতে হ'ত তার তফাৎ থাকতেই পারে। ধরা যাক 'X' একটি পণ্য। তা উৎপাদিত হওয়ার পর সরাসরি বিক্রি করা হয় উপভোক্তার কাছে। আগের কর জমানায়, উপভোক্তা কাছে যাওয়ার আগে তাতে বসত উৎপাদন শুল্ক, রাজ্যের মূল্যযুক্ত কর, প্রবেশ কর ইত্যাদি। ধরে নেওয়া যাক, আগে 'X'-এর ওপর সব মিলিয়ে ১৫ শতাংশ কর দিতে হ'ত। জি এস টি জমানায় যদি 'X'-এর ওপর করের হার ১৮ শতাংশ ধার্য হয়ে থাকে তাহলে তার দাম বাড়বে। আর যদি ৫ বা ১২ শতাংশ কর ধার্য হয়ে থাকে তাহলে দাম কমবে। এখানে একটা বিষয় ভেবে দেখা দরকার। আগে বিভিন্ন রাজ্যে আলাদা আলাদা হারে কর থাকায়,

কোন পণ্য এখনকার জি এস টি জমানায় একটি রাজ্যে আগের থেকে দামি হয়েছে, আবার, অন্য একটি রাজ্যে সস্তা হয়েছে এমনটা হতেই পারে।

জি এস টি-তে কৃষি ও খাদ্যপণ্য (চাল, ডাল, ফল, আনাজপাতি, দুধ ইত্যাদি)-কে ছাড় দেওয়া হয়েছে। ছাড় দেওয়া হয়েছে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবাকেও। উপভোক্তা মূল্যসূচক আনুযায়ী এসবের পেছনেই সাধারণ পরিবারের মোট খরচের ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশ যায়। কয়লা, চিনি, ভোজ্য তেল, কফি-র মতো নিত্যব্যবহার্য পণ্যে কর হার হয়েছে ৫ শতাংশ। তবে পরিষেবার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে জি এস টি-র হার ১৮ শতাংশ যা আগের সময়কার ১৪ থেকে ১৫ শতাংশের তুলনায় বেশি। আগের জমানায় বিভিন্ন ধাপে হরেক কিসিমের কর লাগু হ'ত। কাজেই কার্যক্ষেত্রে এখন কোনও নির্দিষ্ট পণ্য বা পরিষেবার ওপর কর কতটা বাড়ল-কমল সেই হিসেব করা বেশ কঠিন। তবে, কয়েকজন অর্থনীতিবিদের হিসেব অনুযায়ী ৫০ শতাংশ পণ্য বা পরিষেবার ক্ষেত্রে কর একই থাকছে, ৩০ শতাংশের ক্ষেত্রে কমছে, ২০ শতাংশের ক্ষেত্রে বাড়ছে।

আর একটি দিক দিয়েও কার্যকর করের হার বদলাতে পারে। ক্রয় কর জমা প্রকল্পের এখানে একটা ভূমিকা আছে। আগেই দেখা গেছে, এর ফলে উৎপাদক বা বিক্রেতার খরচ কমছে। ফলে উপভোক্তার খরচও কমার কথা।

যেসব বাণিজ্যিক সংস্থা নিজেদের ব্যয় কমার সুফল উপভোক্তাদের সঙ্গে ভাগ করে নেবে না, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে জি এস টি আইনে ব্যবস্থা রয়েছে। স্পষ্ট করে বলা আছে যে, ক্রয় কর জমা বা Input Tax Credit-প্রণালীর মাধ্যমে পাওয়া সুবিধার প্রতিফলন উপভোক্তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দামেও থাকতে হবে। তবে জি এস টি চালু হওয়ার আগে প্রস্তুত পণ্যের মজুত শেষ না হওয়া পর্যন্ত, পরিস্থিতি কী দাঁড়ায় তা বুঝতে অপেক্ষা করতে হবে।

জি এস টি চালু হওয়ায় করের হার মোটামুটি এক থাকলে বা কিছুটা কম হলেও, বহু অর্থনীতিবিদ এবং বিশ্লেষকেরই ধারণা যে অদূর ভবিষ্যতে বাড়বে মুদ্রাস্ফীতির হার। এই অনুমানের পেছনে দু'টো কারণ থাকতে পারে। জাপান, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা-র মতো কয়েকটি দেশের অভিজ্ঞতা বলছে, পণ্য ও পরিষেবা কর চালু হওয়ার পর সেখানে মুদ্রাস্ফীতির হার বেড়েছে। ভারতেও তাই হতে পারে। তাছাড়া জি এস টি-র নিয়মকানুন ঠিকঠাক মেনে চলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ার জন্য খরচ বাড়তে পারে ব্যবসায়ীদের। ছোটো এবং মাঝারি ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে তো এই বিষয়টির প্রভাব অনেকটাই হতে পারে।

এবার আলোচনা করা যাক, উৎপাদন, লেনদেন এবং সরবরাহ ক্রমের বিভিন্ন ধাপে জি এস টি-র প্রভাব কতটা এবং উপভোক্তাদের ওপর তার কী প্রভাব পড়তে পারে তাই নিয়ে।

ছোটো এবং মাঝারি উদ্যোগের ওপর জি এস টি-র প্রভাব নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে। ভারতে, অসংগঠিত ক্ষেত্র বিশাল। এই ক্ষেত্রের কাজকারবার কর ব্যবস্থাপনার বাইরে। ফলে এই সব ক্ষেত্রে ব্যবসা চালানোর খরচও কম। ক্রয় কর জমা বা Input Tax Credit System-এর সুফল কিন্তু তারাই পাবেন, যারা জি এস টি-র আওতায় থাকা সংস্থার থেকে জিনিস কিনছেন এবং ঠিকঠাক কর দিচ্ছেন। কাজেই এতদিন যে সব ব্যবসা-বাণিজ্য কর ব্যবস্থাপনার বাইরে ছিল, তাদের বেশিরভাগই এবার কর প্রশাসনের আওতায় চলে আসবে এবং তাদের কর সংক্রান্ত খরচও মেটাতে হবে। যেসব সংস্থা এতদিন কর ব্যবস্থাপনার আওতায় ছিল, তাদেরও জি এস টি-র নতুন ব্যবস্থাপনায় আসার জন্য বাড়তি কিছুটা ব্যয়ভার বহন করতে হতে পারে। অন্তত প্রথম প্রথম। সুতরাং, কর প্রদানকারীর সংখ্যা এবং সরকারের কর বাবদ রাজস্ব বাড়বে এটা ঠিকই, কিন্তু একইসঙ্গে জিনিসের দামও বাড়তে পারে।

পণ্য পরিবহণেও বিশেষ করে এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে চলাচলের ক্ষেত্রে; জি এস টি-র প্রভাব অনেকখানি পড়তে বাধ্য। আগে আন্তঃরাজ্য সীমানায় চেকপোস্টের কাছে সারি সারি ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকা ছিল খুবই পরিচিত দৃশ্য। এখন তা আর দেখা যাচ্ছে না। সারা দেশে অবাধ পণ্য যাতায়াতের ফলে পরিবহণের খরচও কমবে। সময়ও বাঁচবে। এদিক থেকে তাই, জিনিসের দাম কমার সম্ভাবনা রয়েছে—তা বলাই বাহুল্য।

শেষের কথা

জি এস টি চালু হওয়া স্বাধীন ভারতে সবচেয়ে বড়ো কর সংক্রান্ত সংস্কার; বলা হচ্ছে এমনটাই। এর ফলাফল সুদূরপ্রসারী হবে এটাই প্রত্যাশিত। জিনিসপত্রের দাম বাড়বে বা কমবে কি না তা নিয়ে নানা জনের নানা মত। আসলে, নতুন এই কর ব্যবস্থাপনায় কোনও কোনও ক্ষেত্রে দাম বাড়ার, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে দাম কমার সম্ভাবনা রয়েছে। বহু পণ্যের ক্ষেত্রেই কার্যকর করের হার কমা, Input Tax Credit বা ক্রয় কর জমা এবং সরবরাহ ব্যবস্থাপনার উন্নতি দাম কমানোর প্রবণতা নিয়ে আসবে। উলটো দিক থেকে আবার, পরিষেবার ক্ষেত্রে কার্যকর করের হার, কর প্রদান সংক্রান্ত খরচ বাড়ার ফলে দাম বাড়ার প্রবণতাও দেখা দিতে পারে।

এই ঘাত-প্রতিঘাতে, পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা এখনই বলা কঠিন। অন্য যে সব দেশে জি এস টি চালু হয়েছে, তাদের প্রসঙ্গ আলোচনা করার সময় এটা মনে রাখতে হবে যে, ওই সব দেশের অবস্থার সঙ্গে ভারতের পরিস্থিতির অনেকটাই ফারাক। এখানে বৈচিত্র্য অনেক বেশি। আগের কর ব্যবস্থাপনাও ছিল অনেক জটিল। তাই, এ দেশে জি এস টি-র প্রয়োগ, শেষ পর্যন্ত কোথায় নিয়ে যায়, তা জানায় জন্য কিছুটা ধৈর্য্য ধরতেই হবে।❑

পণ্য ও পরিষেবা কর : সহজ হবে ব্যবসাবাণিজ্য

দানিশ এ. হাশিম, বর্ষা কুমারী

ব্যবসা আরও সহজ করার, উৎপাদক ও ক্রেতা, দুয়ের জন্যই করের বোঝা কমানো এবং সরকারের কর আয় বাড়ানোর আশ্বাস দেয় জি এস টি। অর্থনীতির তিনটি বড়ো সংশ্লিষ্ট পক্ষ—ক্রেতা, উৎপাদক ও সরকারের উপর এই কর সংস্কার ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছে। নজির স্থাপনকারী সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয়তার মানসিকতায় এগিয়ে এসেছে সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারও। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে এক মঞ্চে সামিল এবং জি এস টি-কে সকলের পক্ষে লাভজনক করার জন্য নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের অবশ্যই কুর্নিশ প্রাপ্য।

দীর্ঘ ১৭-টি বছর অপেক্ষার শেষে গত পয়লা জুলাই চালু হল পণ্য ও পরিষেবা কর (জি এস টি)। দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর সংস্কার ঘিরে এতদিন চলেছে কত না তর্কবিতর্ক, আলাপ-আলোচনা, বৈঠক, শলাপরামর্শ ও মতানৈক্যের ঝড়। এর গোড়াপত্তন সেই ২০০০ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ীর জমানায়। জি এস টি-র মডেল নিয়ে পরামর্শ দিতে বিজয় কেলকারের নেতৃত্বে গড়া হয় টাস্ক ফোর্স বা কর্মীবাহিনী। তারপর আর পিছন দিকে ফিরে তাকানো নয়, যত দ্রুত সম্ভব এর রূপায়ণের জন্য রাজ্যগুলিকে সঙ্গে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কাজ করে যাচ্ছিল নিরবচ্ছিন্নভাবে।

জি এস টি বাস্তবায়নের সুবাদে, ভারত ঢুকে পড়ল ১৬০-টির বেশি দেশের দলে। জি এস টি, ভ্যাট ব্যবস্থা ইতোমধ্যে জার্মানি, ইটালি, ব্রিটেন, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, চিন, সিঙ্গাপুর ও মালেশিয়ার মতো দেশে চালু। কর ফাঁকি রুখতে ১৯৫৪ সালে প্রথম জি এস টি রূপায়িত হয় ফ্রান্সে। ব্যবসা সহজ করার ক্ষেত্রে দেশের র‍্যাঙ্ক উন্নত করার লক্ষ্যে ভারতে পণ্য ও পরিষেবা করের সূচনা এক মস্ত পদক্ষেপ। বিশ্ব ব্যাংকের ২০১৭-র সহজে ব্যবসা করার প্রতিবেদনে ১৯০-টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান শেষ দিকে, ১৩০ নম্বরে।

জি এস টি বলতে কি বোঝায়?

জি এস টি হচ্ছে নির্মাতা থেকে ক্রেতার কাছে পণ্য ও পরিষেবা জোগানে গন্তব্যভিত্তিক একটিমাত্র কর। জি এস টি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের হরেক পরোক্ষ কর সরিয়ে দিয়ে দেশকে এক সংযুক্ত বাজারে রূপান্তরিত করেছে (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)।

আশা করা হচ্ছে, জি এস টি-র দরুন ব্যবসা আরও সহজে করা যাবে, করের উপর কর তুলে দেওয়ায় করের বোঝা কমবে, কর প্রশাসনে উন্নতি হবে, কর ফাঁকি কমবে, অর্থনীতিতে সংগঠিত ক্ষেত্রের পরিসর বৃদ্ধি পাবে, বাড়বে সরকারি কোষাগারে কর বাবদ আয়। আগেকার গড় ২৫-২৮ শতাংশ হার থেকে শিল্পপণ্যে কর কমে হবে ১৮ শতাংশ।

জি এস টি-র সুবাদে উঠে গেছে ১৭-টি পরোক্ষ কর (কেন্দ্রের ৮ + রাজ্য স্তরে ৯) এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের ২৩-টি সেস। ফলে চুকে গেছে পণ্য ও পরিষেবার হরেক করের জন্য নানা রিটার্ন দাখিলের ঝক্কিঝামেলা। জি এস টি-র মধ্যে আছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য জি এস টি। কেন্দ্র ও রাজ্যের আগেকার সেসও এর অন্তর্ভুক্ত। মূল্য সংযোজনের প্রতিটি পর্যায়ে জি এস টি (কেন্দ্রের জি এস টি + রাজ্যের জি এস টি) বসে এবং মূল্য শৃঙ্খলায় (ভ্যালু চেন) আগেকার উপাদানের উপর দেয় কর সরবরাহকারী পুষিয়ে নেয় কর

[লেখক এ হাসিম ‘ইজ অব ডুয়িং বিজনেস অ্যান্ড ইকনমিক অ্যাফেয়ার্স, সি আই আই-এর প্রধান, নয়াদিল্লি। ই-মেল : hashim@yahoo.com। বর্ষাকুমারী ওই প্রতিষ্ঠানেই উপদেষ্টা। ই-মেল : varshak.kumari44@gmail.com]

ক্রেডিট ব্যবস্থার মাধ্যমে। সবচেয়ে শেষের ডিলার জি এস টি চাপায় উপভোক্তা বা গ্রাহকের কাঁধে। অর্থাৎ জি এস টি হচ্ছে গন্তব্যভিত্তিক ভোগ কর। মূল্য শৃঙ্খলার প্রতিটি পর্যায়ে কর ক্রেডিটের সংস্থান থাকায় জি এস টি-তে করের উপর কর বসে না। ফলে আশা করা যায়, জিনিসপত্রের দাম কমবে ও উপকার হবে ক্রেতাদের। আগেকার ব্যবস্থায় করের উপর কর ছিল এক বড়ো ইস্যু, এর দরুন উৎপাদনের ব্যয় যেত বেড়ে। যেমন, ১০০ টাকার একটি জামায় উৎপাদক দিত ১২ টাকা কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক। এরপর ১০০ নয়, ১১২ টাকার উপর রাজ্য সরকার চাপাত ১৫ শতাংশ ভ্যাট, অর্থাৎ করের উপর কর।

পণ্য ও পরিষেবার অবাধ আন্তঃরাজ্য চলাচলে সাহায্য করতে সংযুক্ত জি এস টি (ইনটিগ্রেটেড জি এস টি—আই জি এস টি) চালুর মাধ্যমে এবং আন্তঃরাজ্য হস্তান্তরের ক্ষেত্রে দু' জায়গায় কর দেওয়া উঠিয়ে জি এস টি আন্তঃরাজ্য লেনদেনে করজনিত বাধা দূর করেছে। এছাড়া, কর মান্যতার বোঝা সহজ করায়, রাজ্যগুলির সীমান্ত চেকপোস্টে কাজকর্ম চুকানোর সময় বাঁচবে। একটা হিসেব থেকে দেখা গেছে, পণ্য বোঝাই লরি যাতায়াতে মোট সময়ের প্রায় ৬০ শতাংশ খেয়ে যায় চেকপোস্টে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে।

জি এস টি হচ্ছে ৫, ১২, ১৮ ও ২৮ শতাংশ এই চার স্তরীয় কর কাঠামো। আবশ্যক পণ্যে কর বসে কম পরিমাণে। সবচেয়ে বেশি বিলাস সামগ্রীতে। পরোক্ষ কর রাজস্বে রাজ্যগুলির লোকসান পোষানোর জন্য বিলাস দ্রব্যে চাপানো হয় অতিরিক্ত সেসও। ক্রেতা মূল্য সূচকের (সিপিআই) আওতাভুক্ত জিনিসপত্রের প্রায় ৩০-৩৫ শতাংশের জন্য কোনও কর লাগে না। আবশ্যক পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে তা সাহায্য করবে। পণ্য ও পরিষেবা রপ্তানির ক্ষেত্রে জিএসটি বসবে না। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির রাজস্ব সংগ্রহ মার না খাওয়ার দিকটিও নিশ্চিত করার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। জিএসটি-র আওতায় পড়া পণ্যের প্রায় ৬০ শতাংশের জন্য লাগে ১৮ বা ২৮ শতাংশ কর। ২৮ শতাংশ কর দিতে হয় প্রায় ২০ শতাংশ পণ্যের ক্ষেত্রে। বিলাস দ্রব্য ছাড়াও মধ্যে পড়ে চকলেট, চুইংগাম, শ্যাম্পু, রঙ ইত্যাদি।[১] বিদ্যুৎ শুল্ক, স্ট্যাম্প ডিউটি, মদে অন্তঃশুল্ক ও ভ্যাট, পেট্রোলজাত পণ্য (যেমন অপরিশোধিত তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোল ও ডিজেল) আপাতত জি এস টি-র আওতার বাইরে। জি এস টি-তে ছাড় পাওয়া পণ্যের কারবারি জি এস টি-র জন্য রিটার্ন জমা দেওয়ার দায় থেকে হাত-পা ঝাড়া। বছরে ২০ লক্ষ টাকার কম ব্যবসা এবং আন্তঃরাজ্য সরবরাহে যুক্ত নন এমন ব্যাপারীদেরও এই রিটার্ন জমা দিতে হবে না।

সারণি-১
জি এস টি-তে অন্তর্ভুক্ত পরোক্ষ কর

ক্রমিক সংখ্যা	কেন্দ্রীয় সরকার	রাজ্য সরকার
১	কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক	রাজ্য ভ্যাট
২	অন্তঃশুল্ক (ওষুধ ও প্রসাধন সামগ্রী)	কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর
৩	অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক (বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পণ্য)	বিলাস কর
৪	অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক (বস্ত্র ও বস্ত্রজাত পণ্য)	চুঙ্গি কর
৫	অতিরিক্ত সীমা শুল্ক (কাউন্টীভেলিং ডিউটি বা শান্তি শুল্ক)	প্রমোদ কর (স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার বসানো কর ব্যতীত)
৬	বিশেষ অতিরিক্ত সীমা শুল্ক	বিজ্ঞাপনে বসানো কর
৭	পরিষেবা কর	ক্রয় কর
৮	পণ্য ও পরিষেবা জোগান সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সারচার্জ ও সেস	জুয়া, বাজি ও লটারি সংক্রান্ত কর
৯		পণ্য ও পরিষেবা জোগান সংক্রান্ত রাজ্য সারচার্জ ও সেস

সূত্র : কেন্দ্রীয় অন্তঃ ও সীমা শুল্ক পর্ষদ

জিএসটি-র দরুন অল্প মেয়াদে অধিকাংশ বৃহৎ ক্ষেত্রের (যেমন, স্থায়ী ভোগ্যপণ্য, ইমারতি দ্রব্য) দাম/ব্যয়ে তেমন কোনও ইতরবিশেষ হবে না। কারণ, এসব পণ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে করের হার প্রায় আগের মতোই। আগে ভ্যাটের হারে হেরফেরের জন্য অস্থায়ী ভোগ্যপণ্যের দামে রাজ্যে রাজ্যে ফারাক ছিল। কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর (আন্তঃরাজ্য পণ্য চলাচলের কারণে) আগে বেশি চাপতো এমন সব ব্যবসায় এখন কর বাবদ খরচ বাঁচবে ২ শতাংশের মতো। মোটরযান শিল্পে কর ব্যয় সাশ্রয় হবে তুলনায় বেশি, কেন না কর ৫০ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৪৩ শতাংশ (জি এস টি ২৮ শতাংশ + সেস ১৫ শতাংশ) জি এস টি চালু হওয়ার পর, মোটামুটিভাবে, মোটরযান ও অস্থায়ী ভোগ্যপণ্যের দাম কমেছে।

সহজে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে জি এস টি-র প্রভাব

পরোক্ষ কর মান্যতায় ঝক্কির দিকগুলি, যা কিনা সহজে ভারতে ব্যবসা করার পক্ষে অন্তরায় তা তুলে ধরে সিআইআই-কেএমপিজি-র সমীক্ষা (২০১৪)[২] বলেছে ভ্যাট, অন্তঃশুল্ক, সীমা শুল্ক, পরিষেবা কর সংক্রান্ত রেজিস্ট্রেশন, পণ্য চলাচল, কর নিয়ে বিবাদ নিষ্পত্তি, কর বাবদ ইনসেনটিভ পাওয়া এবং বাড়তি দেওয়া কর ফেরতের ব্যাপারে বড়ো বেশি হ্যাপা পোহাতে হয় কোম্পানিগুলিকে। আগেকার ব্যবস্থায়, রাজ্যগুলি বিভিন্ন হারে কর বসাতো, তাই বেশি কর চাপানো রাজ্যের সংস্থাগুলির ছিল ভোগান্তির একশেষ। ভিন রাজ্যে পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে দুই রাজ্যে কর দেওয়ার ঝামেলা থাকতো। রাজ্যগুলিতে কর হারে অসমতার দরুন ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত ভুগতো অনিশ্চয়তা ও বিভ্রান্তিতে। মূল্য শৃঙ্খলার আগের পর্যায়ে দেওয়া কর বাবদ প্রাপ্য রিবেটের জন্য স্পষ্ট ব্যবস্থার অভাবে অনেক ক্ষেত্রে সংস্থাগুলি বাধ্য হ'ত করের উপর কর দিতে।

জি এস টি ঠিকঠাক কাজ করলে এসব সমস্যা চুকেবুকে যাবে। কর মান্যতার সরলীকরণ, আন্তঃরাজ্য পণ্য চালানে বাধানিষেধ কমানো, করের বোঝা হালকা করা, সময়মতো বাড়তি কর ফেরৎ ইত্যাদির মাধ্যমে অন্যান্য সমস্যারও সমাধান হবে। এসবের ফলে বিশ্ব ব্যাংকের কর প্রদান রিপোর্টে ভারতের র‍্যাঙ্ক উঠে আসবে অনেকটা। বর্তমানে এক্ষেত্রে আমরা ১৯০-টি দেশের মধ্যে ১৭২তম স্থানে।

ব্যবসা সহজ করার ক্ষেত্রেও জি এস টি-র কিছু বড়ো সুবিধে :

● **সহজতর কর মান্যতা :** আগেকার ব্যবস্থায় হরেক করের জন্য জমা দিতে হ'ত বহু রকম রিটার্ন, নানান কর্তৃপক্ষের মুখোমুখি হতে হ'ত এবং বিভিন্ন পরোক্ষ কর নির্ণয়ের জন্য আমলাতান্ত্রিক ঢিলেমিতে ভোগান্তির ছিল একশেষ। সব পরোক্ষ কর একটিমাত্র করে মিশিয়ে দিয়ে জি এস টি ব্যবসা সংস্থাগুলির পক্ষে কর মান্যতা অনেক সহজ করে দিয়েছে। জি এস টি নেটওয়ার্কের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে, করদাতারা যে কোনও জায়গা থেকে সুবিধেমতো সময়ে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, রিটার্ন জমা, কর প্রদান ও বাড়তি কর ফেরতের দাবি জানাতে পারেন। ফলে কর মান্যতার প্রক্রিয়া হয়েছে আরও সহজ, স্বচ্ছ, দ্রুত ও গাদাগুচ্ছের কাগজপত্র সামলানোর হ্যাপা থেকে মিলেছে রেহাই। উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ এসেছে।

● **আন্তঃরাজ্য পণ্য চালান আরও সহজ :** আগে আন্তঃরাজ্য পণ্য চলাচলের সময় কর দেওয়ার জন্য বিভিন্ন রাজ্যের চেকপোস্টে পণ্যবাহী যানগুলি অস্বাভাবিক দেরির মুখে পড়তো। প্রবেশ ও চুঙ্গি কর সমেত বহু পরোক্ষ কর একসঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে জি এস টি এ ঝামেলা দূর করেছে। এর সুবাদে পণ্য সরবরাহে ব্যবসা সংস্থার টাকা খরচ ও সময় বাঁচবে এবং গ্রাহকরা জিনিস পাবে কম দামে। জি এস টি চালু হওয়ায় রাজ্যগুলির সীমান্তে চেকপোস্ট উঠে গেছে এবং ট্রাক যাতায়াত করছে অনেক কম সময়ে।

● **সব কিছুই একই জায়গায় :** জি এস টি নেটওয়ার্ক হচ্ছে কর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে করদাতাদের একটিই মিলনকেন্দ্র এবং বিবাদ

বিসংবাদ নিষ্পত্তির একই মঞ্চ। সরবরাহকারী, ক্রেতা এবং কর কর্তৃপক্ষ একই জায়গা থেকে যাবতীয় তথ্য মেলার সুযোগ পায় বলে, চালান সাজানো ও মিলিয়ে দেখা আরও সহজ হবে। এছাড়া, উপাদান কর ক্রেডিটের জন্য যাবতীয় চালান ম্যাচ করার দরকার হওয়ায়, ক্রেতারা অবশ্যই দেখবে সরবরাহকারী যেন সময়মতো রিটার্ন দাখিল করে ও কর মিটিয়ে দেয়।

● **করের বোঝা লাঘব :** আগেকার ব্যবস্থায় ছিল না, জি এস টি কিন্তু মূল্য শৃঙ্খলায় পূর্ববর্তী স্তরে কাঁচামাল ও উপাদানে ধার্য লেভির জন্য কর ক্রেডিটের সুবিধে দেয়। এজন্য করের উপর কর দিতে হয় না আর। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত দ্রব্যের মোট ব্যয় নয়, কেবলমাত্র মূল্য সংযোজনের উপর কর বসে বলে কমেছে করের বোঝা।

● **অভিন্ন বাজার তৈরি :** জি এস টি চালু হওয়ার পর ভারত এক বৃহৎ অভিন্ন বাজারে পরিণত হওয়ায়, কাঁচামাল জোগাড়ের স্থান, কারখানা ও গুদাম তৈরির জায়গা ও উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য উৎপাদক আরও বেশি যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবে। একরূপ প্রক্রিয়া ও কেন্দ্রীভূত রেজিস্ট্রেশন-এর দরুন বিভিন্ন রাজ্যে ব্যবসা সম্প্রসারণ করা তার পক্ষে হবে অনেক সহজ।

● **রপ্তানি বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি :** আগেকার কর ব্যবস্থায়, করের উপর কর ধার্য এবং সেই সঙ্গে কর মান্যতা সংক্রান্ত উচ্চ লেনদেন ব্যয় হেতু বিশ্বের বাজারে ভারতের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা ছিল কম। জি এস টি করের উপর কর তুলে দেওয়ায়, রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। এটাই ঘটেছে নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মতো বেশ কিছু দেশে। ১৯৮৬-তে জি এস টি চালু হওয়ার ঠিক এক বছর বাদেই নিউজিল্যান্ডের রপ্তানি এক লাফে বেড়ে দাঁড়ায় ২২ শতাংশের বেশি।

● **লগ্নিতে পক্ষপাত হ্রাস :** অন্যান্য পরোক্ষ সুবিধার কথা মাথায় না রেখে, যে রাজ্যে বা ক্ষেত্রে করের সুযোগসুবিধে বেশি মেলে, সেখানেই লগ্নির দিকে ব্যবসা সংস্থার একটা ঝোঁক থাকে। এতে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সংস্থার সার্বিক ক্ষমতা ক্ষয় পায়। অভিন্ন করের ফলে জি এস টি এই প্রবণতা কমাতে বেশ সাহায্য করতে পারে।

● **অতি ছোটো, ছোটো ও মাঝারি সংস্থার জন্য ব্যবসা সহজ করা :** আগে বার্ষিক কারবার ৫ লক্ষ টাকা হলেই এসব সংস্থার জন্য ভ্যাটের রেজিস্ট্রেশন দরকার ছিল। বিভিন্ন রাজ্যে ব্যবসা ছড়ানো সংস্থাকে হরেক কর হার, বিধি, পদ্ধতির কথা মাথায় রেখে চলতে হ'ত। এর দরুন কর মান্যতার ক্ষেত্রে সাহায্য পাওয়ার জন্য তারা পেশাদারদের পিছনে টাকা ঢালতো। জি এস টি সব রাজ্যে এক ধাঁচের, অনলাইন, দ্রুত ও স্বচ্ছ কর প্রশাসন আনায় কর মান্যতা অনেক সহজ হয়েছে এবং বেঁচেছে টাকা খরচও। জি এস টি-র আওতায় করে উপাদান ক্রেডিট-এর ব্যবস্থায় উপকার হবে অতি ছোটো, ছোটো ও মাঝারি সংস্থারও, বাড়বে এদের প্রতিযোগিতার এলেম।

অগ্রগতির উপায়

ব্যবসা আরও সহজ করার, উৎপাদক ও ক্রেতা, দুয়ের জন্যই করের বোঝা কমানো এবং সরকারের কর আয় বাড়ানোর আশ্বাস দেয় জি এস টি। অর্থনীতির তিনটি বড়ো সংশ্লিষ্ট পক্ষ—ক্রেতা, উৎপাদক ও সরকারের উপর এই কর সংস্কার ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছে। নজির স্থাপনকারী সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয়তার মানসিকতায় এগিয়ে এসেছে সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারও। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে এক মঞ্চে সামিল এবং জি এস টি-কে সকলের পক্ষে লাভজনক করার জন্য নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের অবশ্যই কুর্নিশ প্রাপ্য।

ব্যবসা সহজ করার জন্য জি এস টি চালু হওয়ার সদর্থক প্রভাব নিয়ে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। আরও কিছুর সঙ্গে, ব্যবসার জন্য প্রত্যক্ষ সুবিধের মধ্যে পড়ে কর মান্যতার ব্যয় কমা, করের বোঝা হালকা হওয়া এবং সহজে আন্তঃরাজ্য পণ্য চলাচল। এহেন এক ব্যাপক সংস্কার সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত হওয়ায়, জি এস টি-কে পরবর্তী স্তরে ক্রমবিকাশের জন্য এখন নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালানো দরকার। এখনও চালু বিভিন্ন হারের কিছু কর ও বহু করছাড় তুলে দিয়ে "এক দেশ এক কর" এই মতবাদ সার্থক করে তুলতে জি এস টি-কে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের চেষ্টা চালাতে হবে। শিল্পমহল ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষের কাছ থেকে জি এস টি-র ফলাফল সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজখবর পাওয়ার এক মঞ্চ ও ব্যবস্থা গড়ে তোলাও বেশ কাজে লাগবে। সেই সঙ্গে জি এস টি থেকে বেশি লাভ অর্জনের স্বার্থে, বিভিন্ন পরোক্ষ করের রূপে অতিরিক্ত শুল্ক বসানো থেকে বিরত করতে রাজ্য সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে বোঝানো দরকার। জি এস টি-র পরিসর বাড়ানো এবং এই মঞ্চে যোগ দেওয়ার জন্য অসংগঠিত ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

এছাড়া, সিঙ্গাপুর ও মালেশিয়ার মতো যথাক্রমে ৭ শতাংশ ও ৬ শতাংশ জি এস টি-র একটিই হার চালু করার দিকে ভারতের দ্রুত এগোনো উচিত। ওই দু' দেশের মতো এই একটি হার হতে হবে যথাসম্ভব কম এবং কর না দেওয়ার সুবিধেপ্রাপ্ত পণ্যের সংখ্যা খুব কমিয়ে আনা দরকার। বিভিন্ন রাজ্যে ব্যবসা করা সংস্থাগুলিকে সেসব রাজ্যে পৃথক পৃথক রেজিস্ট্রেশনে ও করের রিটার্ন পেশের বাধ্যবাধকতাও অবশ্যই তুলে দেওয়া উচিত। ভারতে ব্যবসা আরও সহজ করা ও বিশ্বের বাজারে আমাদের পণ্যের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়াতে বিধিনিষেধের বেড়ি আরও শিথিল করতে এসব ব্যবস্থা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের "ভারতে বানাও" (মেক ইন ইন্ডিয়া) কর্মসূচি সফল করতে এসব অত্যাবশ্যক। জি এস টি চালু করার সুদীর্ঘ যাত্রা শেষে, বিশ্বে সেরাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এর সঠিক রূপায়ণ নিশ্চিত করতে এখন আমাদের দ্রুত পাড়ি দেওয়া জরুরি।❑

তথ্য সূত্র :

(১) https://thewire.in/152820/explained-short-medium-long-term-fallout-indias-gst

(২) সি আই আই (২০১৪), 'ইজ অব ডুয়িং বিজনেস ইন ইন্ডিয়া', আ রিপোর্ট অব সি আই আই কে এম পি বি, নিউ দিল্লি, মে

জি এস টি-র জন্য অ্যাপ আনল কেন্দ্র

পণ্য ও পরিষেবা কর বা জি এস টি নিয়ে ধোঁয়াশা কাটাতে এ বার অ্যাপ আনল কেন্দ্র। গত ৭ জুলাই GST Rate Finder (জি এস টি রেটস ফাইন্ডার) নামে অ্যাপ্লিকেশনটি উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। পয়লা জুলাই দেশজুড়ে নতুন এই কর ব্যবস্থা চালু হয়। জি এস টি-তে রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে কী হারে কোন দ্রব্যের কর চালু করে জি এস টি নিয়ে নির্ধারণ করা হবে, অ্যাপ উত্তর হাতের মুঠোয় পৌঁছে এসব যাবতীয় প্রশ্নের দিল কেন্দ্র। গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে প্রথমে জি এস টি রেটস ফাইন্ডার লিখে সার্চ করুন। অ্যাপটি খুঁজে নিয়ে তা নিজের মোবাইলে ইনস্টল করে নিন। তবে এখনও শুধুমাত্র অ্যানড্রয়েড ফোন ব্যবহারকারীরাই এই অ্যাপটিতে অনেকগুলো অপশন রয়েছে। ইউজার সেখানে মালপত্রের উপরে কেন্দ্রের জি এস টি, রাজ্যের জি এস টি এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের জি এস টি-র হার এবং ক্ষতিপূরণের সেস জেনে নিতে পারেন। জানা যাবে জি এস টি সংক্রান্ত যে কোনও তথ্যই।

পণ্য ও পরিষেবা কর : পট পরিবর্তনের চাবিকাঠি

দেবরাজা রেড্ডি

আগের জমানায় কেন্দ্রের ও রাজ্যের অপ্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থাপনার মধ্যে কোনও সংযোগ না থাকায় বহু ক্ষেত্রেই একই পণ্য বা পরিষেবার ওপর বার বার কর বসত। তা আর ফেরত হত না। জি এস টি-র আমলে এই সব বিভেদ মুছে গিয়ে নির্দিষ্ট পণ্য বা পরিষেবার ক্ষেত্রে একটি মাত্র করের হার লাগু হয়েছে দেশজুড়ে। এই কর ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ অনেকটাই প্রযুক্তিনির্ভর। করদাতা এবং গ্রহীতা কর্তৃপক্ষের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ এখানে কম হলেও চলে। জি এস টি দেশকে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে বিশ্বের লগ্নিকারীদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে—এই আশা করাই যায়।

পণ্য ও পরিষেবা কর বা জি এস টি এক ঐতিহাসিক কর সংস্কার। চালু হয়েছে ২০১৭-র পয়লা জুলাই। সম্পূর্ণ পালটে গেছে অপ্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থাপনা। এতে মিশে গেছে রাজ্য ও কেন্দ্রের সব অপ্রত্যক্ষ কর। স্বাধীনতার পরে সবচেয়ে ব্যাপক এই কর সংস্কারের লক্ষ্য 'এক দেশ-এক কর-অভিন্ন বাজার'-এর দিকে এগোন। এতে শিল্প-বাণিজ্য মহল, সরকার, উপভোক্তা সকলেরই লাভবান হওয়ার কথা। আশা করা যেতেই পারে জি এস টি পণ্য ও পরিষেবার দাম কমাবে। বিশ্বের আঙ্গিনায় ভারতের পণ্য ও পরিষেবা প্রতিযোগিতার বাজারে আরও ভালো জায়গায় পৌঁছবে। Make in India বা 'ভারতে তৈরি' কর্মসূচির পালে হাওয়া লাগবে এর ফলে। আগের জমানায় কেন্দ্রের ও রাজ্যের অপ্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থাপনার মধ্যে কোনও সংযোগ না থাকায় বহু ক্ষেত্রেই একই পণ্য বা পরিষেবার ওপর বার বার কর বসত। তা আর ফেরত হত না। জি এস টি-র আমলে এই সব বিভেদ মুছে গিয়ে নির্দিষ্ট পণ্য বা পরিষেবার ক্ষেত্রে একটি মাত্র করের হার লাগু হয়েছে দেশজুড়ে। এই কর ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ অনেকটাই প্রযুক্তিনির্ভর। করদাতা এবং গ্রহীতা কর্তৃপক্ষের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ এখানে কম হলেও চলে। জি এস টি দেশকে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে বিশ্বের লগ্নিকারীদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে—এই আশা করাই যায়।

একটি উদাহরণ : ধরা যাক কারখানার গেট থেকে বেরোবার আগে একটি পণ্যের দাম ১০০ টাকা। ১২ শতাংশ উৎপাদন শুল্ক বসার পর তার দাম দাঁড়াচ্ছে ১১২ টাকা। এর ওপর ১২·৫ শতাংশ হারে মূল্যযুক্ত কর বা ভ্যাট বসলে ক্রেতাকে তা কিনতে হবে ১২৬ টাকায়। জি এস টি জমানায় কারখানার দাম ১০০ টাকার ওপর বসবে কেন্দ্রের জি এস টি বাবদ ৯ শতাংশ, আর রাজ্যের জি এস টি বাবদ ৯ শতাংশ কর। ফলে ক্রেতার কাছে তার দাম পড়বে ১১৮ টাকা। কাজেই বিশ্বের প্রতিযোগিতার বাজারে পণ্যটি এখন আরও ভালোভাবে এগোতে পারবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, জি এস টি হল একটি সার্বিক কর ব্যবস্থাপনা। তা বসে উৎপাদন সরবরাহ ক্রমের প্রতি ধাপে। আগের ধাপে প্রদত্ত করের সাপেক্ষে পরবর্তী ধাপে করে ছাড় মেলে। জি এস টি আসলে পণ্য বা পরিষেবার ভোগের ওপর প্রযোজ্য একটি কর।

এক কথায় বলতে গেলে, জি এস টি লাগু হয় পণ্য ও পরিষেবার ওপর তার সরবরাহ ক্রমের একেবারে শেষ বিন্দুতে। কোনও একটি নির্দিষ্ট ধাপের উৎপাদক বা সরবরাহকারীরা উৎপাদন বা সরবরাহ ক্রমের আগের ধাপে প্রদত্ত করের সাপেক্ষে (Input Tax Credit) তার দেয় করে ছাড় পান। কারণ আগের ধাপে প্রদত্ত করের টাকা তিনি আসলে তার ক্রয়ের সময় দিয়ে দিয়েছেন।

[লেখক আই সি এ আই-এর প্রাক্তন সভাপতি। ই-মেল : devarajareddy@yahoo.com]

জি এস টি-র মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল এরকম :

ক) জি এস টি মূল্যযুক্ত করের ধারণার ওপর আধারিত। এখানে স্বেচ্ছায় কর মেটানোর বিষয়টিতে জোর দেওয়া হয়।

খ) এটি একটি সার্বিক কর। সারা দেশে নির্দিষ্ট পণ্য বা পরিষেবায় কর অভিন্ন। এখানে Tax Credit বা উৎপাদন কিংবা সরবরাহ ক্রমের কোনও নির্দিষ্ট ধাপে কর প্রযুক্ত হওয়ার সময় আগের ধাপে কর বাবদ প্রদত্ত টাকার সাপেক্ষে ছাড় মেলে।

গ) সাধারণভাবে এখানে করের ভিত্তি হার দু'এর বেশি নয়।

ঘ) উপকর বা সেস, পুনর্বিক্রয় কর, অতিরিক্ত কর, বিশেষ কর, লেনদেন কর—এ রকম হাজার ঝামেলা নেই।

ঙ) একই পণ্য বা পরিষেবায় উপর্যুপরি বার বার কর বসার উপদ্রব নেই।

চ) রপ্তানি এবং এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পণ্য চলাচলে কর নেই।

ছ) মূলধনী পণ্য এবং কাঁচামাল কেনার সময় কর এমনভাবে প্রযুক্ত হয় যাতে উৎপাদন ব্যয় কমে।

জ) সারা দেশে একটি নির্দিষ্ট কর প্রশাসনের মাধ্যমেই জি এস টি প্রযুক্ত হওয়ায় আইনকানুন, রীতিনীতি সব জায়গাতেই এক।

ঝ) এটি গন্তব্যভিত্তিক কর। উপভোক্তার ভোগের ওপরেই এই কর প্রযুক্ত হয়।

জি এস টি-র সুবিধা

জি এস টি দেশ জুড়ে অভিন্ন বাজার তৈরি করায় দেশের অর্থনীতি আরও মজবুত হবে। দীর্ঘমেয়াদে সরকার এবং উপভোক্তা উভয় পক্ষই এর ফলে লাভবান হতে চলেছে। এর সুবিধাগুলি এই রকম :

ক) উৎপাদন শুল্ক, বিক্রয় কর, মূল্যযুক্ত কর—সবই জিএসটি-র মধ্যে মিশে যাচ্ছে। হরেক রকম করের জটিল সমস্যা থেকে রেহাই মিলছে।

খ) Input Credit System থাকায় উপর্যুপরি করের সমস্যা থাকছে না। প্রতি ধাপে মূল্যযুক্ত অংশটুকুর ওপরেই কর বসছে।

গ) দেশজুড়ে তৈরি হচ্ছে অভিন্ন বাজার। ফলে আন্তঃরাজ্য পণ্য সরবরাহে কম ঝামেলা পোহাতে হবে এখন। ফলে গোটা প্রক্রিয়াটিতে গতি আসবে। ত্বরান্বিত হবে নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন।

ঘ) স্বেচ্ছায় কর প্রদান বাড়বে। কর প্রশাসনে আসবে স্বচ্ছতা। পুরো ব্যবস্থাপনা অনেক স্বচ্ছ হয়ে ওঠায় ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা কমবে।

ঙ) আগেকার জমানায় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন কর আরোপ করায় আইনগত জটিলতাও বেশি ছিল। সফটওয়্যারের মতো কয়েকটি ক্ষেত্রে কর বসানোর অধিকার কেন্দ্র না রাজ্য কার, তা নিয়েও কিছুটা ধোঁয়াশা ছিল। ফলে বহু ক্ষেত্রেই সমস্যা তৈরি হ'ত।

চ) প্রশাসনের সুবিধা। আগের জমানায় নানা কিসিমের কর এবং উপর্যুপরি কর লাগু হওয়ার সমস্যার জন্য গোটা বিষয়টিকে সামলাতে বেশ বেগ পেতে হ'ত সরকারের। এখন প্রয়োজনীয় সব তথ্যও মিলবে খুব সহজে। এক কর ব্যবস্থা চালু হওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে আইনগত জটিলতা কমায় প্রশাসনিক ব্যয়ও কমবে বলে আশা করা যায়।

যে বিষয়গুলির দিকে নজর রাখতে হবে

পণ্য ও পরিষেবা কর-কে বর্ণনা করা হচ্ছে পট পরিবর্তনকারী হিসেবে। এর ফলাফল হবে সুদূরপ্রসারী। ব্যবসায়ী, শিল্পোদ্যোগী এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের এখন আর নানা ধরনের কর মেটানোর ঝক্কি পোহাতে হবে না।

সত্তর বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো মাপের এই কর সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে NDA সরকার। চালু হয়েছে 'এক দেশ-অভিন্ন বাজার-অভিন্ন কর ব্যবস্থাপনা'। তবে যে কোনও নতুন ব্যবস্থা চালু করতে গেলে কিছু সমস্যা দেখা দেয়ই।

● পণ্য ও পরিষেবা করের প্রয়োগ তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে। চাই প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ। কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাতের মতো যে সব রাজ্যে অনেকদিন থেকেই ই-গভর্ন্যান্স ভালোভাবে চালু রয়েছে, তা বাদে অন্যান্য অঞ্চলে পরিস্থিতি কতটা অনুকূল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। অনেক রাজ্যে তো কাগুজে পদ্ধতিতে VAT সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনাও যথেষ্ট উন্নত ছিল না। এসব ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

● নতুন এই কর ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো নিয়মকানুন সম্পর্কেও ভালোভাবে অবহিত থাকতে হবে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের। তাদের তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে সড়গড় হয়ে উঠতে হবে।

● জি এস টি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর ব্যবস্থাপনায় নিবন্ধীকৃত হচ্ছেন আরও অনেকে। নানা রকম ছাড় এবং অন্য বিভিন্ন কারণে এরা এত দিন কর প্রশাসনের আওতার বাইরে ছিলেন। আগেই যারা নিবন্ধীকৃত ছিলেন, এবং নতুন যারা নিবন্ধীকৃত হচ্ছেন তাদের সকলকে নিয়ে চালু করতে হবে নতুন ব্যবস্থাপনা।

● নতুন কর ব্যবস্থাপনায় উপনীত হওয়ার সময়টুকুতে সুষ্ঠুভাবে সবকিছু হওয়া জরুরি। ঠিকভাবে নিবন্ধীকরণের কাজ করা, আগে থেকে নেওয়া ঋণ, নতুন ঋণ, রিফান্ড রিবেটের ইস্যু, যে সব লেনদেন সম্পূর্ণ হয়নি তার বিষয়গুলি, মজুত পণ্য, রিটার্ন দাখিল—এ সবক'টি ক্ষেত্রেই সুচারুভাবে সব সামলাতে হবে। অন্তর্বর্তী এই সময়ে কীভাবে এগোতে হবে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নীতি-নির্দেশিকা থাকলেও, জরুরি ভিত্তিতে ঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রাসঙ্গিকতা সব সময়েই থাকে। যারা বিষয়গুলি সামলাচ্ছেন তাদের এবিষয়ে সজাগ থাকতে হবে।

● আগেকার জমায় অমীমাংসিত বিবাদ বা মামলার নিষ্পত্তি কীভাবে হবে তাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন মামলা হয়তো বিভিন্ন স্তরে আটকে আছে। এই সব বিষয়গুলি মেটাতে কর বিবাদ সমাধান প্রকল্পের মতো কোনও প্রকল্প জরুরি। যদি আগের বিবাদ বা মামলাগুলি অমীমাংসিত থেকে যায়, তাহলে আদালত এবং ট্রাইব্যুনালগুলিতে মামলার পাহাড় জমে থাকবে। জি এস টি চালু হওয়ার পরে কোনও বিষয়ের নিষ্পত্তির সময়ই পাওয়া যাবে না।

● জি এস টি চালু হওয়ায় কেন্দ্র এবং রাজ্যের কর দপ্তরের আধিকারিকরা এখন এক ছাতার তলায় এসেছেন। আগেকার মতভেদ এখন অপ্রাসঙ্গিক। বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মীদের একসঙ্গে কাজ করা নিয়ে প্রাথমিকভাবে কিছু সমস্যা হতেই পারে। এর আগে, কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন IRS আধিকারিকরা। অন্যদিকে রাজ্যের বাণিজ্যিক বিভাগের শীর্ষে ছিলেন IAS আধিকারিকরা। একসঙ্গে তারা যাতে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারেন সেটা নিশ্চিত করা দরকার।

● ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগীদের ওপর জি এস টি-র প্রভাব কীভাবে পড়তে চলেছে তা একটি বহুচর্চিত বিষয়। জি এস টি জমানায় ক্ষুদ্র উদ্যোগ সংস্থাগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

১) যাদের লেনদেন ২০ লক্ষ টাকা (কোনও কোনও ক্ষেত্রে ১০ লক্ষ টাকা) পর্যন্ত তারা জি এস টি-র আওতায় নেই। তাদের নিবন্ধীকরণের প্রয়োজনও নেই। যেমন, সাধারণ দোকানদার, ছোট কারখানার মালিক, খাবারের জোগানদার ইত্যাদি ইত্যাদি।

২) লেনদেন ২০ লক্ষের বেশি কিন্তু ৭৫ লক্ষের কম হলে পণ্য প্রস্তুতকারকরা ২ দশমিক ৫ শতাংশ এবং ব্যবসায়ীরা ১ শতাংশ কর দেওয়ার বিকল্প বেছে নিতে পারেন। জি এস টি-তে যেহেতু Input Tax Credit-এর সুযোগ রয়েছে, তাই সব ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগী অবশ্য বিকল্প ব্যবস্থা বাছলেন না—এমনটা হতেই পারে।

৩) বার্ষিক ৭৫ লক্ষ টাকার বেশি লেনদেন যাদের তাদের জি এস টি-র আওতায় থাকতেই হবে।

অন্যান্য বিষয়গুলি, যা ভাবা জরুরি

➢ জি এস টি সংক্রান্ত আইনকানুন সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত হতে হবে ব্যবসায়ীদের, যাতে পরবর্তী সময়ে কোনও সমস্যায় পড়তে না হয়।

➢ জি এস টি-র আওতায় input credit, অর্থাৎ উৎপাদন বা সরবরাহ ক্রমের আগের ধাপে প্রদত্ত করের প্রেক্ষিতে কতটা কর কমতে পারে এবং কীভাবে এই বিষয়টি প্রযোজ্য হয়।

➢ ঠিক করতে হবে, প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে হলে জি এস টি জমানায় পণ্যের দাম কী কী হওয়া উচিত (যাতে দাম খুব বেশি বা অত্যন্ত কম কোনওটাই না হয়)।

➢ প্রতিষ্ঠানে কোন ধরনের রীতিনীতি চালু করা দরকার, তা বুঝে নিতে হবে।

➢ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত নথি এবং হিসেবনিকেশ বা হালনাগাদ করে রাখতে হবে, যাতে নতুন কর ব্যবস্থার সঙ্গে সব কিছু সাযুজ্যপূর্ণভাবে চলতে পারে।

➢ ৩০ জুন পর্যন্ত হওয়া ব্যবসার সব নথিপত্র এমনভাবে তৈরি করে রাখা দরকার যাতে আগেকার কর বাবদ প্রাপ্য বা প্রদেয় কতটা তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

➢ মজুত পণ্যের পরিমাণ খতিয়ে দেখে এ সংক্রান্ত তালিকা যথাযথ ভাবে রাখতে হবে।

➢ জি এস টি-র জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।

➢ MIS রিপোর্টের যথাযথ বিশ্লেষণ জরুরি।

➢ জি এস টি চালু হওয়ার প্রেক্ষিতে অনুসরণীয় অন্যান্য আইনের প্রভাব এখন কী হতে পারে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলা দরকার।

এসব সমস্যা সত্ত্বেও, জি এস টি কর প্রশাসনে স্বচ্ছতা নিয়ে আসছে তা বলাই বাহুল্য। একটি পণ্যের ওপর কীভাবে ও কতটা কর বসছে তা স্পষ্ট হচ্ছে এখন। অজান্তে বসা কর বাবদ টাকা দেওয়ার সমস্যা দূর হচ্ছে। দেশের যে কোনও প্রান্ত থেকে যে কোনও প্রান্তে পণ্য চলাচলের পথ এখন মসৃণ।

এর ফলে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা GDP ১ থেকে ১·৮ শতাংশ বাড়বে বলে আশা করা যায়। হরেক রকম করের ঝামেলা না থাকায় বিদেশি লগ্নিকারীরা এখন এদেশে ব্যবসা করতে আরও উৎসাহী হবেন। কাজেই বাড়বে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বা FDI।

জি এস টি সুষ্ঠুভাবে চালু হওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী এবং তার সহকর্মীরা অবশ্যই ধন্যবাদ। সংস্কার প্রক্রিয়া অবশ্য এখানেই থেমে যাবে না। এটা প্রথম ধাপমাত্র। কিন্তু সে দিকে এগোনো গেছে সফলভাবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আরও সংস্কার নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেবে ভারতের অর্থনীতিকে সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।❑

প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' শুনিয়ে রেডিওর আয় ১০ কোটি

প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' শুনছেন দেশ-বিদেশের নানা প্রান্তে থাকা মানুষ। আর তা থেকেই অল ইন্ডিয়া রেডিও ঘরে তুলেছে প্রায় ১০ কোটি টাকা। ফি মাসে নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত' শুনিয়ে গত দু'বছরে এই আয় হয়েছে প্রসার ভারতী নিয়ন্ত্রিত ওই সংস্থার। গত ১৯ জুলাই লোকসভায় এই পরিসংখ্যান লিখিত ভাবে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী রাজ্যবর্ধন রাঠৌর। এই মুনাফার সিংহ ভাগটাই এসেছে বিজ্ঞাপন থেকে। ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষে ওই অনুষ্ঠান থেকে রেডিওর আয় হয়েছিল ৫ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। ২০১৫-'১৬ সালে তা ছিল ৪ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা। প্রধানমন্ত্রী মূলত হিন্দি ভাষায় নিজের মনের কথা জানালেও ওই অনুষ্ঠানের শেষে সংস্কৃত ও ইংরেজি ছাড়াও দেশের আরও ১৮-টি ভাষা ও ৩৩-টি উপভাষায় তা সম্প্রচার করা হয়।

২০১৪ সালের ৩ অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত'। মাসের একটি নির্দিষ্ট রবিবার সকালে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে নিজস্ব মত প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। দেশবাসীর উদ্দেশে ওই রেডিও প্রোগ্রামে উঠে এসেছে রাজনীতি থেকে শুরু করে আর্থ-সামাজিক নানা বিষয়। সরকারি নানা উদ্যোগের বিবরণ ছাড়াও মাদক সেবনের অপকারিতা, স্বচ্ছ ভারত অভিযান থেকে শুরু করে এক পদ-এক পেনশনের মতো প্রাসঙ্গিক বিষয়েও কথা বলেছেন নরেন্দ্র মোদী। মূলত একক অনুষ্ঠান হলেও ২০১৫-র জানুয়ারিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে এ দেশে সফরকারী তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও উপস্থিত ছিলেন মোদীর সঙ্গে। রাঠৌর জানিয়েছেন, শুধুমাত্র এ দেশেই নয়, ইন্টারনেট ও শর্টওয়েভের মাধ্যমে বিদেশেও প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' শোনেন শ্রোতারা।

জি এস টি নেটওয়ার্ক

প্রকাশ কুমার

জি এস টি-র সফল রূপায়ণের অন্যতম শর্ত হল একটি শক্তপোক্ত তথ্যপ্রযুক্তি কাঠামোর উপস্থিতি। জি এস টি ব্যবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যেই প্রস্তুত করা হয়েছে জি এস টি পোর্টাল এবং তথ্যপ্রযুক্তি প্ল্যাটফর্ম। এই অত্যাধুনিক কারিগরি পরিকাঠামো স্থাপনের ফলেই সম্ভব হয়েছে নতুন কর ব্যবস্থার সময় মতো প্রবর্তন। জি এস টি নেটওয়ার্ক একটি অভিন্ন পোর্টাল গড়ে তুলতে সফল হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হল পরোক্ষ কর ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত প্রতিটি বাণিজ্য সংস্থা, করদাতা ও সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে 'one stop shop'-এর সুযোগ পৌঁছে দেওয়া।

সমগ্র দেশকে একটি একক বাজারে ঐক্যবদ্ধ করে অর্থনীতিতে নতুন প্রাণ-সঞ্চারের সঙ্কল্পকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে জি এস টি বা পণ্য-পরিষেবা করের সূচনা হল পয়লা জুলাই, ২০১৭। এটিকে অদ্যাবধি ভারতের সবচেয়ে যুগান্তকারী করসংস্কারের অভিধা দেওয়া যেতে পারে। অর্থনীতিকে বহির্বিশ্বে উন্মোচিত করার ঠিক ২৬ বছর পর ভারতে এমন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সংস্কার সাধিত হল যার উদ্দেশ্য উদার অর্থনীতির উন্নয়ন সুফলগুলিকে আরও সংহত করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

সতেরোটি কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের কর এবং ২২ ধরনের সেসকে জি এস টি-র অঙ্গীভূত করা হয়েছে, যার ফলে বহুবিধ করের জটিলতা দূর হবে এবং পরোক্ষ কর ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য সরলীকরণ ঘটবে। এর আগে ৩৪ ধরনের রাজ্য-ভ্যাটের জন্য দাখিল করতে হত ৯৭-টি বিভিন্ন শ্রেণির রিটার্ন যাতে আবার প্রয়োজন পড়তো ৩১৭-টি সংযোজনা ও ২৮-টি ঘোষণাপত্রের। একইভাবে কেন্দ্রীয় এক্সাইজ বা অন্তঃশুল্কের জন্য লাগতো ১৩-টি রিটার্ন ফর্ম যেগুলির সঙ্গে দিতে হত একটি করে ঘোষণাপত্র। এমনকি ব্যবহৃত চালানগুলিও বিভক্ত ছিল ১২-টি শ্রেণিতে। এসবের পরিবর্তে সারা দেশে সমতা বজায় রেখে এখন থেকে লাগবে ১২-টি ফর্ম এবং একটিমাত্র চালান। জি এস টি চালু হওয়ায় শুধুমাত্র কর প্রদান ও রিটার্ন দাখিলই সহজ হয়ে উঠবে না, এর ফলে কর মান্যতার বোঝাও হালকা হবে এবং মসৃণ ও উন্নত হবে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা।

জি এস টি-র আওতায় আনুমানিক ৮০ লক্ষ করদাতার জমা দেওয়া Input Tax Credit (ITC) মাসিক রিটার্ন দাখিলের দশ দিনের মধ্যে প্রক্রিয়াধীন হবে এবং আশা করা হচ্ছে যার অন্তর্ভুক্ত হবে ২.৬ থেকে ৩.০ বিলিয়ন 'বিজনেস-টু-বিজনেস ইনভয়েস ডেটা'। তথ্যপ্রযুক্তি পরিকাঠামো ব্যতিরেকে এই বিপুল পরিমাণ কর্মযজ্ঞের সম্পাদন দুরূহ ব্যাপার। অন্য কথায় বলতে গেলে জি এস টি-র সফল রূপায়ণের অন্যতম শর্ত হল একটি শক্তপোক্ত তথ্যপ্রযুক্তি কাঠামোর উপস্থিতি। জি এস টি ব্যবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যেই প্রস্তুত করা হয়েছে জি এস টি পোর্টাল এবং তথ্যপ্রযুক্তি প্ল্যাটফর্ম। এই অত্যাধুনিক কারিগরি পরিকাঠামো স্থাপনের ফলেই সম্ভব হয়েছে নতুন কর ব্যবস্থার সময় মতো প্রবর্তন। জি এস টি নেটওয়ার্ক একটি অভিন্ন পোর্টাল গড়ে তুলতে সফল হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হল পরোক্ষ কর ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত প্রতিটি বাণিজ্য সংস্থা, করদাতা ও সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে 'one stop shop'-এর সুযোগ পৌঁছে দেওয়া। এই নিবন্ধ লেখার সময় অবধি প্রাপ্ত হিসাবে দেখা যায় আলোচ্য পোর্টালে নথিভুক্তির মাধ্যমে প্রায় ৬৯

[লেখক জি এস টি নেটওয়ার্কের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক। ই-মেল : prakash@gstn.org.in]

লক্ষেরও বেশি পুরোনো করদাতা ইতোমধ্যেই জি এস টি ব্যবস্থায় ঢুকে পড়েছেন। যেসব বাণিজ্য সংস্থা প্রথমবারের জন্য কর ব্যবস্থায় যোগ দিচ্ছে তাদের নথিভুক্তকরণের জন্য পোর্টালটি খোলা হয়েছিল গত ২৪শে জুন, ২০১৭-তে। এতে পাঁচ লক্ষেরও বেশি নতুন সংস্থা নথিভুক্তকরণের আবেদন জানায় যার মধ্যে ৩ লক্ষেরও বেশিকে ইতোমধ্যেই নথিভুক্ত করা হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর নতুন কর ব্যবস্থার মেরুদণ্ড হল 'Goods and Services Network' বা জি এস টি এন। এর সাহায্যেই প্রচলিত বহুবিধ কর ব্যবস্থার আওতাভুক্ত করদাতারা একক ব্যবস্থায় স্থানান্তরিত হবেন। জি এস টি এন গড়ে উঠেছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির যৌথ প্রয়াসে। বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক এই অ-সরকারি প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ কোম্পানিতে (যা মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হবে না) কেন্দ্রের শেয়ার হল ২৪.৫ শতাংশ এবং সমষ্টিগত ভাবে রাজ্যগুলির শেয়ার ২৪.৫ শতাংশ। অবশিষ্ট শেয়ারগুলি থাকছে ৫-টি বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হাতে। এ ধরনের একটি কাঠামোয় একদিকে থাকছে বেসরকারি ক্ষেত্রের নমনীয়তা, অন্যদিকে রয়েছে কৌশলগত নিয়ন্ত্রণের সরকারি ক্ষমতা।

অবশ্যই মনে রাখতে হবে প্রশাসনের একাধিক স্তরে বিরাজমান অগুণতি কর ব্যবস্থাকে একতাবদ্ধ করে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসাটা ছিল এক কঠিন কাজ। এই দুরূহতা অতিক্রম করতে জিএসটি কর ব্যবস্থা প্রকল্পে নেওয়া হয়েছে এক অভিনব ও যৌগিক পদক্ষেপ। অভিনব এই অর্থে যে ৩৬-টি বিসদৃশ কর ব্যবস্থাকে (যেগুলি আবার ম্যাচিওরিটির বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থিত ছিল) সংহত করাটা এক বিরাট সাফল্যের পরিচায়ক। সর্বোপরি জি এস টি একটি গন্তব্য ভিত্তিক কর হওয়াতে এখানে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের মীমাংসার জন্য এক শক্তিশালী মেকানিজম মজুত থাকা প্রয়োজন। এটা সম্ভবপর একমাত্র মজবুত একটি তথ্যপ্রযুক্তি পরিকাঠামো ও নির্ভরযোগ্য পরিষেবার সাহায্যে; যার দ্বারা করদাতা, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, বিভিন্ন ব্যাংক ও অ্যাকাউন্ট্যান্ট সংস্থা ও রিজার্ভ ব্যাংক-সহ সংশ্লিষ্ট প্রতিটি পক্ষের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য যাচাই ও আদান-প্রদানের কাজ সহজভাবে পরিচালিত হতে পারে।

পণ্য ও পরিষেবা করের অভিন্ন পোর্টাল গড়ে তোলার নেপথ্যে রয়েছে বিগত কয়েক বছর ধরে GSTN-এর অক্লান্ত প্রয়াস। এজন্য অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তৈরির কাজে আগামী ৫ বছর GSTN-র অংশীদার হবে ইনফোসিস। এটিই হয়ে উঠবে অভিন্ন জিএসটি পোর্টাল যা দেশের সকল প্রান্তের করদাতাদের জন্য ব্যবহৃত হবে। একমাত্র অনুসন্ধান বা অডিটের স্বার্থে কোনও করদাতাকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট করদাতা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ইন্টারফেজ বা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করার সুযোগ পাবেন। বাকি সব ক্ষেত্রে (আনুমানিক ৯৫ শতাংশ) করদাতাদের সঙ্গে সংযোগ বা ইন্টারনেটের একমাত্র ইন্টারফেজের পদ্ধতি হবে অভিন্ন জি এস টি পোর্টাল।

পরোক্ষ করের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় মহল জি এস টি নেটওয়ার্কের কাছ থেকে কী কী 'ওয়ান স্টপ' পরিষেবা পাবে? এগুলি হল : সাধারণ নথিভুক্তকরণ, নির্দিষ্ট ব্যাংকের মাধ্যমে পেমেন্ট করার জন্য চালান তৈরি এবং রিটার্নের জন্য 'বিজনেস-টু-বিজনেস ডেটা' আপলোড করা। ২৭-টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত এলাকাগুলির জন্য কর নির্ধারণ, আপিল ও বলবৎকরণের প্রয়োজনীয় মডিউলের সংস্থান রাখার জন্য জিএসটি নেটওয়ার্ককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভ্যাট, পরিষেবা কর, কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক ও অন্যান্য কর প্রদানের জন্য যারা ইতোমধ্যেই নথিভুক্ত হয়েছেন, তাদেরকে পণ্য ও পরিষেবা করের অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে আগেই, গত বছরের ৮ নভেম্বর তারিখে মডিউল চালু হয়েছে। করদাতাদের সুবিধার্থে কাজ শুরু করেছে অভিন্ন পোর্টালটিও। যেসব আবেদনপত্র জমা পড়েছে সংশ্লিষ্ট এজেন্সির সাহায্য নিয়ে সেগুলির বৈধতা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যেমন প্যানের বৈধতা খতিয়ে দেখা হচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদ বা CBDT-র এবং আধারের বৈধতা UIDAI-সাহায্য নিয়ে। এবং DIN (Director Identification Number) বা CIN (Corporate Identity Number) খতিয়ে দেখা হচ্ছে কোম্পানি বিষয়ক মন্ত্রকের (NCA) সাহায্য নিয়ে।

জি এস টি পোর্টালে তৈরি করা একক চালানের মধ্যবর্তিতায় সব ধরনের কর প্রদানের কাজও আরম্ভ হয়েছে। জি এস টি নেটওয়ার্কের সাহায্য নিয়ে চালান প্রস্তুত করার পর (করদাতাদের নাম, বিভিন্ন কর খাতে প্রদেয় অর্থ ইত্যাদি) করদাতারা দুইভাবে কর জমা করতে পারবেন। ইচ্ছা করলে তিনি ২৫-টি অনুমোদিত ব্যাংকের নেট-ব্যাকিং সুবিধা নিতে পারেন অথবা চালানের প্রিন্ট-সহ যে কোনও অনুমোদিত ব্যাংকে গিয়ে কাউন্টারে (OTC) কর জমা করতে পারেন। একজন করদাতা ওই কাউন্টারে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত জমা দিতে পারবেন। জি এস টি পোর্টালে চালান বানিয়ে ভারতের যে কোনও ব্যাংকে NEFT/RTGS-এর সাহায্যেও কর জমা দেওয়া যাবে। দিনের শেষে ব্যাংকের কাছ থেকে পাওয়া সমস্ত পেমেন্টের একটি সংক্ষিপ্তসার তৈরি করে জি এস টি পোর্টাল সেটিকে সঙ্গতিসাধনের উদ্দেশ্যে অ্যাকাউন্টিং কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেবে। ব্যাংকগুলির কাছ থেকে পাওয়া প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে তৈরি করা রিজার্ভ ব্যাংকের পেমেন্ট সংক্রান্ত বিবরণও অ্যাকাউন্টিং কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরিত হবে। ব্যাংক কর্তৃক পেমেন্ট অনুমোদিত হবার পর সেটি করদাতার নগদ লেজারে উল্লেখিত হবে।

কর দেওয়াটা করদাতাদের অন্যতম কর্তব্য হলেও এই প্রক্রিয়া যাতে সহজ, সুবিধাজনক ও সময়সাশ্রয়ী হয় সেটা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব কিন্তু কর কর্তৃপক্ষের। জি এস টি নেটওয়ার্কে রয়েছে একাধিক পরিষেবা ও যান্ত্রিক সহায়তা যার উদ্দেশ্য কর মান্যতা, কর প্রদান ও রিটার্ন দাখিলের প্রক্রিয়াকে সকল শ্রেণির করদাতাদের কাছে সহজ ও সুবিধাজনক করে তোলা।

জি এস টি জমানায় সব ধরনের করদাতা তাদের বহির্মুখী জোগান সংক্রান্ত মাসিক বৃত্তান্ত পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে GSTR 1 ফর্ম্যাট অনুযায়ী দাখিল করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। প্রক্রিয়াটির অঙ্গ

হিসাবে জি এস টি নেটওয়ার্কের উদ্যোগে একটি অফলাইন টুল ও একটি সহজ এক্সেল-ভিত্তিক টেমপ্লেট তৈরি করা হয়েছে। এর সাহায্য নিয়ে করদাতারা তাদের মাসিক রিটার্ন প্রস্তুত ও দাখিল করতে পারবেন খুবই সহজে ও যৎসামান্য ব্যয়ে।

জি এস টি-র অভিন্ন পোর্টাল থেকে (www.gst.gov.in) নিখরচায় 'Excel Workbook Template' ডাউনলোড করা যাবে এবং এটির সাহায্যে করদাতারা প্রতিবারই সমস্ত ইনভয়েস চালান বা সম্পর্কিত ডেটা বা তথ্য ক্রমানুসারী করতে পারবেন। এক্সেল শিটের ডেটা এরপর Offline Tool-এ ব্যবহৃত হয়ে JSON ফাইল সৃষ্টি করবে যেটিকে পরবর্তী ধাপে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে জি এস টি পোর্টালে আপলোড করা হবে। এই একবারই কেবলমাত্র ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হবে।

ক্ষুদ্র করদাতাদের মধ্যে যারা শুধুমাত্র ক্রেতাদের কাছে পণ্য বিক্রিবাটা করে তাদের ক্ষেত্রে বিজনেস-টু-বিজনেস ইনভয়েসের প্রয়োজন পড়বে না এবং তারা মাত্র পাঁচটি পঙ্‌ক্তিতে (যাতে ৫-টি কর হারের উল্লেখ থাকবে) নিজেদের রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন। একইভাবে যেসব ক্ষুদ্র করদাতার ব্যবসায়িক লেনদেন ৭৫ লক্ষ টাকা বা তার কম তারা ইচ্ছা করলে তিন মাস অন্তর একবার করে খুব সহজ পন্থায় রিটার্ন দাখিল করার সুযোগ নিতে পারবেন।

আসল কথা হল রিটার্ন প্রস্তুতের কাজকে যতদূর সম্ভব সহজ-সরল করে তোলা। নিজেদের ডেটা বা তথ্যাবলিকে বিভিন্ন খাতের আওতায় রাখার ব্যাপারেও বাণিজ্য সংস্থাগুলি এক্সেল ফরম্যাট অনুসরণ করতে পারেন। সাপ্তাহিক বা নির্দিষ্ট কোনও সময়ের ব্যবধানে তাদের বহির্গমন জোগান সংক্রান্ত বিবরণ তৈরি করার পর সেটিকে পরে জি এস টি পোর্টালে আপলোড করা যেতে পারে। একদফায় ৫ মেগাবাইট আয়তনের ফাইল সৃষ্টি করতে ডেটা আপলোডের জন্য সংশ্লিষ্ট টুলটি একাধিকবার ব্যবহার করা সম্ভব। প্রয়োজনসাপেক্ষে GSTR 1 তৈরি করার সময় ডেটা আপলোড করতে টুলটিকে একাধিকবার ব্যবহার করা যেতে পারে। একই পন্থায় বিজনেস-টু-বিজনেস বিক্রিবাটার সঙ্গে জড়িত মাঝারি মাপের করদাতারাও রিটার্ন প্রস্তুত করে তা দাখিল করতে পারবেন। ইন্টারনেট সংযুক্তি ব্যতিরেকেই GSTR 1 এক্সেল টেমপ্লেট ব্যবহার করে GSTR 1 রিটার্ন তৈরি করা সম্ভব হবে। যেসব দুর্গম এলাকায় ইন্টারনেট সংযোগ তেমন ভালো নয় সেখানকার করদাতারাও এই ব্যবস্থার দ্বারা উপকৃত হবেন।

যে কোনও অর্থনীতি কতখানি উন্মুক্ত ও বাণিজ্য সহায়ক তার পরিচয় মেলে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পাদনে স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখার মাপকাঠিতে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই মাপকাঠিতে বিচার করলে বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারত পিছিয়ে রয়েছে। এব্যাপারে বিভিন্ন সূচকের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাংকের তরফ থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে অন্যতম সূচক হিসাবে কর প্রদানে স্বাচ্ছন্দ্যের দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে জি এস টি-র উদ্দেশ্যও তাই : কর মান্যতার পাশাপাশি কর প্রদান পদ্ধতিকে সহজ ও সুবিধাজনক করে তোলা। কর প্রদান সংক্রান্ত আলোচ্য সূচকের উন্নতি ঘটলে ব্যবসা পরিচালনায় স্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠিতে বিশ্ব মানচিত্রে ভারতের অবস্থানেরও উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটবে। 'স্ব-পরিষেবা'-র মোডে পরিচালিত এই সরল প্রক্রিয়া ব্যবসায়ী ও উদ্যোগপতিদের আত্মবিশ্বাস ও ক্ষমতায়নের পথে নিয়ে যাবে। সর্বোপরি শক্তিশালী নেটওয়ার্কের সাহায্যপুষ্ট জি এস টি-র সফল রূপায়ণ অর্থনীতিকে উজ্জীবিত করে ভারতের বিকাশ আখ্যানকে পরিপূর্ণতা এনে দেবে। ❑

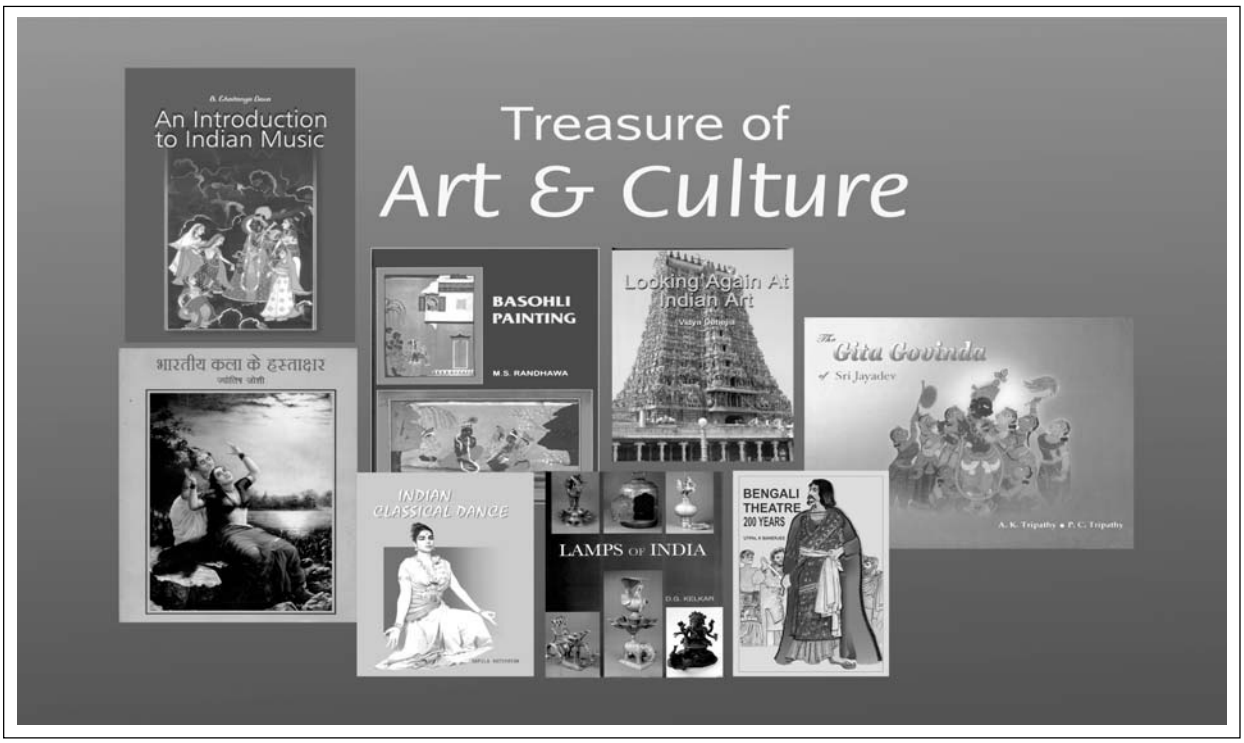

জি এস টি : কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাত কি বাড়াবে?

জয়ন্ত রায়চৌধুরী

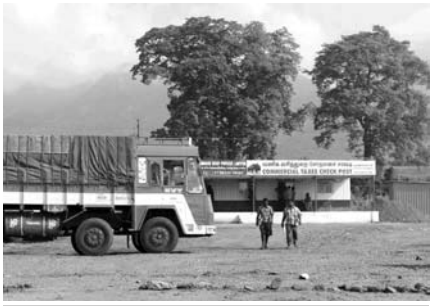

রাজ্যগুলির খরচ তো ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সপ্তম বেতন কমিশনের রিপোর্ট কার্যকরী হলে তা পুনরায় ভালো রকমেরই বাড়বে। এরই মধ্যে আবার উত্তরপ্রদেশের দেখানো পথে হেঁটে চাষিদের ঋণ মুকুব শুরু করেছে তিনটি রাজ্য। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে সমস্যা এটাই যে একটি ঋণ-বোমা টিক টিক করতে শুরু করেছে। আশঙ্কা ভারত না আবার একটি গ্রিসে পরিণত হয়। কেন্দ্র ও রাজ্য মিলিয়ে ভারতের যে মোট সরকারি ঋণ, তার পরিমাণ জিডিপি-র ৬৭ শতাংশে গিয়ে পৌঁছেছে। জাপানকে বাদ দিলে ঋণ-জিডিপি অনুপাতটি, এশীয় দেশগুলির মধ্যে ভারতের ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি।

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে প্রবর্তিত হল জি এস টি। জি এস টি-র সফল রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন ছিল কর বসানোর উপর রাজ্যগুলির সাংবিধানিক অধিকার ত্যাগের। তার জন্য তাদের যে ক্ষতি, সেই ক্ষতি আটকাতে রাজ্যগুলি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। সে প্রচেষ্টা অবশ্য সফলও হয়েছে। রাজ্যগুলির স্বার্থরক্ষা করতে কেন্দ্র একটি সেস বসিয়েছে, যে সেস, অনুমান করা হচ্ছে, ৫০,০০০ কোটি টাকা তুলবে, যে টাকা রাজ্যগুলির রাজস্ব ক্ষতি আটকাতে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

এই নতুন ব্যবস্থাটি প্রবর্তনের পিছনে আশঙ্কাটি ছিল এই যে, আবার কোনও মন্দা বা তেলের দাম বৃদ্ধিজনিত কারণে অর্থনীতি প্রত্যাশিত ৭.৫-৮ শতাংশ হারে নাও বাড়তে পারে বা রাজস্ব বৃদ্ধির হারটি যতটা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, ততটা নাও হতে পারে। ধারণা করা হচ্ছে, জি এস টি কর ভিত্তি বাড়াবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে অন্যান্য করের মতো জি এস টি-ও অর্থনীতির সমৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল। জি এস টি প্রবর্তনের ফলে কর-জিডিপি অনুপাতটি বর্তমানের ১০ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৬ শতাংশে দাঁড়াবে। কিন্তু দাঁড়াবে কি দাঁড়াবে না; সেটা তো নির্ভর করবে সরকার এবং শিল্পক্ষেত্র কতটা একযোগে কাজ করে নতুন ব্যবস্থাটিকে মসৃণভাবে চালু করতে পারে এবং নতুন ব্যবস্থাটিকে সবাই কতটা কি মেনে চলে তার উপর। রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া তো রাজ্যগুলির আর্থিক অর্থব্যবস্থা সংক্রান্ত একটি রিপোর্টে সতর্কবার্তা শুনিয়েই রেখেছে, 'জি এস টি প্রবর্তনের ফলে রাজস্বের প্রশ্নে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, তাতে করে রাজ্যগুলির রাজস্ব আদায় অনিশ্চিত হয়ে উঠতে পারে।'

অথচ রাজ্যগুলির খরচ তো ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সপ্তম বেতন কমিশনের রিপোর্ট কার্যকরী হলে তা পুনরায় ভালো রকমেরই বাড়বে। এরই মধ্যে আবার উত্তরপ্রদেশের দেখানো পথে হেঁটে চাষিদের ঋণ মুকুব শুরু করেছে তিনটি রাজ্য। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে সমস্যা এটাই যে একটি ঋণ-বোমা টিক টিক করতে শুরু করেছে। আশঙ্কা ভারত না আবার একটি গ্রিসে পরিণত হয়। কেন্দ্র ও রাজ্য মিলিয়ে ভারতের যে মোট সরকারি ঋণ, তার পরিমাণ জিডিপি-র ৬৭ শতাংশে গিয়ে পৌঁছেছে। জাপানকে বাদ দিলে ঋণ-জিডিপি অনুপাতটি, এশীয় দেশগুলির মধ্যে ভারতের ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি।

এই অবস্থায়, অর্থমন্ত্রকের আধিকারিকদের হিসাব অনুযায়ী, যদি সব রাজ্য একযোগে কৃষি-ঋণ মুকুব করতে শুরু করে, এবং সেই ঋণ মুকুবের ধাক্কা সামলানোর জন্য নিজেরা ঋণ নিতে শুরু করে তাহলে সে ঋণের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াতে পারে ৩ লক্ষ কোটি টাকায়। এই পরিমাণ তো যে কোনও মুহূর্তে বহন-অযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। সবচেয়ে বড়ো কথা, যখন আমরা নতুন একটা কর কাঠামো নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করছি, যখন জানি না, রাজস্বের অবস্থা কী দাঁড়াতে পারে,

[লেখক কলকাতার 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকার বরিষ্ঠ সম্পাদক (ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কিত বিভাগ)। ই-মেল : jrchowdhury@yahoo.com]

তখন এইরকম পদক্ষেপ অত্যন্ত ঝুঁকির হয়ে যাচ্ছে।

রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী, অন্তত ১৭-টি রাজ্যের ক্ষেত্রে কর-রাজ্য জিডিপি অনুপাতটি বিগত বছরে বেড়েছে। রিপোর্ট বলছে, 'সাম্প্রতিক বছরগুলিতে রাজ্যগুলির আর্থিক অবস্থা সামগ্রিকভাবে খারাপ হয়েছে।.....২৫-টি রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্য ইঙ্গিত দিচ্ছে ২০১৬-'১৭ আর্থিক বর্ষে রাজস্ব সংক্রান্ত যে সমস্ত প্রত্যাশিত হিসেব রাজ্যগুলি করেছে, তা বাস্তবায়িত না হতেও পারে। জিডিপি-র সাপেক্ষে রাজকোষ ঘাটতির হারটি ২০০৪-'০৫ সালের পর ২০১৫-'১৬ সালেই প্রথম ৩ শতাংশের নির্ধারিত ঊর্ধ্বসীমা লঙ্ঘন করেছে। এই অবস্থায় রাজ্যগুলি উন্নয়নের খরচ বাবদ, কর্মীদের বেতন বাবদ, ঋণ মুকুবের চাহিদা পূরণের জন্য যখনই কেন্দ্রের কাছে যাবে আর কেন্দ্র দাবি পূরণে অসম্মত হবে, তখনই রাজ্যগুলি কেন্দ্রের সঙ্গে সম্মুখসমরে নেমে পড়বে। অবশ্য কর-আধিকারিকরা একথাও বলছেন যে, রিয়েল এস্টেট, পেট্রোলিয়াম, মাদকজাতীয় দ্রব্যাদির মতো বেশ কিছু পণ্যকে জি এস টি-র আওতায় এখনও আনা হয়নি, যেগুলি থেকে ৪৫ শতাংশের মতো পরোক্ষ কর আদায় হয়। রাজ্যগুলি এখনও পর্যন্ত সেগুলির উপর কর বসাতে পারে, এমনকি বাড়াতেও পারে। জি এস টি বিল অবশ্য বলছে জি এস টি কাউন্সিল যথাসময়ে এগুলিকেও জি এস টি-র আওতায় আনবে। তবে রাজ্যগুলিও সম্ভবত যথা সময়ে অনুভব করবে যে আর্থিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাদেরও কিছু ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এই বোধের পাশাপাশি প্রয়োজনে নানান রকম আর্থিক ধাক্কা সামলানোর জন্য একটা সুরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি রাখতে রাজ্যগুলিও এই সব কর নির্ধারণের অধিকার নিজেদের হাতেই রেখে দিতে চাইবে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে আর্থিক ক্ষমতার ভাগাভাগির প্রসঙ্গটি যখন সংবিধান প্রণেতাদের কাছে এসেছিল, তখন বহু সাংসদই, যার মধ্যে কংগ্রেসের সাংসদরাও ছিলেন, রাজ্যগুলির হাতে বেশি ক্ষমতা তুলে দেবার সপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু পাশাপাশি এই ভয়টাও ছিল যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাটির উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে তা না আবার 'এক ভারত'-এর ধারণাটির বিপক্ষে চলে যায়। শেষপর্যন্ত এই আশঙ্কাটিই বড়ো হয়ে ওঠে এবং যে কর কাঠামোটি গড়ে তোলা হয়, তাতে কেন্দ্রের ভূমিকাই প্রধান হয়ে ওঠে।

সংবিধান বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জি এস টি প্রবর্তনের ফলে কেন্দ্রের এই আধিপত্যের বিষয়টি আরও প্রকট হয়ে উঠবে। বলা হচ্ছে, রাজ্যগুলি যদি সামগ্রিকভাবে রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অন্তত কিছু দ্রব্যের উপর কর ধার্যের অধিকার ছেড়ে দেয়, তাহলেও তাদের নিজস্ব কোনও প্রয়োজনে রাজস্ব বৃদ্ধির স্বাধীনতা ও সুযোগ তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, তামিলনাড়ু, যে রাজ্যটি জি এস টি-র বিভিন্ন ধারা নিয়ে আপত্তি তুলেছিল, সে রাজ্য বলেছিল তারা কর সংগ্রহের টাকা থেকেই বহু সামাজিক সংস্কারমূলক প্রকল্প চালায়।

একথা সত্যি দক্ষিণের রাজ্যগুলি সামাজিক উন্নয়নের সূচকগুলিতে উল্লেখযোগ্য রকমের উন্নতি করেছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সূচকগুলির ক্ষেত্রে এদের অগ্রগতি শুধু প্রতিদ্বন্দ্বীদের পিছনে ফেলে দেয়নি, কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা ও ই সি ডি দেশগুলির সঙ্গে তুলনায়। অর্থনীতিবিদ জঁ দ্রেজের কথায়, 'কেরালা এবং তামিলনাড়ু নিয়মিতভাবে উন্নয়নসূচকগুলির ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করে থাকছে। শুধু তাই নয়, এই ব্যাপারে অন্য রাজ্যগুলির চেয়ে তাদের উন্নতির হারও বেশি।

আইনের ভাষায় বলতে গেলে, জি এস টি সংশোধনী আইনটি অদ্যাবধি কর কাঠামোর বাইরে থাকা সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলিতে কর বসানোর অধিকারটি কার্যত একটি অনির্বাচিত গোষ্ঠীর হাতে তুলে দিয়েছে। বস্তুত কর আরোপ-এর অধিকারটি জি এস টি কাউন্সিল এখন কেন্দ্র ও রাজ্য, উভয় সরকারের হাত থেকেই নিয়ে নিয়েছে। জি এস টি কাউন্সিলে কার ভোটের কত ওজন, এসব বিতর্কে না ঢুকেও বলা যায় যে, এখন থেকে কর নির্ধারণের বিষয়ে কাউন্সিলই হবে আইনগতভাবে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, কেন্দ্র ও রাজ্য, কোনও আইনসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নয়। এর সার কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে, কাউন্সিল হবে একটি শিক্ষিত সর্বোচ্চ সংস্থা, যার কিনা ভোটার-নাগরিকদের প্রতি কোনও দায়বদ্ধতা থাকবে না।

নতুন ব্যবস্থায় রাজ্যগুলি চাইবেই কর নির্ধারণের কিছুটা ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখতে; কারণ তেমন কিছু ক্ষমতা এমনকি তাদের অধস্তন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির, যেমন মিউনিসিপ্যালিটিগুলির হাতেও আছে। মিউনিসিপ্যালিটিগুলি যে পণ্য প্রবেশ কর বা এন্ট্রি ট্যাক্স বসায়, বিনোদন কর ধার্য করে, ধার্য করে মুদ্রাঙ্ক শুল্ক বা স্ট্যাম্প ডিউটি, ইলেকট্রিসিটি সেস, এগুলো এখনও জি এস টি-র আওতার বাইরে আছে।

প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখা দরকার, অধিকাংশ দেশে কর নির্ধারণের ব্যাপারে শেষ কথা বলার অধিকারী যে কর্তৃপক্ষ, তার হাতে থাকে পরোক্ষ করের ভার, প্রদেশগুলির হাতে প্রত্যক্ষ করের। কানাডায়, যেখানে জি এস টি চালু হয়েছিল গত শতাব্দীতেই, সেখানে এই ব্যবস্থাই করা আছে। ফলে রাজ্যগুলির রাজস্বের উপর কোনও প্রভাব পড়েনি জি এস টি ব্যবস্থা চালুর দরুন। কিন্তু ভারতে কেন্দ্র প্রত্যক্ষ কর আরোপ ও আদায়ের একমাত্র অধিকারী, যার একটা অংশ সে রাজ্যগুলিকে দেয়। নতুন ব্যবস্থায় জি এস টি থেকে সংগ্রহের প্রায় অর্ধাংশের অধিকারও কেন্দ্রের হাতেই চলে গেল।

এই অবস্থায় এখন দেখার নতুন ব্যবস্থায় ভারতীয় শাসনব্যবস্থা নতুন কর পরিবর্তনের এই চ্যালেঞ্জটির কীভাবে মোকাবিলা করে। হতে পারে সে নতুন ব্যবস্থাটিকে ভালোভাবেই মেনে নিল; অথবা এও হতে পারে তাতে কিছু পরিবর্তন দাবি করল। যদি কোনও পরিবর্তন রাজ্যগুলি দাবি করে, তাহলে তারা অস্ট্রেলিয়ার মতো কোনও ব্যবস্থা চাইতে পারে, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারই ৭৫ শতাংশ কর আদায় করে এবং তারপর বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পদ্ধতিতে তা ভাগবাঁটোয়ারা করে দেয়। শেষপর্যন্ত ভারতের কর ব্যবস্থার কাঠামোটি কী দাঁড়াবে বা কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রশ্নটির কী মীমাংসা হবে, তা ভারতরাষ্ট্র সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে ঠিক করবে। তবে জি এস টি-র ব্যাপারে শেষ কথা কিছু শোনা না গেলেও রাজ্যগুলি তাদের সম্পদ বৃদ্ধির তাগিদ থেকে অদূর ভবিষ্যতেই নতুন আইনে পরিবর্তন দাবি করতে পারে।❑

বিয়াল্লিশের কথকতা

ড. প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

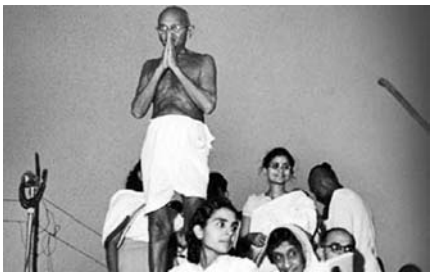

'ভারত ছাড়ো' স্লোগানটির প্রবক্তা ছিলেন ইউসুফ মেহের আলি। ইংরেজদের দমন নীতি সত্ত্বেও আন্দোলন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। ৭৫ বছর পরেও এই আন্দোলনের মূল সুরটি প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। তবু একটু পরিবর্তন হয়েছে। দেশকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দেবার জন্য সবাইকে দেশের জন্য বেঁচে থেকে নিরন্তর কাজ করে যেতে হবে। নতুন স্লোগান হবে, আবর্জনা, দারিদ্র্য, দুর্নীতি, সন্ত্রাসবাদ, জাতিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ভারত ছাড়ো।

বিংশ শতাব্দীর চারের দশক ভারতের ইতিহাসে এক অস্থির সময়। আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে এক উত্তাল, টালমাটাল অবস্থা। ঔপনিবেশিক শক্তির অধীনে থাকার ফলে দেশের মানুষ ও সমাজ জাতীয় অবক্ষয়ের কবলে পড়ে। সি. এফ. এ্যান্ড্রুজ (C.F. Andrews) তাঁর বিখ্যাত বই ''Indian Independence'-এ স্যার জন সিলি (Sir John Seeley)-র কথার উল্লেখ করেছেন, "Subjection for a long time to a foreign yoke is one of the most potent causes of national deterioration"। অর্থাৎ, বিদেশি শাসনে দীর্ঘ সময় থাকা একটি জাতির পক্ষে সামগ্রিক অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ। একশো ষাট বছর, ব্রিটিশ শাসনে থাকার পর, Andrews প্রশ্ন তুললেন—মোক্ষম প্রশ্ন, ''How much longer is India to go on in this state of dependence? Is not every year that passes only adding to national deterioration?'' অর্থাৎ, যত দিন যাচ্ছে, ততই কি ভারত অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে না? পরে ১৯৪২-এর আগস্ট বিপ্লবের সময় এই প্রশ্ন আরও গভীর মাত্রা পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর আবহ, পরাধীন দেশে স্বাধীনতার জন্য মানুষের সংগ্রাম, সীমাহীন দারিদ্র্য প্রভৃতি কারণে রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল হয়ে পড়ে। সঠিক দিশা নির্দেশের অপেক্ষায় গোটা দেশ। সেদিনের অখণ্ড ভারতে নানা মত। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লিগ, হিন্দু মহাসভা, কৃষক প্রজা পার্টি, বাম-কমিউনিস্ট রাজনীতির অভ্যুদয়, দেশীয় রাজ্যগুলির অনীহা, সুভাষচন্দ্র বসুর দেশের বাইরে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি-কে নেতৃত্ব দান ও সশস্ত্র সংগ্রামের উদ্যোগ—এই রকম পরিস্থিতিতে গান্ধীজীর ভারত ছাড়ো আন্দোলন। 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'-র সংকল্প এক দৃঢ় পথের দিকে দেশকে নিয়ে যায়। সেটাই মুখ্যধারার পথ বলে ইতিহাসে কালের প্রবাহে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে চিহ্নিত হয়ে গেছে। এ কথা মনে রাখতে হবে, ১৯৪২-এর জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫-র সংগঠন থেকে ভিন্ন পথে চলেছে। প্রথম সভাপতি W.C. Bonnerjee-র ভাষণে দেখা যায় নরম সুর। Indian National Congress-এর ইতিহাসে লিপিবদ্ধ সভাপতির ভাষণের সংক্ষিপ্তসার থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, "All that they desired was that the basis of the government should be widened and that the people should have their proper and legitimate share in it"। অর্থাৎ, সরকারের ভিত্তিকে বিস্তৃত করতে হবে এবং জনগণকে তার অংশীদার করতে হবে, এই রকম আবেদন-নিবেদনের সুর। ১৯৪২-এর প্রেক্ষিত আলাদা হয়ে গেছে। জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তাধারায় বিরাট পরিবর্তন এসেছে।

এর পর ২০১৭ সালে পঁচাত্তর বছর পার হল। বহমান জাতীয় জীবনের অনিবার্য প্রবাহে মূল্যবোধ ও উত্থান কর্মসূচির অগ্রাধিকারেও এই আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা রয়ে গেছে। গত বছর থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে, নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী

[লেখক আকাশবাণীর NSD-র প্রাক্তন মহানির্দেশক এবং ভারত সরকারের প্রাক্তন প্রেস রেজিস্ট্রার। ই-মেল : bandyopk@yahoo.co.in]

এই আন্দোলনের বিভিন্ন দিক ও তাৎপর্য সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়ানোর প্রয়াস চালানো হবে। উদ্দেশ্য দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলা ('rekindle the spirit of patriotism') এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও কার্যাবলি সম্বন্ধে যুবসম্প্রদায়কে, যারা আজকের ভারতে জনসংখ্যার প্রায় পঁয়ষট্টি শতাংশ, তাদের স্মরণ করানো ও উদ্বুদ্ধ করা। এজন্য মন্ত্রী ও জননেতারা বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে এ কাজে নিযুক্ত থাকবেন। বিয়াল্লিশের বিভিন্ন কর্মসূচির আলোচনা, প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে সচেতনতা অভিযান চালানো হবে। এই আন্দোলন মূলত, ভারত স্বাধীন হবার আগে শেষ বড়ো অসহযোগ আন্দোলন। ধর্না, মিছিল, বিদেশি দ্রব্য বর্জন প্রভৃতি আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। মনে রাখতে হবে যে, ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ বিরোধী তীব্র জনমত গড়ে উঠেছিল। বিশ্বের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয়দের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করার মতো অবস্থায় ভারতীয়রা অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে পড়েছিল। এছাড়া ১৯৪২-এর মার্চ মাসে যে Cripps Mission ভারতে আসে, তারা যে আশ্বাস দিয়েছিল যে যুদ্ধ শেষ হলে ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা দেওয়া হবে, তার উপর ভারতীয়রা ভরসা রাখতে পারেনি। এই প্রস্তাবকে গান্ধীজী সরাসরি খারিজ করে বলেছিলেন, ওটি একটি ভেঙ্গে পড়া ব্যাংকের চেক যাতে ভবিষ্যতের তারিখ বসানো (Post-dated cheque on a crashing bank)।

'ভারত ছাড়ো' স্লোগানটির প্রবক্তা ছিলেন ইউসুফ মেহের আলি। ইংরেজদের দমন নীতি সত্ত্বেও আন্দোলন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। ৭৫ বছর পরেও এই আন্দোলনের মূল সুরটি প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। তবু একটু পরিবর্তন হয়েছে। দেশকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দেবার জন্য সবাইকে দেশের জন্য বেঁচে থেকে নিরন্তর কাজ করে যেতে হবে। নতুন স্লোগান হবে, আবর্জনা, দারিদ্র্য, দুর্নীতি, সন্ত্রাসবাদ, জাতিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ভারত ছাড়ো। এমন কথাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর সাম্প্রতিক বেতার ভাষণে বললেন।

এবার বিয়াল্লিশের আন্দোলনের মূল কথায় আসা যাক। মহাত্মা গান্ধী মুম্বাই-এ আগস্ট ক্রান্তি ময়দানে ৮ আগস্ট যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট হয়। সেখান থেকে চারটি বিষয় উল্লেখ করছি। প্রথমত, ভারত ছাড়ো আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে অহিংসার ভিত্তিতেই চলবে। তাঁর ভাষণে গান্ধীজী দৃঢ়ভাবেই বললেন যে, যাদের অহিংসার উপর বিশ্বাস নেই, তাদের কংগ্রেস কার্যকরী কমিটির প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেওয়ার প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল যে, এই আন্দোলন ক্ষমতা লাভের জন্য নয়। এটি ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম। ''Ours is not a drive for power but purely a non-violent fight for Indian Independence. .....A non-violent soldier for freedom will covet nothing for himself, he fights only for the freedom of his country"। অর্থাৎ, এই আন্দোলনের সৈনিকরা কখনই নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়, এরা সংগ্রাম করে দেশের জন্য। গান্ধীজী আরও একটু এগিয়ে বললেন, পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মতো গণতান্ত্রিক সংগ্রাম দেখা যায়নি। এই আন্দোলনে ধর্মীয় বিভেদ ছিল না। হিন্দু-মুসলমান সবাই একসঙ্গে এতে যুক্ত ছিল। সমস্ত দেশবাসীকে ভারতীয় পরিচয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য গান্ধীজী আবেদন করেছিলেন।

এর পর যে বিষয়টির উপর গান্ধীজী জোর দিয়েছিলেন, তা হচ্ছে ব্রিটিশের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। সেটি ওই সময়ে একেবারে উপযুক্ত ও প্রাসঙ্গিক। তিনি বললেন, তখন দেশে ভারতীয়দের মনে ব্রিটিশ বিরোধী হাওয়া। ব্রিটিশ আধিপত্যবাদ, ঔপনিবেশিকতা ও ব্রিটেনের মানুষ—সব সমার্থক হয়ে পড়েছিল। এমন অবস্থা যে, ওই পরিস্থিতিতে অনেকে জাপানিদের পক্ষ নিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানাতেও ইচ্ছুক ছিল। গান্ধীজী বোঝালেন যে, এটা যথার্থ মনোভাব নয়। এটা হচ্ছে একের দাসত্বের বদলে অন্যজনের দাসত্ব স্বীকার করে নেওয়া। তাঁর ভাষায়, এর থেকে আমাদের, অর্থাৎ, ভারতীয়দের মুক্ত হতে হবে। "Our quarrel is not with the British people. We fight their imperialism. The proposal for the withdrawal of British power did not come out of anger. It came to enable India to play its due part at the present critical juncture. It is not a happy position for a big country like India to be merely helping with money and material obtained willynilly from her while the United Nations are conducting the war. We cannot evoke the true spirit of sacrifice and valour, so long as we are not free. I know the British Government will not be able to withhold freedom from us, when we have made enough self-sacrifice।" অর্থাৎ সংক্ষেপে, এই অন্যায় যুদ্ধের আবহে ব্রিটিশদের পক্ষে থাকাই সমীচীন এবং এতে ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনকই হবে। গান্ধীজী বরাবর ঘৃণা পরিহারের কথা বলে গেছেন। এমনকী এ কথাও বলেছেন যে, সে সময় তিনি ব্রিটিশদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত। তাঁর দৃষ্টিতে ব্রিটিশরা সে সময় একটি বিরাট গহ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের দুঃখের এই বিষাদ আশঙ্কায় ভরা মুহূর্তে তিনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন না। তাদের আসন্ন বিপদের বিষয়ে সতর্ক করবেন, তাদের ক্রোধের উদ্রেক সত্ত্বেও।

এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৪২-এর ১৪ জুলাই এক প্রস্তাব পাস করে। তার পর অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিতে (AICC) প্রস্তাব নিয়ে সবিস্তারের আলোচনা হয়। ৮ আগস্ট ১৯৪২-এ ওই প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়া হয়। এআইসিসি-তে তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা, রণাঙ্গনের রিপোর্ট, নানা বিশ্লেষণ, বৈশিষ্ট্য রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিত ও ভারতবাসীর করণীয় সমস্ত বিষয়ে আলোচনা ও ব্যাপক মতবিনিময় হয়েছিল। কমিটি এই সিদ্ধাতে উপনীত হয় যে, ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব যথার্থ ও সব দিক দিয়ে সমীচীন ছিল। ".....events subsequent to it have given it further justification and have made it clear that the immediate ending of British rule in India is an urgent necessity, both for the sake of India and for the success of the cause of the United Nations. The continuation of that rule is degrading and enfeebling India and making her progressively less capable of defending herself

and of contributing to the cause of world freedom"। অর্থাৎ, ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করছে যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের দ্রুত অবসান জরুরি। শুধু ভারত নয়, সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও প্রয়োজন। ব্রিটিশ শাসন অব্যাহত থাকলে ভারত ও বিশ্ব স্বাধীনতার সমূহ ক্ষতি হবে।

রাশিয়া ও চিনের ক্ষেত্রেও যে পরিস্থিতির অবনতি হয়েছিল তা কংগ্রেস নেতাদের চোখ এড়ায়নি। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারত আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের শিকার। ব্রিটিশ এবং সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘ ভারতের প্রতি কী মনোভাব নেয় তা স্বভাবতই অন্যান্য রাষ্ট্রের উপর প্রভাব ফেলবে। এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক পরাধীন দেশ তখন ভারতের দিকে তাকিয়ে ছিল। উদ্দেশ্য ভারতের স্বাধীনতা থেকে শিক্ষা নেওয়া এবং আশা, উদ্দীপনা ও নব উদ্যমে তাদের মুক্তির সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এছাড়া বিশ্বযুদ্ধে সফলতার জন্যই ভারতের স্বাধীনতা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান প্রয়োজন। কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের ভাষায়, "A free India will assure their success by throwing all her great resources in the struggle for freedom and against the aggression of Nazism, Fascism and Imperialism. This will not only affect materially the fortunes of the war, but will bring all subjects and oppressed humanity on the side of the United Nations.....India in bondage will continue to be the symbol of British Imperialism and the taint of that imperialism will affect the fortunes of all the United Nations"। অর্থাৎ, মূলত পরাধীন ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক হিসাবে থাকলে সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘের ভাবমূর্তির পক্ষে হানিকর। এআইসিসি-র প্রস্তাবে ভারত থেকে ব্রিটিশ শক্তির চলে যাওয়ার কথাই শুধু নয়, এর পর কী হবে, তার একটি রূপরেখাও দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতার পর একটি সরকার গঠন করা হবে এবং স্বাধীন ভারত তখন সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘের অংশীদার হবে। এই স্বাধীন সরকার দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী মিলেমিশে গঠন করবে। সেদিনের কংগ্রেস নেতারা একটি সংযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কথা বলেছেন। এতে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য রাষ্ট্র, যেমন, বর্মা, মালয়, ইন্দো-চিন, ডাচ অধিকৃত দেশগুলি, ইরান, ইরাক— সকলেই স্বাধীনতা সংগ্রামে সফল হবে।

এআইসিসি-র প্রস্তাবে বিশ্ব ফেডারেশনের স্বপ্নের কথা লেখা হয়েছে, ''While the A.I.C.C. must primarily be concerned with the independence and defence of India in this hour of danger, the committee is of opinion that the future peace, security and ordered progress of the world, demands a world federation of free nations, ...and the pooling of the world's resources for the common good of all"। বিশ্বের সব মানুষের মঙ্গলের জন্য সমস্ত সম্পদ এক জোট করে নতুন পৃথিবী গড়ার কথাও প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

দুঃখের বিষয় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতি ও সম্ভাব্য পরিণতি দেখেও বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ একটি বিশ্ব ফেডারেশনের পথে কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার কথা তখন ভাবেনি। কিন্তু বিপদ এতে বেড়েই যাচ্ছিল। কোনও অংশে কমার কোনও লক্ষণ নেই। কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির আবেদনের প্রতি গ্রেট ব্রিটেন বা নিখিল বিশ্ব কেউই কর্ণপাত করেনি। ভারতের প্রয়োজন বা বিশ্ব পরিস্থিতির যে অমোঘ দাবি কোনওটাই সেই সময়ে কাজ করছে না। শুধুমাত্র প্রভুত্বের অধিকার, আধিপত্যবাদ বা জাতিগত উগ্রতার দ্বারা সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল। এই রকম অসহনীয় অবস্থায় কার্যকরী সমিতির পক্ষে 'ভারত ছাড়ো' ডাক দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। গান্ধীজীর একজন একনিষ্ঠ অনুগামী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পক্ষে তাঁর দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন। বিয়াল্লিশের ৭ আগস্ট এআইসিসি-র বৈঠকে যে ভাষণ দেন, তাতে এই আন্দোলনের পদ্ধতি ও দিশার উপর আলোকপাত করেছিলেন। তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের লাগাতার চালানো নানা অপপ্রচারের জবাব দেন। এর মধ্যে একটি অপপ্রচার হল কংগ্রেস দল একটি গোষ্ঠী মাত্র। এর সার্বিক জনভিত্তি নেই। একটি মুষ্টিমেয় আন্দোলনকারীদের দলবিশেষ। এই সব দুষ্ট প্রচারের বিরুদ্ধে প্যাটেল গর্জে ওঠেন। সেদিনের বিশ্বে জাপানিরা ব্রিটিশ বিরোধী অক্ষশক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে এক আতঙ্কের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল। জাপানি তথা অক্ষশক্তির এই হুমকি ও ভয়ের পরিবেশ থেকে ভারতকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। ব্রিটেনের কথা যে অসার ও মূল্যহীন, প্যাটেল সেটাই বলেছেন। Stafford Cripps-এর প্রস্তাবগুলিও ভারতীয়দের যে কোনও ভরসা দিতে পারেনি, সে ব্যাপারে তিনি সুদৃঢ় মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বললেন, "India can not sit idle at such a time of crisis, depending upon Britain for her defence. We simply do not trust her capacity to defend us without our cooperation. And we shall not cooperate save as freemen. We must, therefore, defend ourselves and for this, we must first have our own freedom"। অর্থাৎ, এই রকম একটি সংকটের মুহূর্তে আমরা, অর্থাৎ ভারতীয়রা অলস হয়ে বসে থাকতে পারি না। আমাদের প্রতিরক্ষার জন্য ব্রিটেনের উপর নির্ভরশীল হওয়া কোনও মতেই অভিপ্রেত নয়। আমাদের সহযোগিতা ছাড়া ব্রিটেন যে আমাদের রক্ষা করতে পারবে না এটি সুনিশ্চিত। আর আমরা স্বাধীন না হলে সহযোগিতা করতে অপারগ। কাজেই আমাদের সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট। আমাদের নিজেদেরই সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং এর জন্য আমাদের স্বাধীনতা একান্তই প্রয়োজন। এছাড়া ওই সময়ের পরিস্থিতিতে অন্য কোনও বিকল্প পথ খোলা নেই। এছাড়া, আর একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, জাপানিদের সঙ্গে নিলে ব্রিটিশ বিরোধী অভিযান চালানোর পরিকল্পনা হচ্ছে, এমন কথা শোনা যেত। তাই প্যাটেল তাঁর ভাষণে এই অভিযোগ খারিজ করে পরিষ্কার বললেন যে, ভারতীয়রা জাপানিদের কর্তৃত্ব বা দাসত্ব চায় না। তারা ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগের কথাই বলছে। "We offered to fight shoulder to shoulder on equal terms along with the British, Americans and Chinese, but that evidently does not suit Britain.....why all this talk of free India as an act of grace?" এককথায় ব্রিটিশদের ভৃত্য হিসাবে ভারতীয়রা নিরাপত্তা চায় না। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যে ভারতীয়দের দমনের জন্য আমেরিকার

সহায়তা চেয়েছে, প্যাটেল এর তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। ভারতীয়দের সংগ্রাম ক্ষমতায় রাজনীতি করার জন্য নয়। এখানে অস্ত্র হতেই অহিংসা। এর দোষগুণ যাই থাকুক, এটাই বিগত বাইশ বছরে ভারতকে বিশ্বের দরবারে এক সুউচ্চ স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে। প্যাটেল বললেন, এই পথ থেকে আমরা কোনও মতেই সরে আসব না। যতদিন গান্ধীজী এই পটভূমিতে রয়েছেন, ততদিন তিনি আমাদের নেতৃত্বে থাকবেন এবং তাঁর নির্দেশিত পথই অনুসরণ করতে হবে। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে যে যে কর্মপদ্ধতি অনুসারে সংগ্রাম চালানো হয়েছে, সেগুলি সব অন্তর্ভুক্ত করা হবে। "Every one of us shall feel and behave as a citizen of free India"—গান্ধীজীর কথার প্রতিধ্বনি করে প্যাটেল বললেন আমরা প্রত্যেকেই এই মন্ত্রে দীক্ষিত হব এবং সবাই ভাববো ও আচরণ করবো এমনভাবে যে, মনে হয় আমরা সকলে স্বাধীন ভারতের নাগরিক। আর কোনও আলোচনার পথ নেই। এখন 'do or die'-এর শপথ। এভাবেই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

ওই সময়ের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখা যায়। দেশে ও বিদেশে এর নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। ব্রিটিশদের বক্তব্য ছিল যে, কংগ্রেসের এই আন্দোলনের জনভিত্তি নেই। ৯০ মিলিয়ন মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক, ৫০ মিলিয়ন হরিজন ও দেশীয় রাজ্যগুলিতে থাকা ৭০ মিলিয়ন লোকের বৃহদাংশই একে সমর্থন করে না। এছাড়া যারা চরমপন্থী তারা এবং কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন লোকেরা এর পিছনে নেই। এমন রটনা ব্রিটিশের প্রতি অনুগত প্রচার মাধ্যম ও নেতানেত্রীদের কথাবার্তায় প্রচলিত ছিল। এ ব্যাপারে প্যাটেলের সুতীক্ষ্ণ যুক্তি, যদি আন্দোলনের কোনও জনভিত্তি নাই থাকে, তাহলে এইরকম অবস্থায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মাথা ঘামাচ্ছে কেন? তবে একথাও সত্য যে, তদানীন্তন অখণ্ড ভারতে বেশ কয়েকটি দল গোষ্ঠী এই আন্দোলন সমর্থন করেনি। এদের মধ্যে রয়েছে মুসলিম লিগ ও হিন্দু মহাসভা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। এই আন্দোলনে অনুৎসাহী ছিল কমিউনিস্ট পার্টি ও দেশীয় রাজ্যসমূহের বৃহদাংশও। মুসলিম লিগের এই আতঙ্ক ছিল যে, ব্রিটিশরা তাড়াতাড়ি ভারত ছেড়ে চলে গেলে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় দ্বারা তাদের অত্যাচারিত হবার সম্ভাবনা তৈরি হবে। হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এক চিঠিতে (২৬ জুলাই, ১৯৪২) এর বিরোধিতা করেছিলেন (Letter from a Diary, O.U.P.)। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখলেন—"Shyama Prasad ended the letter with a discussion or the mass movement organised by the Congress. He expressed the apprehension that the movement would create internal disorder and will endanger internal security during the war by exciting popular feeling ..... In that letter he mentioned item-wise the steps to be taken for dealing with the situation ....." (History of Modern Bengal, O.U.P.). অর্থাৎ, শ্যামাপ্রসাদের আশঙ্কা ছিল যে, ওই আন্দোলন দেশে অস্থিরতা ও আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটাতে পারে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ওই সময় অবিভক্ত বাংলায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির হিন্দু মহাসভা, ফজলুল হক সাহেবের কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার চালাচ্ছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামের আর এক স্তম্ভ নেতাজী সুভাষ ভিন্ন পথের অনুসারী ছিলেন। বস্তুত, বিঠলভাই প্যাটেলের (যিনি সর্দার প্যাটেলের দাদা ছিলেন এবং বিদেশে সুইজারল্যান্ডে ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ২২ অক্টোবর প্রয়াত হন।) সঙ্গে এক সংযুক্ত বিবৃতিতে নিছক অহিংসা ও 'Passive Resistance'-এর মাধ্যমে যে স্বাধীনতা পাওয়ার পথে বিশেষ অগ্রগতি হবে না, এমন আভাস দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহে সুভাষচন্দ্র বসু ব্রিটিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে দেশ ছাড়েন এবং বিদেশে Indian National Army (INA)-র নেতৃত্বভার নিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। 'দিল্লি চলো' স্লোগান দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। সেই আলোচনা স্বতন্ত্র। এখানে এটুকু বললেই চলবে যে, নেতাজির উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতা অর্জন ও ক্ষমতার হস্তান্তর। তাঁর আহ্বান যে ভারতবর্ষে সাড়া ফেলে দিয়েছিল এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। তবে সুভাষচন্দ্রের এই প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি। মিত্রশক্তির কাছে পরাজয় হয়। যাইহোক, দেখা যাচ্ছে যে, বিদেশে থাকার সময় সুভাষচন্দ্র বিঠলভাই প্যাটেলের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়ে মত বিনিময় করেন। দু'জনে এক সংযুক্ত বিবৃতিতে বলেন—''Passive resistance would not succeed in achieving India's freedom and that more militant methods should be resorted to. Future history was to record how Subhas Bose carried out his militant programme and how at the head of the Indian National History he tried to defeat the forces of Imperialism on the field of battle'' (M.C. Chagla, Foreward to Vithalbhai Patel : Life and Times)।

অর্থাৎ, এক চরম প্রতিরোধ কর্মসূচি ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল হবে না। সুভাষচন্দ্র I.N.A.-এর প্রধান হিসাবে কীভাবে তাঁর কর্মসূচি যুদ্ধক্ষেত্রে রূপায়ণ করেছিলেন তার বিচার ভবিষ্যৎ ইতিহাসের উপর ছেড়ে দেওয়ার কথাই বোম্বে হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এম.সি. চাগলা বলেছেন। এখানে এটুকু বললেই চলবে যে, বিগত শতকের চল্লিশের দশকে ভারতবর্ষে এক টালমাটাল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। কষ্ট ও নিপীড়ন নীতি সত্ত্বেও, জনমানসে বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা উচ্চমাত্রায় পৌঁছে গিয়েছিল।

ওই সময়টাই ছিল মনুষ্যত্বের সংকটের কাল। তা সত্ত্বেও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানোকে মহাপাপ বলেছিলেন। গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়া নিঃসহায়কে নিপীড়িত করছে। প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে—এমত অবস্থায় মহাকবি বিশ্ববিধাতার দরবারে প্রশ্নবাণ ছুঁড়তেও দ্বিধা করলেন না—

'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছো ভালো?'

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে লেখা এই প্রশ্ন সেদিনের বিশ্বের নির্মম পরিমণ্ডলকে সূচিত করে।

এদিকে ওয়ার্ধায় কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির বিয়াল্লিশের ১৪ জুলাই-এর প্রস্তাবকে ঘিরে যথেষ্ট বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে, ওই প্রস্তাবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ স্বাধীনতা বা ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি না মানলে

'massive civil disobedence' শুরু করা হবে। এতে চক্রবর্তী রাজাগোপালচারি-সহ কংগ্রেসের কয়েকজন নেতা কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করার কথা বলেন। নেহরু ও মৌলানা আজাদ প্রথমে এই আন্দোলন সম্পর্কে সন্দিহান হলেও শেষপর্যন্ত গান্ধীজীর আহ্বানকে সমর্থন করলেন। একদিকে যুদ্ধের রণদামামা, যেখানে ব্রিটিশরা এক পক্ষে আবার অন্য দিকে ভারতীয়দের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা—এটি নিঃসন্দেহে একটি উভয় সঙ্কট, একটি dilemma। এর ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গান্ধীজী যে সমাধানের সূত্র বার করলেন তা অনেককে হতচকিত করলেও এর তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী ও নতুন যুগ সম্ভাবনার আহ্বায়ক। গান্ধীজীর যে আহ্বান—তাঁর ভাষায় 'An orderly British withdrawal from India' অর্থাৎ ভারত থেকে ব্রিটিশ শক্তির সুশৃঙ্খল প্রস্থান এক নতুন মন্ত্র দিল যেন। তিনি জনগণকে উদ্দীপিত করার জন্য বললেন, 'Every Indian who desires freedom and strives for it must be his own guide'। অর্থাৎ, প্রত্যেক ভারতীয় যারা স্বাধীনতালাভকে একটি মূল্যাবান অভীষ্ট লক্ষ্য বলে মনে করে তারা স্বয়ং নিজেদের পথ প্রদর্শক বা চালিকাশক্তি হবেন এবং নিজেকে স্বাধীন নাগরিক বলে মনে করবেন।

মুসলিম লিগ ভারত ছাড়ো আন্দোলন সমর্থন করেনি। এবং তারা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করতে লাগল। প্রদেশগুলিতে কংগ্রেস সদস্যরা আইনসভা থেকে সরে এলেন। ফলে বাংলা, সিন্ধুপ্রদেশ, North-West Frontier Province-এ মুসলিম লিগ ক্ষমতার অংশীদার হল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কংগ্রেসের আন্দোলনের উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিল। গান্ধীজীর আগস্ট ক্রান্তি ময়দানে ভাষণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বহু প্রথমসারির নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং অনেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত জেলে বন্দি থাকেন। অখণ্ড ভারতে ব্যাপক ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি পক্ষের সমর্থক তারা পেতে থাকে। যেমন, ভাইসরয় কাউন্সিল, মুসলিম লিগ, কমিউনিস্ট দলের অংশ, দেশীয় রাজ্যগুলি, সামরিক ও অসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা ও বণিক সমাজের এক অংশ। অপরদিকে ছাত্র ও যুব সমাজের একটি অংশ সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে চালিত পথের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। বিদেশে মার্কিন রাষ্ট্রপতি এফ. ডি. রুজভেল্ট ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইন্স্টন চার্চিলকে ভারতের দাবিদাওয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল হবার জন্য বলেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অবশ্য এটা মেনে নেয়নি। বরং একথা স্পষ্ট করেছিল যে, যা কিছু দাবিদাওয়া তা সব বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হলে বিচার করা বা মেনে নেওয়া যেতে পারে।

ওই সময়ে দেশের সামগ্রিক চিত্রটার কথা ভেবে দেখা যেতে পারে। গান্ধীজী সত্যাগ্রহ ও অহিংসার পথ ব্যবহার করার আবেদন করলেও বেশ কয়েকটি স্থানে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে। ব্রিটিশ সরকারের দমন ও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার ফলে দেশে অশান্তি ও আতঙ্কের আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। চোদ্দ হাজারের বেশি সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার হন। বিভিন্ন অঞ্চলে, যথা সাতারা, তালচের, তমলুক, কাঁথি প্রভৃতি স্থানে এই আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। মেদিনীপুর জেলায় কয়েকটি এলাকায় বিকল্প স্বাধীন সরকার গঠিত হয়। সেখানে ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ওই প্রশাসন কাজ চালিয়েছিল। উত্তরপ্রদেশে বালিয়া অঞ্চলে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই বিদ্রোহে জেলখানা খুলে দেওয়া হয় ও বহু কংগ্রেস নেতা ও কর্মী মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের পক্ষে বিদ্রোহ দমন করে তাদের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে বেশ কয়েক সপ্তাহ সময় লেগেছিল। বাংলায় যুদ্ধ কর বসানোর বিরুদ্ধে কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। জোর করে চাল বাইরে পাঠাতে বাধ্য করার জন্য প্রতিরোধ জোরদার হয়। এতে গ্রামীণ বাংলায় ভারত ছাড়ো আন্দোলন ভিন্নতর মাত্রা পায়। গুজরাটে সৌরাষ্ট্র অঞ্চলেও আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে।

সামগ্রিক ঘটনা পরম্পরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করলে যে চিত্র ফুটে ওঠে, তাতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, আন্দোলনটি বৃথা যায়নি। একটি বিরাট সাফল্য হল, কংগ্রেস নেতৃত্ব ও সমগ্র দেশবাসী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এককাট্টা হল এবং এই বিরোধী মনোভাবের সঙ্গে যোগ হল স্বাধীনতা পাবার জন্য উদগ্র ও অদম্য ইচ্ছা। আন্দোলন হরতাল, মিছিল, জনসভা, ধর্না নানা জায়গায় অহিংসার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের প্রতীক যথা, রেলওয়ে স্টেশন, আদালত প্রাঙ্গণ, পুলিশ স্টেশন প্রভৃতি স্থানে আন্দোলনকারীরা ধ্বংসাত্মক কর্মে লিপ্ত হয়েছিল। কোনও কোনও জায়গায় রেলওয়ে লাইন, টেলিগ্রাফ লাইন উড়িয়ে দেওয়া হয়। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, বাংলা, বোম্বাই, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বালিয়া, তমলুক, সাতারা, ধারওয়ার, বালেশ্বর এবং তালচের ব্রিটিশ শাসনের কবল থেকে মুক্ত হয় এবং আন্দোলনকারীরা নিজস্ব শাসন কায়েম করে।

দমনমূলক ব্যবস্থা যেমন একদিকে জনমানসে ক্ষোভ সৃষ্টি করে, তেমনি অপরদিকে প্রতিজ্ঞা সুদৃঢ় করে। দেখা গেল নেতাদের মধ্যে যাঁরা গ্রেপ্তার এড়াতে পেরেছিলেন, তাঁরা সকলে গোপন আবাসে চলে যান। তাঁদের মধ্যে জয়প্রকাশ নারায়ণ, এস.এম. যোশী, অরুণা আসফ আলি, রামমনোহর লোহিয়া, অচ্যুত পটবর্ধন এবং সুচেতা কৃপলানির নাম উল্লেখযোগ্য। নিপীড়নমূলক আইনি ব্যবস্থা চালু থাকা সত্ত্বেও এই জাগ্রত ইচ্ছাশক্তিকে দমন করা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে অসাধ্য হয়ে উঠল বলা যায়। ১৯৪৪-এ গান্ধীজী জেলমুক্ত হবার পরেও প্রতিরোধ এবং একুশ দিনের অনশন চালিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল ঠিকই কিন্তু বিশ্বের চেহারা বদলে গেল। ব্রিটিশ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেও ব্যাপক পরিবর্তন এল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বিশ্বে এবং ভারতে ঘটনা পরম্পরার প্রবাহে বুঝতে পারল যে, শেষ পর্যন্ত ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন চালিয়ে যাওয়া দীর্ঘমেয়াদে অসম্ভব। তখন নেতৃত্ব (Clement Richard Attlee ১৯৪৫-এ ক্ষমতায় এলেন) সম্মানের সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ ভাবতে শুরু করল।

পাঁচ বছর পরে ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট সেই অনিবার্য পরিণতি ঘটল। ভারত ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হল এক বিশাল ও স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি করে। ভারত ছাড়ো আন্দোলন নানা অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও একটি মাইলফলক হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

আগস্ট আন্দোলনের ধারা বিশ্লেষণে এর বহুমাত্রিকতার বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়ে। মনে হয় নানা চড়াই-উৎরাই ও সুরের বিস্তার, বৈচিত্র্য নিয়ে দেশরাগে বাঁধা একটি অনবদ্য সঙ্গীত। কালের সীমা ছাড়িয়ে এর প্রাসঙ্গিকতা ও আবেদন অটুট।❑

আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সিসল চাষ

ড. সিতাংশু সরকার

মধ্যভারতের মালভূমি অঞ্চলের আদিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা স্বাধীনতার সত্তর বছর পরেও খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। উপরন্তু জলবায়ুর স্থায়ী পরিবর্তনের ফলে প্রথাগত কৃষিতে উৎপাদন ও মুনাফা দুই-ই নিম্নমুখী। এই অবস্থায় আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে নতুন পন্থা পদ্ধতিকে হাতিয়ার করতে হবে। যেহেতু তারা এখনও জীবিকা নির্বাহের জন্য চাষের উপরই বেশি নির্ভরশীল, তাই বিশেষ জোর দিতে হবে শস্যের ফলন ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানো ও অপ্রথাগত থেকে নতুন শস্যের চাষে। যার সার্থক উদাহরণ 'সিসল'।

ভারতের আদিবাসী (তপশিলি উপজাতি তালিকাভুক্ত জন-সমাজ) সম্প্রদায়ের মানুষের বেশির ভাগের বাস সাধারণত দু'টি অঞ্চলে। প্রথমত, উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে এবং দ্বিতীয়ত, মধ্য ভারতীয় মালভূমি অঞ্চলে। মধ্য ভারতের এই রাজ্যগুলি হল—ঝাড়খণ্ড, ছত্রিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা (পশ্চিমাঞ্চল) এবং পশ্চিমবঙ্গ (পশ্চিমাঞ্চল)। একথা অনস্বীকার্য যে স্বাধীনতার সত্তর বছর পরেও আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি আশানুরূপ হয়নি। ছত্রিশগড়, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ এবং ওড়িশার গ্রামীণ জনসংখ্যার বড়ো অংশ (২৫.৭ থেকে ৩৬.৯ শতাংশ) আদিবাসী (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)। এর মধ্যে মধ্যপ্রদেশে ১৯-টি, ওড়িশায় ১৪-টি এবং ঝাড়খণ্ড ও ছত্রিশগড়ের ১৩-টি করে জেলায় আদিবাসীদের জনসংখ্যা শতকরা ২৫ ভাগের বেশি।

এই রাজ্যগুলির আদিবাসীদের গড় শিক্ষার হার এখনও সর্বসাধারণের তুলনায় অনেকটাই কম। অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, আদিবাসীদের সিংহভাগ এখনও দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা আদিবাসীদের শতকরা অংশভাক ওড়িশায় সব থেকে বেশি ৭৫.৬ শতাংশ; তারপরে মধ্যপ্রদেশে ৫৮.৬ শতাংশ; ছত্রিশগড়ে ৫৪.৭ শতাংশ; ঝাড়খণ্ডে ৫৪.২ শতাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৪২.৪ শতাংশ—যা কিনা পিছিয়ে পড়া অবস্থাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়। জোতের মাপ অনুযায়ী এই মালভূমি অঞ্চলের গ্রামীণ আদিবাসী কৃষকদের বেশিরভাগই প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষি (সারণি-২ দ্রষ্টব্য)। এই আদিবাসীরা, যারা কৃষির সঙ্গে যুক্ত, তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই প্রকৃত কৃষক। বাকি বেশিরভাগই কৃষি-শ্রমিক হিসাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। গ্রামীণ অঞ্চলে মোট কর্মসংস্থানের সিংহভাগই কৃষি-শ্রম থেকে আসে। এই কৃষি-শ্রমের দ্বারা কর্মসংস্থানের পরিমাণ ছত্তিশগড়ে ৭৩.৪ ভাগ, মধ্যপ্রদেশে ৬৮.৭ ভাগ, ওড়িশায় ৬৪.৯ ভাগ, ঝাড়খণ্ডে ৬১.১ ভাগ ও পশ্চিমবঙ্গে ৫৮.৮ ভাগ।

আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নয়ন না হওয়ার পিছনে অন্যান্য কারণের সঙ্গে কৃষিতে নিম্ন উৎপাদনশীলতা বিশেষভাবে দায়ি। এই অঞ্চলে সেচ-সেবিত জমির পরিমাণ কম এবং বৃষ্টি-নির্ভর খরিফ চাষ প্রচলিত এবং অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কেবলমাত্র ধান বা ওই জাতীয় তণ্ডুল শস্যের চাষ করার ফলে ফলন অনেকটাই কম। তাছাড়া জলবায়ুর ক্রমাগত পরিবর্তন, অন্যান্য অঞ্চলের মতোই (বা কিছু ক্ষেত্রে বেশি প্রকট) এই অঞ্চলকেও বেশি বেশি উষ্ণ করে তুলেছে। সেই সঙ্গে বৃষ্টিপাতও ক্রমশ অনিয়মিত হওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। প্রায়ই লক্ষ্য করা গেছে, টানা বেশ কিছুদিন বৃষ্টিহীন চলার পরে, অল্প সময়ের ব্যবধানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে। এই অঞ্চলের

[লেখক ব্যারাকপুরে অবস্থিত ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় পাট ও সহযোগী তন্তু অনুসন্ধান সংস্থার প্রধান বিজ্ঞানী (শস্য বিজ্ঞান) এবং প্রধান, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ। ই-মেল : sitangshu.sarkar@icar.gov.in]

সারণি-১
আদিবাসী জনসংখ্যার পরিসংখ্যান : শতকরা ভাগ, শিক্ষিতের হার ও অর্থনৈতিক অবস্থা

রাজ্য	মোট গ্রামীণ জনসংখ্যায় আদিবাসী জনসংখ্যার শতকরা ভাগ	শতকরা ২৫ ভাগের বেশি আদিবাসী জনসংখ্যা বিশিষ্ট জেলার সংখ্যা	শিক্ষিতের হার		দারিদ্র্যসীমার নিচে গ্রামীণ জনসংখ্যা	
			সাধারণ	আদিবাসী	আদিবাসী	অন্যান্য
ওড়িশা	২৫.৭	১৪	৭২.৯	৫২.২	৭৫.৬	২৩.৪
ঝাড়খণ্ড	৩১.৪	১৩	৬৬.৪	৫৭.১	৫৪.২	৩৭.১
ছত্রিশগড়	৩৬.৯	১৩	৭০.৩	৫৯.১	৫৪.৭	২৯.২
মধ্যপ্রদেশ	২৭.২	১৯	৬৯.৩	৫০.৬	৫৮.৬	১৩.৪
পশ্চিমবঙ্গ	৭.৮	০	৭৬.৩	৫৭.৯	৪২.৪	২৭.৫
ভারত	—	—	৭৩.০	৫৯.০	৪৭.৩	১৬.১

সূত্র : স্ট্যাটিসটিক্যাল প্রোফাইল অব সিডিউল্ড ট্রাইব্স ইন ইন্ডিয়া, ভারত সরকার, ২০১৩

মাটি এবং আঞ্চলিক ঢাল অল্প সময়ের মধ্যে হওয়া বৃষ্টির জলকে মাটির গভীরে প্রবেশ করানোর উপযুক্ত নয়। ফলে সেই বৃষ্টিপাতের বেশির ভাগটাই ভূগর্ভস্থ জলস্তরে পৌঁছতে পারে না বা সহজে বলা যায় কোনও কাজে লাগে না, বরং মাটি ক্ষয়ের বা ভূমি ধসের কারণ হয়। বিজ্ঞানীরা জলবায়ুর দীর্ঘ দিনের বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে জানিয়েছেন যে ভারতে তাপমাত্রার গড় বৃদ্ধি ২০২০ সালে ১.৮১ ডিগ্রি, ২০৫০ সালে ২.৮৭ ডিগ্রি এবং ২০৮০ সালে ৫.৫৫ ডিগ্রি বা তারও বেশি হবে। তাপমাত্রার এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রভাব সারা দেশের সঙ্গে এই মধ্য ভারতীয় মালভূমি অঞ্চলে আরও বেশি করে প্রকট হবে এবং এর কুপ্রভাবে কৃষির ফলন কমবে ও চাষ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মধ্য ভারতের মালভূমি অঞ্চলের আদিবাসীরা ইতোমধ্যেই আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে আছে; তাছাড়া পরিবর্তিত জলবায়ুতে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার আরও অবনতি হবার আশঙ্কা থাকছে। গ্রামীণ আদিবাসীদের প্রচলিত কৃষিতে সময়োপযোগী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার এবং তার সঙ্গে অপ্রচলিত ফসলের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে হবে, যা কিনা পরিবর্তিত জলবায়ুতে খাপ খাইয়ে যথেষ্ট উৎপাদন দেবে এবং চাষিদের মুনাফা বাড়াবে। এই ধরনের নতুন পদ্ধতির এবং নতুন ফসলের চাষ ভিন্ন গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনতি রোধ করা যাবে না। ফলস্বরূপ আদিবাসীরা অর্থনৈতিকভাবে ক্রম অবনতির দিকে এগিয়ে যাবে, অর্থনৈতিক অসাম্য সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্ম দিতে পারে। এই অনভিপ্রেত পরিস্থিতি থেকে মধ্য ভারতীয় মালভূমি অঞ্চলের আদিবাসীদের বাঁচাতে-পরিবর্তিত জলবায়ুতে এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে সিসল চাষ এবং সিসল তন্তু উৎপাদনের কথা ভাবা যেতে পারে। প্রকৃত অর্থে সিসল, এই অঞ্চলের জন্য নতুন কোনও উদ্ভিদ নয়। এই অঞ্চলে বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে সিসল প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে বেঁচে আছে এবং এখানকার চাষিরা এর চাষও করেন। তবে এই ফসলের চাষ পুরোপুরিভাবে অযত্ন ও অবহেলায় করা হয়।

এখানে সিসলের পরিচয় সম্বন্ধে দু' একটা কথা বলা দরকার। সিসল, এসপ্যারাগাছি উদ্ভিদ পরিবারভুক্ত, বহু বর্ষজীবী মরু উদ্ভিদ, যার তলোয়ারের মতো শক্ত লম্বা পাতা থেকে তন্তু নিষ্কাশন করা হয়। ভারতে বিভিন্ন ধরনের সিসল পাওয়া যায়, তবে এ্যাগেভ সিসলানা, এ্যাগেভ ক্যান্টালা ইত্যাদিই প্রধান। স্থানীয় ভাষায় সিসলের বিভিন্ন নাম চালু আছে। ওড়িয়া ভাষায় সিসলকে 'মোরবা' বা 'মোরাব্বা' বা 'হাতিবেড়া'; দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায় 'কাট্টালাই' বা 'কাখাড়া'; উত্তর ভারতে 'রামবাঁশ' ইত্যাদি নাম প্রচলিত আছে। পরিবর্তিত ও উষ্ণ জলবায়ুতে সিসল সহজেই চাষ করা যায় এবং উচ্চ উৎপাদনশীলতা বজায় থাকে। সিসল যথেষ্ট গরম আবহাওয়া সহ্য করতে পারে, চাষ করতে কোনও জলসেচের প্রয়োজন হয় না (বৃষ্টি নির্ভর চাষ)। এই চাষে পুরো জমিতে লাঙ্গল দিয়ে মাটি আলগা করতে হয় না (ছোটো ছোটো গর্ত করে চারা লাগানো হয়) ফলে মাটি ক্ষয়ের আশঙ্কা নেই, বরং লাইন করে সিসল লাগালো তা জমিতে বৃষ্টির জলের স্রোতের দ্বারা সৃষ্ট মাটির ক্ষয় রোধ করে এবং বৃষ্টির জল মাটির গভীরে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। সিসল চাষের জন্য উর্বর জমির প্রয়োজন হয় না বরং অনেক ক্ষেত্রেই পতিত এবং অন্য ফসলের চাষের অনুপযুক্ত জমিতেও সিসল সাফল্যের সঙ্গে চাষ করা যায়। সিসলের পাতায় মোম জাতীয় জৈব পদার্থের স্বাভাবিক প্রলেপ থাকার ফলে, এই ফসল কীটশত্রু ও রোগ দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয় না। সেজন্য এই চাষে কৃষি বিষের ব্যবহার হয় না বা নগণ্য, তাই বলা যায় এই ফসলের চাষ প্রকৃতিকে দূষিত করে না।

ভারতে সিসল চাষের বর্তমান অবস্থা

ভারতে সিসল চাষের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ সঠিকভাবে নিরূপণ করা মুশকিল। তবে বেশ কয়েক বছর আগে প্রকাশিত

সারণি-২
জোতের পরিমাণ ও কর্মসংস্থানের ভিত্তিতে আদিবাসীদের অবস্থান

রাজ্য	জোতের পরিমাণ অনুযায়ী আদিবাসীদের শতকরা ভাগ		গ্রামীণ প্রান্তিক কর্মসংস্থান (মোট কর্মসংস্থানের শতকরা ভাগ)			
			কৃষক		কৃষি-শ্রমিক	
	প্রান্তিক	ক্ষুদ্র	আদিবাসী	সাধারণ	আদিবাসী	সাধারণ
ওড়িশা	৬৬.৬১	২৩.৫৫	৫.০০	১২.০৬	৬৪.৯৫	১৯.৭৪
ঝাড়খণ্ড	৬০.৮৬	১৭.৭৫	৩.২৮	২৮.৮৮	৬১.০৬	১৬.৯২
ছত্তিশগড়	৪৫.২৫	২৫.১৬	১.২৯	২৪.৫৪	৭৩.৩৮	৮.৫১
মধ্যপ্রদেশ	৪২.০৩	২৮.৭২	৩.৫১	১৮.৩৭	৬৮.৭১	১৫.৪৪
পশ্চিমবঙ্গ	৮৩.৯৫	১২.৮৮	১০.৪৩	১০.০৭	৫৮.৭৬	৩১.৮৮
ভারত	৫৩.৯০	২৩.৯৯	৫.০৩	১৯.১৫	২৭.০৬	৫৯.৭০

সূত্র : স্ট্যাটিসটিক্যাল প্রোফাইল অফ সিডিউল্ড ট্রাইব্স ইন ইন্ডিয়া, ভারত সরকার, ২০১৩

সারণি-৩
মধ্য ভারতীয় মালভূমি অঞ্চলের সিসল চাষের সম্ভাবনাময় আদিবাসী অধ্যুষিত জেলাসমূহ

রাজ্য	জেলা
ওড়িশা	সুন্দরগড়, ঝারসুগুদা, সম্বলপুর, বরগড়, বোলাঙ্গির, কালাহাণ্ডি, কোরাপুট, মালকানগিরি
ঝাড়খণ্ড	রাঁচি, লোহারডাগা, গুমলা, পশ্চিম সিংভূম, গাড়ওয়া, পালামু
ছত্তিশগড়	দানেওয়াড়া, বাস্তার, সুকমা
মধ্যপ্রদেশ	ঝাবুয়া, মাণ্ডলা, দিন্দোরী, বারওয়ানি
পশ্চিমবঙ্গ	বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর

সিসলের জরিপ সম্বন্ধীয় একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ভারতে সিসলের চাষের মোট জমির পরিমাণ মাত্র ৪৩৩১ হেক্টর। যার বেশির ভাগটাই ওড়িশাতে (২১৯৭ হেক্টর), এছাড়াও মহারাষ্ট্র (৭২৬ হেক্টর), অন্ধ্রপ্রদেশ (৬৩২ হেক্টর), পশ্চিমবঙ্গ (৪১৬ হেক্টর), ঝাড়খণ্ড (৩৩৩ হেক্টর) ও মধ্যপ্রদেশ (২৭ হেক্টর) সিসল চাষ হয়। ভারতে সিসল মুখ্য ফসল হিসাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে সংগঠিতভাবে চাষ করা হয় না। বরং আদিবাসী মানুষেরা বিচ্ছিন্নভাবে কিছুটা তাদের ব্যবহার্য তন্তুর জন্য, কখনও মূল ফসলের জমির চারধারের বেড়া হিসাবে (সিসলের পাতায় কাঁটা থাকায়) লাগান। তবে গত কয়েক দশক ধরে সিসল বিষয়ে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি এবং অ-সরকারি সংস্থার উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে ভারতে সিসলের চাষের মোট জমির পরিমাণ মাত্র ২২০০ থেকে ২৮০০ হেক্টরের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং এর থেকে তন্তু উৎপাদন হয় ১৪৩০-১৮২০ টনের কাছাকাছি।

ভারতে সিসল চাষের উন্নয়নের কিছু উদ্যোগ

কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারগুলি, অ-সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাগুলি তাদের নিজ নিজ এক্তিয়ার ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী সিসলের চাষের উন্নয়নের চেষ্টা করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি বিভাগের অধীনস্ত সংস্থা, ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ, ওড়িশার সম্বলপুরে ১৯৬২ সাল থেকে সিসল গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে সিসল বিষয়ে গবেষণা, বিকাশ ও চাষের প্রসারের কাজে নিয়োজিত আছে। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের উপজাতি উপ-পরিকল্পনার (Tribal Sub Plan) অর্থানুকুল্যে এবং সিসল গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যে সিসলের চাষের প্রসারের চেষ্টা করছে। বর্তমান লেখক প্রায় চার বছরের (২০০৮-২০১২ সাল) বেশি সময় ধরে ওড়িশার ওই সিসল গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান হিসাবে সিসল গবেষণা ও প্রসারের কাজে নিযুক্ত থেকে মালভূমি অঞ্চলের অনেক জায়গাতেই আদিবাসীদের সঙ্গে সরাসরি কাজ করেছেন এবং তার ফলে সিসলের চাষের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ বেড়েছে। ওড়িশার রাজ্য সরকারও তাদের মৃত্তিকা সংরক্ষণ বিভাগের মাধ্যমে, প্রধানত মাটি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সিসল চাষ/ রোপণ, প্রতিপালন করে। ওড়িশাতে এই সরকারি বিভাগের বেশ কয়েকটি সিসল খামার আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—নীলডুংরি, বেলডুংরি, বড়োগাঁও, ইতমা, সুন্দরগড়, রাজগাঙ্গপুরের খামারগুলি। পশ্চিমবঙ্গের লাল (ল্যাটেরাইট) মাটি অঞ্চলে—যেমন, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে—সিসল বিষয়ে সরকারি স্তরে কিছু কর্মকাণ্ডের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বীরভূমের রাজনগর সিসল ফার্ম, কেলেঘাই সিসল গবেষণা কেন্দ্র, পশ্চিম মেদিনীপুরের আবাস সিসল ফার্ম সেই প্রচেষ্টার নিদর্শন। তবে বিভিন্ন কারণে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের এই সিসল খামারগুলি সক্রিয় অবস্থায় নেই বললেই চলে। ছত্তিশগড় সরকারের বন উন্নয়ন পর্ষদ, সিসল চাষ ও ব্যবহারের মাধ্যমে আদিবাসীদের কর্মসংস্থান ও আর্থিক উন্নয়নের চেষ্টা করছে। এই রাজ্যের বস্তার ও রাজনন্দগাঁও জেলায় সিসাল চাষ শুরু হয়েছে এবং সিসল চাষিরা সমবায়ের মাধ্যমে সিসলের উৎপাদন ও বিক্রি নিয়ন্ত্রণ করেন। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে বেশকিছু বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তি সিসল চাষের মাধ্যমে মুনাফা করতেন। তবে স্বাধীনতার পরে এবং ওই ব্যক্তিদের নিজস্ব কারণে সিসল চাষে ভাটা পড়ে। ইদানিং আবার কিছু অ-সরকারি সংস্থা সিসল চাষে উৎসাহ দিচ্ছে। যেমন, ওড়িশার কোরাপুট সিসল বিকাশ পরিষদ, কোরাপুট, কাকিরগুমা, নন্দপুর, মুচকুন্দ ইত্যাদি অঞ্চলে সিসল চাষ করে সাফল্য পেয়েছে। জব্বলপুর জেলার কিছু অ-সরকারি সংস্থা, তাদের চাষি সদস্যদের সিসল চাষের প্রশিক্ষণ এবং সিসলের উন্নত গুণমানের চারাও বিতরণ করেছে। আশার কথা যে দিল্লিতে সিসলজাত সামগ্রীর উৎপাদন ও রপ্তানির জন্য একটি বেসরকারি সংস্থা তৈরি হয়েছে। তবে এই বিচ্ছিন্ন অথচ সাধু প্রচেষ্টাগুলিও ভারতের মতো বিশাল দেশের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই

সারণি-৪
আদিবাসী অঞ্চলে সিসল চাষের অর্থনৈতিক খতিয়ান (হাজার টাকা/প্রতি হেক্টরে)

খাত	প্রথম বছর	দ্বিতীয় বছর	তৃতীয় বছর	চতুর্থ বছর	পঞ্চম বছর	ষষ্ঠ বছর	সপ্তম বছর	অষ্টম বছর	গড়
জনমজুর ও ভাড়া	২০.১	১১.৮	২২.৮	২০.৪	১৯.৬	১৮.৮	১৭.৬	১৬.৪	১৭.৪
চাষের সরঞ্জামের খরচ	১৬.৫	৫.২	৫.২	৫.০	৫.০	৫.০	৫.০	৫.০	৬.৫
চাষের মোট খরচ	**৩৬.৬**	**১৭.০**	**২৮.০**	**২৫.৪**	**২৪.৬**	**২৩.৮**	**২২.৬**	**২১.৪**	**২৪.৯**
সিসলের ফলন (কুইন্ট্যাল হেক্টর)	০	০	১২.০	১৫.০	১৫.০	১৩.০	১০.০	৮.০	১২.২
উৎপাদিত সিসলের মূল্য	০	০	৭২.০	১০৫.০	১০৫.০	৯১.০	৬৫.০	৪৮.০	৮১.০
অন্তর্বর্তী ফসলের মূল্য	৩০.০	৩০.০	৩০.০	—	—	—	—	—	—
মোট আয়	৩০.০	৩০.০	১০২.০	১০৫.০	১০৫.০	৯১.০	৬৫.০	৪৮.০	৭২.০
নিট লাভ	**–৬.৬**	**১২.৯**	**৭৩.৯**	**৭৯.৬**	**৮০.৪**	**৬৭.২**	**৪২.২**	**২৬.৬**	**৪৭.১**

চিত্র-১
ভারতে সিসলের আমদানির পরিমাণ (টন)

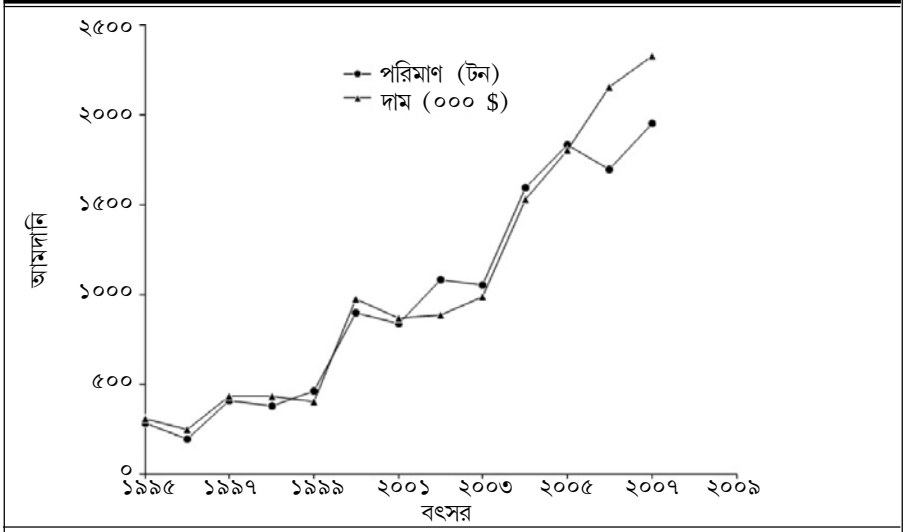

সূত্র : এফ.এ.ও. স্ট্যাটিসটিক্স

এখনও ভারতের সিসলের মোট চাহিদার বেশিরভাগটাই আমদানি করতে হয়।

সিসলের আমদানি এবং দাম

ভারতে সিসলের অভ্যন্তরীণ চাহিদা কম করেও ১০-১৫ হাজার টন বা আরও বেশি। অথচ দেশে উৎপাদন হয় মাত্র ২ হাজার টন। এই ফারাকটা পূরণ করা হয় সিসল তন্তু আমদানির মাধ্যমে (চিত্র-১ দ্রষ্টব্য)। ভারতে সিসল (HS Code : 5305) আমদানি হয়ে থাকে তাঞ্জানিয়া, মাদাগাস্কার, ব্রাজিল ও কেনিয়া থেকে তুতিকোরিণ, কলকাতা, কোচিন, চেন্নাই ইত্যাদি বন্দরের মাধ্যমে (http://www.cybex.in)। গত ১৯৯৫ সালে ভারতে সিসলের আমদানির পরিমাণ ছিল ২৮৪ টন, পরে ২০০৭ সালে তা বেড়ে হয়েছিল ১৯৫১ টন। আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই সিসলের আমদানি ২০ হাজার টন ছাড়িয়ে যাবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

এই বিপুল পরিমাণ সিসল তন্তু আমদানি করতে অনেক বেশি বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হবে। পরীক্ষায় প্রমাণিত যে ভারতীয় সিসল তন্তুর গুণমান, বিদেশ থেকে আমদানি করা সিসলের থেকে ভালো। ভারতে সিসলের দাম আগে কম থাকলেও বর্তমানে এর যথেষ্ট ভালো দাম (চিত্র-২ দ্রষ্টব্য) পাওয়া যাচ্ছে। ফলে চাষিরা লাভবান হচ্ছেন। যদিও বিদেশ থেকে আমদানি করা সিসল তন্তুর দামের (১৮০ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম) থেকে ভারতে উৎপাদিত সিসল তন্তুর দাম এখনও তুলনামূলকভাবে কম (৭০-৮০ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম)। যেহেতু চাহিদা অনুযায়ী সিসলের জোগান এ দেশে খুবই কম, তাই মিল মালিকেরা বেশি অর্থ ব্যয় করেও এই তন্তু আমদানি করেন। একথা নিঃসন্দেহ হয়ে বলা যায় যে, এ দেশে সিসল তন্তুর চাষ আরও ব্যাপকভাবে; বিশেষত মধ্য ভারতীয় মালভূমি অঞ্চলের জেলাগুলিতে আদিবাসী মানুষদের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে করা প্রয়োজন। যে যে আদিবাসী অধ্যুষিত জেলায় এই সিসল চাষ ব্যাপকভাবে হতে পারে তাদের তালিকা দেওয়া হল সারণি-৩-এ।

উন্নত পদ্ধতিতে সিসল চাষের মাধ্যমে আদিবাসী চাষির অর্থনৈতিক উন্নয়ন

কিছু কিছু আদিবাসী চাষি প্রথাগতভাবে, তাও খুবই কম জমিতে সিসল চাষ করেন এবং ফলন হয় গড়ে মাত্র ৩০০ কিলোগ্রাম/হেক্টর হিসাবে। এতে চাষির অর্থনৈতিক কোনও সুরাহা হয় না। তাই উন্নত বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে সিসল চাষ করতে হবে। নিচু জমিতে প্রথাগত ফসল, যেমন ধান ও অন্যান্য তণ্ডুলজাতীয় ফসল এবং অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে লাইন করে জোড় দ্বিসারি (Double Row Planting) পদ্ধতিতে সিসলের চারা লাগানো, সুপারিশ মতো জৈব ও অজৈব (ও অনুখাদ্য) সারের সুষম ব্যবহার, চারা লাগানোর প্রথম দুই বছর অন্তর্বর্তী ফসল হিসাবে অল্প দিনে তোলা যায় এমন ডালশস্যের চাষ ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা করতে পারলেই সিসলের উৎপাদন প্রতি হেক্টরে ১৫০০ কিলোগ্রাম পাওয়া যাবে। যদি কোনও অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন চাষি, ফোঁটা সেচ (ড্রিপ) পদ্ধতির ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে সিসলের ফলন হেক্টরে ২৫০০ কিলোগ্রামের থেকেও বেশি হতে পারে; যা অত্যন্ত লাভজনক বলে ধরে নেওয়া যায়। তবে হেক্টর প্রতি ১৫০০ কিলোগ্রাম ফলনেও যথেষ্ট লাভ হবে। একবার সিসল রোপন

চিত্র-২
ভারতে সিসলের দামের পরিবর্তন (টাকা/টন)

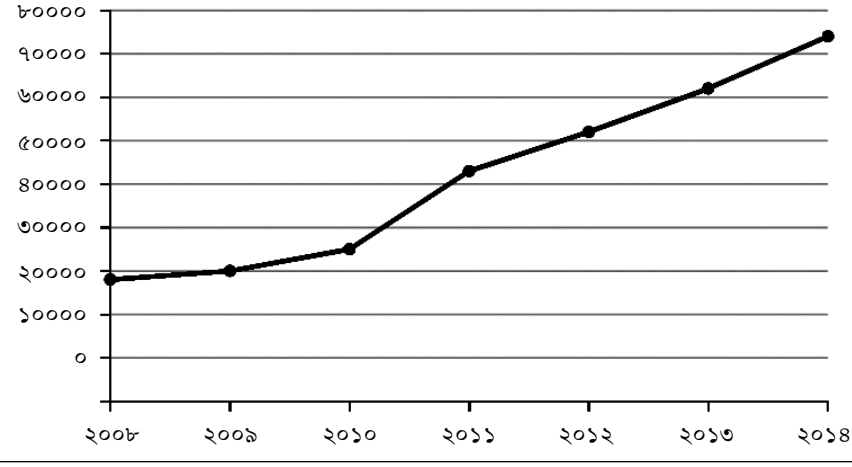

সূত্র : এফ.এ.ও.আর.-ক্রিজাফ

করলে ওই জমিতে ৮-৯ বছর পর্যন্ত সিসল থাকবে ও ফলন দেবে। প্রতি বছরের গড় হিসাবে হেক্টর প্রতি ৪৭ হাজার টাকা লাভ একজন আদিবাসী চাষিভাই সহজেই পেতে পারেন (সারণি-৪ দ্রষ্টব্য)। এই মালভূমি অঞ্চলের কম উর্বর ঢালু জমি, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, উষ্ণ আবহাওয়া, ক্রমাগত ভূমিক্ষয় ইত্যাদি প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সিসলের উৎপাদন অবশ্যই লাভজনক হবে।

কিন্তু এই পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র প্রচলিত ফসলের উপর নির্ভরশীল হলে চাষিদের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি রোধ করা যাবে না। উন্নত পদ্ধতিতে সিসল চাষের সঙ্গে সঙ্গে, সিসল চাষিরা এলাকাভিত্তিক সিসল সমবায় তৈরি করতে পারেন, যার ফলে সিসল পাতা থেকে উন্নত যান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বারা তন্তু নিষ্কাশনের সুযোগ গ্রহণ, সিসল তন্তুর গাঁট তৈরি (বেইলিং) এবং এই সমবায়ের মাধ্যমে তন্তু একত্রিত করে উচ্চ দামে বিক্রির ব্যবস্থা করা যাবে।

অন্যান্য সামাজিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণজনিত লাভ

আদিবাসীরা সিসল চাষের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে সরাসরি লাভবান তো হবেনই, সেই সঙ্গে এই ফসলের চাষের ফলে অন্যান্য আনুষঙ্গিক লাভও পাওয়া যাবে। সিসল থেকে আদিবাসীদের আয়ের পথ মসৃণ হলে, বন সম্পদের উপর আদিবাসী জনগণের চাপ স্বভাবতই কমবে। সিসল তন্তু এবং বর্জ্য কাগজের মণ্ড তৈরিতে বিশেষ উপযোগী। তাই সিসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাগজের জন্য গাছ কাটার দরকার কমে আসবে এবং প্রত্যক্ষভাবেই বনাঞ্চল সংরক্ষণে সাহায্য হবে। সিসল শিকড়ের বিস্তৃত জালের

মাধ্যমে মৃত্তিকা সংরক্ষণে সাহায্য করে এবং ভূমিক্ষয় রোধ করে। সিসল চাষ ও সিসল তন্তু ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প তৈরি হবে। ফলে সরাসরিভাবে কর্মসংস্থান বাড়বে। সিসল তন্তুর মূল্য সংযোজক বিভিন্ন ছোটো ও মাঝারি শিল্প তৈরি হবে, যারা সিসলের নানা মাপের দড়ি, গৃহস্থালি ও শিল্পে ব্যবহৃত ব্রাশ, সাইকেলের চাকার ফুল, ঘর সাজানোর জিনিস, পাপোশ ইত্যাদি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে তৈরি করবেন ফলে গ্রামীণ আদিবাসী মহিলারা অর্থনৈতিকভাবে বহুলাংশে স্বাধীন হতে পারবেন।

উপসংহার

মধ্য ভারতের মালভূমি অঞ্চলের পরিবর্তিত উষ্ণ জলবায়ু, কম ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাত এবং ভূমিক্ষয়ের মতো অসুবিধা সত্ত্বেও সিসলের উৎপাদন বজায় থাকে আর সেই সঙ্গে সিসল প্রাকৃতিক সম্পদ (মাটি, জল ইত্যাদি) সংরক্ষণে সাহায্য করে। তাই পরিবর্তিত জলবায়ুতে আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সিসলের ভূমিকা অপরিসীম। সিসল চাষ আদিবাসী এবং নিম্নবর্গীয় অন্যান্য চাষিদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক দৃঢ় এবং অপরিহার্য পদক্ষেপ। এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে সম্পদের সুষম বণ্টন হবে যা আর্থ-সামাজিক অস্থিরতা দূর করে আদিবাসীদের উন্নয়নের মূল ধারায় সামিল করতে সক্ষম হবে।❑

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী

সকলের জন্য আবাসন

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

জাতীয় মুনাফাবাজি প্রতিরোধক কর্তৃপক্ষ

সদ্য চালু হওয়া পণ্য পরিষেবা কর (জি এস টি) আইনের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল মুনাফাবাজি প্রতিরোধক ব্যবস্থা। জি এস টি-র ছুতোয় কোনও সংস্থার লাগামছাড়া মুনাফা কামানো রোখাই এসব ব্যবস্থার লক্ষ্য। উপাদান কর ক্রেডিট (ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট) দাম কমিয়ে আনবে বলে আশা করা যায়। এর পাশাপাশি, গ্রাহকের কাছে সেই দাম ছুটের সুবিধে পৌঁছে দেওয়া সুনিশ্চিত করতে গড়া হবে জাতীয় মুনাফাবাজি প্রতিরোধক কর্তৃপক্ষ। এছাড়া, জি এস টি-র অজুহাত দেখিয়ে দাম অযথা চড়ানো আটকাবে এই সংস্থা।

২০১৭-র মুনাফাবাজি প্রতিরোধ আইনে জাতীয় মুনাফাবাজি প্রতিরোধক কর্তৃপক্ষ ও অভিযোগ তদন্তে এই কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য গঠিত বিভিন্ন কমিটির সদস্য বাছাই, অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিধিনিয়ম ও কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা নিয়ে বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে।

আইন মোতাবেক এই কর্তৃপক্ষ হবে তিন স্তরীয়; মুনাফাবাজি প্রতিরোধ সংক্রান্ত স্ট্যাডিং বা স্থায়ী কমিটি, রাজ্য পর্যায়ে স্ক্রিনিং কমিটি ও জাতীয় মুনাফাবাজি রোধী নিবারণ কর্তৃপক্ষ।

কোনও নিবন্ধীকৃত ব্যক্তি বা সংস্থা বেআইনি মুনাফা করলে, তাকে প্রথমত, দাম কমাতে বলা হবে এবং দ্বিতীয়ত, জি এস টি-র সুবাদে দাম কমার সুবিধে ক্রেতাকে না দিলে, কম দামের সঙ্গে বাড়তি দাম নেওয়ার দিন থেকে ১৮ শতাংশ সুদ জুড়ে তা ক্রেতাকে ফেরৎ দিতে হবে। জাতীয় মুনাফাবাজি প্রতিরোধক কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা আছে মুনাফাখোরকে অর্থদণ্ড বা তার রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার।

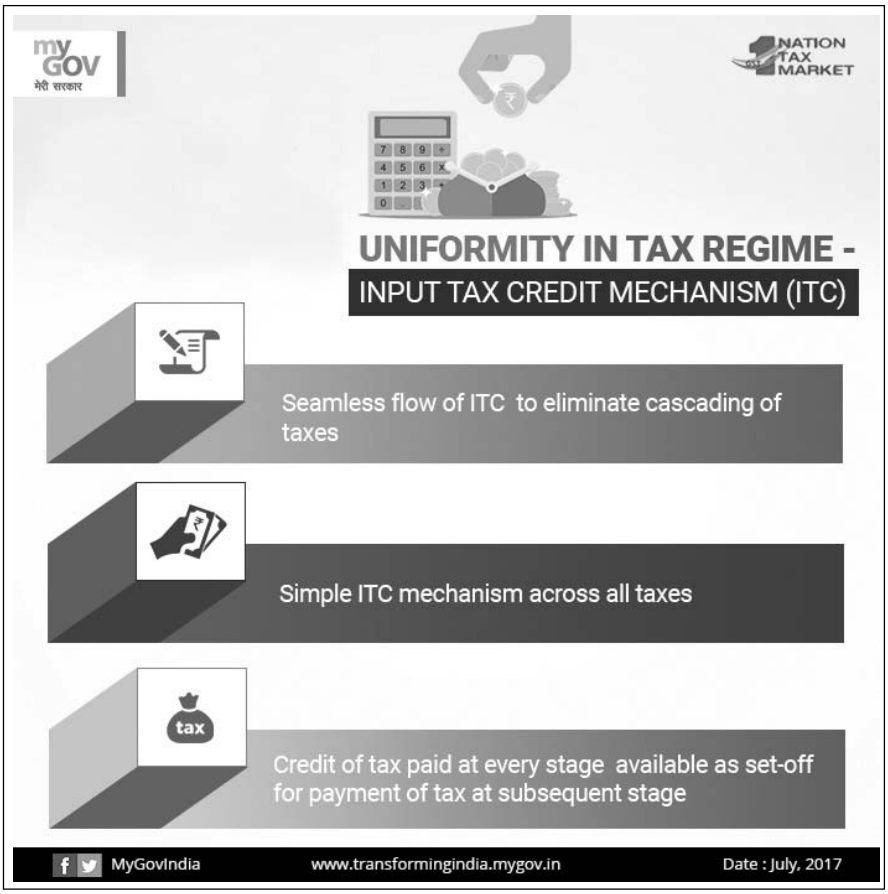

সিঙ্গাপুর ও অস্ট্রেলিয়ার মতো কিছু দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, জি এস টি চালু হওয়ার পর মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে লাফিয়ে। মালেশিয়ার ছবিও একই রকম এবং তারা অবস্থা সামাল দিয়েছে মুনাফাবাজি নিবারণ আইন ঠিকঠাক প্রয়োগ করে।

অস্বাভাবিক মুনাফা হচ্ছে কিনা তা দেখার ফর্মূলা বা উপায় হচ্ছে জি এস টি চালু হওয়ার আগের মুনাফার সঙ্গে জি এস টি জমানার পরবর্তী নিট মুনাফার তুলনা।

জি এস টি-র ছলছুতো দিয়ে কোনও সুপার মার্কেটে বাড়তি দামে মুদিখানার পণ্যসামগ্রী বিক্রি হলে, নালিশ ঠোকা যায় জাতীয় মুনাফাবাজি প্রতিরোধক কর্তৃপক্ষের কাছে। তেমনি, সাবানের দাম কমেছে অথচ দোকানি পুরনো দাম হাঁকলে, অভিযোগ করা যায়। জাতীয় মুনাফাবাজি প্রতিরোধক কর্তৃপক্ষ দেখবে যে জি এস টি-র দৌলতে কর কমার সুবিধে যেন পৌঁছোয় গ্রাহকের কাছে। কোনও কোম্পানিকে দম কমানো ও গ্রাহককে বাড়তি দামের টাকা ফেরৎ বা তা গ্রাহক কল্যাণ তহবিলে জমা দিতে বাধ্য করার ক্ষমতা আছে এই কর্তৃপক্ষের। অর্থদণ্ড বা কোম্পানির রেজিস্ট্রেশনও খারিজ করা যায়। কোনও নালিশ এলে কর্তৃপক্ষ কোম্পানির প্রতিনিধিকে ডেকে পাঠাতে এবং তদন্তও শুরু করতে পারে। এর আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা চলে একমাত্র হাইকোর্টে।❑

সংকলন : যোজনা ব্যুরো

যোজনা ? ক্যুইজ

এবারের বিষয় : জাতীয় আন্দোলন

১. ‘কার্লাইল সার্কুলার’ কবে জারি করা হয়?
২. ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?
৩. ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় ভারতের গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় ছিলেন কে?
৪. কে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে ‘ভারতের আণুবীক্ষণিক সংখ্যালঘু (microscopic minority) অধিবাসীর প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান’ বলে উপহাস করেছিলেন?
৫. ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পিছনে কোন অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ানের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি?
৬. ভারতের ‘জাতীয় কংগ্রেসের জনক’ বলে কাকে অভিহিত করা হয়?
৭. ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন কে?
৮. কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় কোথায়?
৯. কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে মোট কত জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন?
১০. কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন (১৮৮৬ সালে) বসে কোথায়?
১১. কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কে?
১২. কংগ্রেসের কোন নেতাকে ‘Grand Old Man of India’ নামে অভিহিত করা হ’ত?
১৩. কোন অধিবেশনে কংগ্রেস ভেঙে নরমপন্থী ও চরমপন্থী—এই দুই দলের উৎপত্তি হয়?
১৪. কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে সর্বপ্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি গৃহীত হয়?
১৫. কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে (১৯২৯ সালে) সভাপতিত্ব করেন কে?
১৬. সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের কোন দু’টি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন?
১৭. ত্রিপুরী অধিবেশনে (১৯৩৯) সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করার পর কে সভাপতি হন?
১৮. কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে নরমপন্থী ও চরমপন্থী এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে পুনরায় ঐক্য সাধিত হয়?
১৯. ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম ইংরেজ সভাপতি হন কে?
২০. কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সভাপতি হন কে?
২১. কংগ্রেসের প্রথম ভারতীয় মহিলা সভাপতি হন কে?
২২. কংগ্রেসকে কে ‘তিনদিনের তামাশা’ বলে উপহাস করেছিলেন?
২৩. কাকে হারিয়ে সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরী (১৯৩৯) অধিবেশনে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন?
২৪. স্বাধীনতা প্রাপ্তি আগে কংগ্রেসের শেষ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কে?
২৫. গান্ধীজী কংগ্রেসের একমাত্র কোন অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন?

উত্তর :

১. ১৯০৫ সালের ১০ অক্টোবর। ২. ১৮৮৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর। ৩. লর্ড ডাফরিন। ৪. লর্ড ডাফরিন। ৫. অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম (প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র সচিব)। ৬. অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম। ৭. উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ৮. বম্বের গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত পাঠশালায়। ৯. ৭২ জন (মূলত স্বনির্বাচিত)। ১০. কলকাতায়। ১১. দাদাভাই নওরজি। ১২. দাদাভাই নওরোজি। ১৩. সুরাট অধিবেশন (১৯০৭ সাল)। ১৪. লাহোর অধিবেশন (১৯২৯ সালে)। ১৫. জওহরলাল নেহরু। ১৬. হরিপুরা অধিবেশন (১৯৩৮ সাল) এবং ত্রিপুরী অধিবেশন (১৯৩৯ সাল)। ১৭. রাজেন্দ্র প্রসাদ। ১৮. লখনৌ অধিবেশন (১৯১৬ সাল), (সভাপতি অম্বিকাচরণ মজুমদার)। ১৯. জর্জ ইয়ুল (এলাহাবাদ অধিবেশন, ১৮৮৮ সাল)। ২০. অ্যানি বেসান্ট (কলকাতা অধিবেশন, ১৯১৭ সাল)। ২১. সরোজিনী নাইডু (কানপুর অধিবেশন, ১৯২৫ সাল)। ২২. অশ্বিনীকুমার দত্ত। ২৩. পট্টভি সীতারামাইয়া (গান্ধীজী সমর্থিত প্রার্থী)। ২৪. রাজেন্দ্র প্রসাদ (দিল্লি অধিবেশন, ১৯৪৭ সাল)। ২৫. বেলগাঁও অধিবেশন (১৯২৪ সাল)।❑

মহিলাদের ক্রিকেট বিশ্বকাপ

ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যাবে ক্রিকেটে বিশ্বকাপের সূচনা কিন্তু হয়েছিল মহিলা ক্রিকেটের হাত ধরেই। ১৯৭৩ সালে প্রথম ক্রিকেট সার্কিটে বিশ্বকাপের সংযোজন। এবং সেটি ছিল মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ। এর দু'বছর পর আত্মপ্রকাশ ঘটে পুরুষদের বিশ্বকাপের। মহিলা বিশ্বকাপের প্রথম আসর বসে ইংল্যান্ডে। ১৯৭৩ সালের ২০ জুন থেকে ২৮ জুলাই পর্যন্ত চলেছিল এই টুর্নামেন্ট। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো, ইয়ং ইংল্যান্ড-সহ মোট সাতটি দলকে নিয়ে এই টুর্নামেন্টের সূচনা করেছিল ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। টুর্নামেন্টের সার্বিক সাফল্যের জন্য আইসিসি ছাড়াও নিজের পকেট থেকে অর্থ দিয়েছিলেন বিখ্যাত ব্রিটিশ ব্যবসায়ী স্যার জ্যাক হেওয়ার্ড।

ভ্যালেন্টাইনস পার্ক, পার্ক অ্যাভিনিউ, ম্যানর ফিল্ড, এজবাস্টনের মতো ইংল্যান্ডের সেরা স্টেডিয়ামগুলিতে খেলা হয়েছিল এই বিশ্বকাপ। বিশ্বকাপের প্রথম বছরই সেরার শিরোপা জিতে নিয়েছিল আয়োজক দেশ ইংল্যান্ড। ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে ৯২ রানে হারিয়ে এই খেতাব জিতেছিলেন ব্রিটিশ মহিলা ক্রিকেট দল। মোট ২৬৪ রান করে টুর্নামেন্টের সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী ছিলেন ব্রিটিশ ওপেনার এনিড বেকওয়েল। অন্য দিকে, ১২-টি উইকেট নিয়ে টুর্নামেন্টের সেরা বোলারের পুরস্কার পেয়েছিলেন ইয়ং ইংল্যান্ডের রোসেলিন্ড হেগস। এই টুর্নামেন্টের সাফল্যই আইসিসিকে ভাবতে বাধ্য করেছিল পুরুষদের বিশ্বকাপের জন্য। টানা দু'বছরের মহিলা বিশ্বকাপের সাফল্য দেখেই ১৯৭৫ সালের শুরু করা হয়েছিল পুরুষদের জন্য ক্রিকেট বিশ্বকাপ। এ পর্যন্ত সব থেকে সফল দল অস্ট্রেলিয়া। তারা ছয়বার চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। আর মাত্র তিনবার ফাইনালে পৌঁছাতে পারেনি। ইংল্যান্ড জিতেছে চারবার আর নিউজিল্যান্ড মাত্র একবার। না জিতলেও এই নিয়ে ভারত দু'বার ফাইনালে খেলেছে, আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলেছে ফাইনালে একবার।

২০১৭ সালে বিশ্বকাপের ১১তম সংস্করণ আয়োজিত হয় ২৪ জুন থেকে ২৩ জুলাই। আয়োজক দেশ ইংল্যান্ড। এই নিয়ে তৃতীয়বার সে দেশে এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয় (১৯৭৩ ও ১৯৯৩-র পর)। এই বারের বিশ্বকাপে প্রথমবার এমন হল যে, সব অংশগ্রহণকারীই পূর্ণাঙ্গ পেশাদার খেলোয়াড়। আটটি দল অংশ নেয় এবার। গত ২৩ জুলাই লর্ডসের মাঠে ফাইনালে টস জিতে ইংল্যান্ড প্রথমে ব্যাটিং করতে নামে। ইংল্যান্ডকে ভারত আটকে দিয়েছিল ২২৮ রানে। বল হাতে দারুণভাবে সফল ঝুলন গোস্বামী। ১০ ওভারে মাত্র ২৩ রান দিয়ে নিলেন ৩ উইকেট। তার মধ্যে তিনটি মেডেন ওভার। কিন্তু দলের কঠিন সময়ে ব্যাট করতে এসে ছুড়ে দিয়ে এলেন উইকেট। এ দিন বল হাতে সফল পুনম যাদবও। নিলেন জোড়া উইকেট। ইংল্যান্ড ওপেনার উইনফিল্ড ও বিউমন্টকে পরপর প্যাভেলিয়নে ফিরিয়ে দেন রাজেশ্বরী গায়কোয়াড় ও পুণম যাদব। এর পর বোলিংয়ের হাল ধরেন ঝুলন গোস্বামী। পরপর উইকেট নিয়ে হ্যাটট্রিকের সামনেও পৌঁছে যান তিনি। যদিও তা হয়নি। ইংল্যান্ডের হয়ে সিভার এক মাত্র হাফ সেঞ্চুরিটি করেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৮ বল বাকি থাকতেই ২১৯ রানে শেষ হয়ে যায় ভারতের ইনিংস। ওপেনার পুণম রাউত দীর্ঘক্ষণ লড়াই চালিয়ে যান। হরপ্রীত কৌরকে সঙ্গে নিয়ে শক্ত ভিতও তৈরি করে দেন তিনি। এর পর কৃষ্ণমূর্তির ৩৫ ছাড়া আর কেউই রান করতে পারেননি। আর এরপর ওপেনার মন্দনা কোনও রান না করেই ফেরেন প্যাভেলিয়নে। সেই তালিকায় নাম লেখান সুষমা ভার্মা, ঝুলন গোস্বামীও। ক্যাপ্টেন রাজও ১৭ রান করে রান আউট হন। এবার টুর্নামেন্টে মোট ৩১-টি ম্যাচ খেলা হয়। 'প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ' হয়েছেন ইংল্যান্ডের ট্যামি বিউমন্ট। তিনিই এই বার সব থেকে বেশি রান করেছেন (৪১০)। তার থেকে মাত্র এক রানে পিছিয়ে ভারতের ক্যাপ্টেন মিতালী রাজ। সর্বাধিক উইকেট (১৫-টি) নিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক ডেন ভান-নিকার।

প্রথম ডিআরএস নিয়ে মহিলা বিশ্বকাপ ইতিহাস রচনা করল ভারতীয় ক্রিকেট দল। প্রথম ম্যাচেই ইংল্যান্ডকে ৩৫ রানে হারিয়ে দিয়েছে তাদেরই ঘরের মাঠে। আর তারাই প্রথম সফলভাবে ডিআরএস ব্যবহার করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটকে। গত ২৪ জুন ঘটনাটি ঘটে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে যখন ফিল্ডিং করছে ভারত। দীপ্তি শর্মার বলে সুইপ করার চেষ্টা করেছিলেন ইংল্যান্ডের নাতালি স্ক্রিভার। কিন্তু ব্যাটে বলে সঠিক সংযোগ হয়নি। উইকেটকিপার সুষমা ভর্মা দারুণ একটি ক্যাচ ধরেন। কিন্তু আম্পায়ার আউট দেননি। ভারতীয়রা আবেদন জানালেও আউট দেননি আম্পায়ার। কারণ তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। ভারত ক্যাপ্টেন মিতালী রাজ সঙ্গে সঙ্গেই রিভিউ-র আবেদন জানান। আর সিদ্ধান্ত ভারতের সপক্ষেই যায়।

এ ছাড়াও ভারতীয় দল এবার আরও কয়েকটি নজির গড়েছে বা ভেঙ্গেছে। মিতালী রাজ এখন মহিলাদের এক-দিবসীয় ক্রিকেটে রানের নিরিখে শীর্ষে রয়েছেন। গত ১২ জুলাই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলার সময় তিনি শার্লট এড্ওয়ার্ডসের ৫৯৯২ রানের রেকর্ডটি ভেঙ্গে ফেলেন। ১৮৬-টি একদিনের ম্যাচে মিতালী করেছেন ৬১৯০ রানে। ইতোমধ্যেই ২০১৭ সালে তিনি একদিনের ম্যাচে দশবার পঞ্চাশের বেশি রান করেছেন—এক বছরের (calendar year) মধ্যে এই সংখ্যা মহিলাদের ক্রিকেট-বিশ্বে সর্বাধিক। সুষমা বর্মাও নজির গড়েন—২০১৭-র বিশ্বকাপে তিনি একমাত্র উইকেটকিপার যিনি ১০-এর বেশি ব্যাটসম্যানকে আউট করেছেন। দীপ্তি শর্মার কীর্তি মহিলা ক্রিকেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ২০ বা তার কম বয়সী প্রথম ক্রিকেটার (নারী-পুরুষ নির্বিশেষে) হিসেবে তিনি এক-দিবসীয় ক্রিকেট বিশ্বকাপের একই সংস্করণ বা টুর্নামেন্টে একইসঙ্গে ২০০-র বেশি রান করেছেন আর ১০-টির বেশি উইকেট নিয়েছেন। ❑

যোজনা ডায়েরি

(২১ জুন—২০ জুলাই, ২০১৭)

আন্তর্জাতিক

➢ পাকিস্তান মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন হিজবুল মুজাহিদিনের প্রধান সৈয়দ সালাউদ্দিনকে 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী' তকমা দিল আমেরিকা। গত ২৬ জুন সালাউদ্দিনকে 'জঙ্গি' ঘোষণা করে আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের তরফে একটি বিবৃতি জারি করে বলা হয়, পাকিস্তানে থেকে হিজবুল মুজাহিদিনের মতো জঙ্গি সংগঠনের কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছে ওই নেতা। সালাউদ্দিনের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে বলেও বিবৃতিতে জানানো হয়। প্রসঙ্গত, দশ বছর আগেই হিজবুল মুজাহিদিনকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বলে ঘোষণা করেছিল আমেরিকা।

➢ এবার এক সঙ্গে ১৫ হাজার এইচ-টু বি ভিসা ইস্যু করল মার্কিন প্রশাসন। লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশ থেকে কম বেতনের দক্ষ শ্রমিকদের মার্কিন মুলুকে যাওয়ার জন্যই এই ভিসা দেওয়া হয়। মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টের তরফে ১৮ জুলাই জানানো হয়েছে, এই মুহূর্তে আমেরিকায় বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা যথেষ্টই কম। তাতে দেশের বাণিজ্য ঘাটতি হচ্ছে বিপুল পরিমাণে। কৃষি ছাড়া অর্থনীতির সব ক্ষেত্রেই আমেরিকায় এই মুহূর্তে অস্থায়ী দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যায় ঘাটতি রয়েছে।

● **হামবুর্গে জি-২০ শীর্ষ বৈঠক :**

জার্মানির দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর হামবুর্গের 'মেস উন্দ কংগ্রেস'-এ অনুষ্ঠিত হল 'জি-২০' জোটের দেশগুলির দ্বাদশ শীর্ষ সম্মেলন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, ফ্রান্সের এমানুয়েল মাঁকর, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে, জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে, চিনা প্রেসিডেন্ট শি চিনফিং, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ ১৯-টি শিল্পোন্নত দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা বৈঠকে অংশ নিতে হামবুর্গ যান। বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানদের স্বাগত জানান জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মের্কেল। বাণিজ্যে বাধানিষেদর পাঁচিল ভেঙে বিশ্ব অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার পক্ষে রায় দেয় জি-২০ গোষ্ঠী। সংস্কারের পথে হেঁটেই তা সম্ভব বলে গোষ্ঠীর দু' দিনের শীর্ষ বৈঠক শেষে ৯ জুলাই যৌথ বিবৃতিতে সে কথা জানায় গোষ্ঠীর সব সদস্য। অবাধ বাণিজ্যের পথে বাধা তৈরি করে বলেই অপ্রয়োজনীয় খাতে ভরতুকি তুলে নেওয়া ও অবৈধ বাণিজ্যে রাশ টানারও ডাক দেয় জি-২০।

রাষ্ট্রনেতাদের পাশাপাশি এই সুপারিশ করেন আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আইএমএফ)-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ক্রিস্টিন ল্যাগার্দে, বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডন্টে জিম ইয়ং কিম এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)-র সেক্রেটারি জেনারেল রবার্টো অ্যাজেভেদো। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিশ শতকে শেষের দিকে বিশ্ব জুড়ে অবাধ বাণিজ্যের পথে দ্রুতগতিতে বাধা সরায় আয় ও জীবনযাত্রার মান বেড়েছে উন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশেই। তবে একুশ শতকের শুরু থেকেই স্থানীয় শিল্পকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বেশ কিছু দেশ নতুন করে বিদেশি পণ্যকে ঢুকতে না দেওয়ার নীতি নিয়েছে।

বৈঠকে ১১ দফা 'বিষয়সূচি' পেশ করেন মোদী। এর মধ্যে ছিল জি-২০ দেশগুলির মধ্যে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির নামের তালিকা বিনিময় থেকে শুরু করে জঙ্গিদের আর্থিক সাহায্য এবং অস্ত্রের জোগান বন্ধ করার মতো বিষয়। শিখর সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী মোদী আর্জেনটিনার রাষ্ট্রপতি মরিসিও ম্যাক্রি, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী টেরেসা মে, জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুন জে-ইন এবং আয়োজক জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মের্কেলের সঙ্গে আলাদা করে বৈঠক করেন।

● **মসুলে আইএস-এর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয় ইরাকি সেনার :**

ন' মাসের লড়াইয়ে ইতি। আইএস জঙ্গিদের হাত থেকে তাদের শক্ত ঘাঁটি, ইরাকের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর, মসুল ছিনিয়ে নিল ইরাকি সেনা। গত ৯ জুলাই সে দেশের প্রধানমন্ত্রী হায়দর আলি-আবাদি পৌঁছান মসুলে। বহু বছর পর ইরাকের কোনও প্রধানমন্ত্রী মসুলে ঢুকতে পারলেন। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের জুন মাসে মসুলের দখল নেয় আইএস। দু' বছরে 'আইএস শাসনে' বিধ্বস্ত মসুল পুনর্দখলের জন্য অভিযানে নামার কথা গত বছর অক্টোবরে ঘোষণা করেন আল আবাদি। আমেরিকার সঙ্গে মিলিতভাবে এক লক্ষ সেনার জোট শামিল হয় অভিযানে। ২০১৪ সালে এখানকার যে আল নুরি মসজিদ থেকে খিলাফতের ঘোষণা করেছিলেন আইএস নেতা আবু বকর আল-বাগদাদি, ইরাকি সেনার অভিযানের মুখে বিস্ফোরণে সেটিও উড়িয়ে দেয় জঙ্গিরা। উত্তর ইরাকের মসুলই ছিল সে দেশে আইএস-এর শেষ দুর্গ।

● **মোদী-নেতানিয়াহু'র ৭ দফা চুক্তি, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়ার অঙ্গীকার :**

আন্তর্জাতিক স্তরে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একযোগে লড়াইয়ের অঙ্গীকার করল ভারত ও ইজরায়েল। আর দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে স্বাক্ষরিত হল সাতটি চুক্তি। গত ৫ জুলাই তেল আভিভে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন

নেতানিয়াহুর বৈঠকে দু' দেশের মধ্যে এই সাত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়— যৌথ শিল্প গবেষণা এবং প্রযুক্তির তহবিল; জল সংরক্ষণ; জলের ব্যবহার সংক্রান্ত সংস্কার; কৃষিক্ষেত্রের বিকাশে আগামী তিন বছর ধরে সহযোগিতা; অ্যাটমিক ক্লক উৎপাদনে সহযোগিতা; অপটিক্যাল লিঙ্কে সহযোগিতা; এবং উপগ্রহ নির্মাণক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ে।

● **প্রধানমন্ত্রীর মার্কিন সফর :**

পাঁচ ঘণ্টার মোলাকাত। তার মধ্যে কুড়ি মিনিট নরেন্দ্র মোদী এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প একান্তে বৈঠক করেন। বাকি সময় দু' পক্ষের প্রতিনিধি দলের মধ্যে বৈঠক। হোয়াইট হাউসে নৈশভোজ। রোজ গার্ডেনে যৌথ বিবৃতি। সংক্ষেপে এই ছিল নরেন্দ্র মোদীর তিন দিনের আমেরিকা সফর। ভারতের প্রাপ্তি : (১) পাকিস্তান 'সন্ত্রাসবাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল', বলল আমেরিকা। ওবামা-জমানায় পাকিস্তানকে 'সন্ত্রাসের মদতদাতা' বললেও এত কড়া তকমা আগে কখনও আমেরিকা দেয়নি। (২) 'বিপজ্জনক নন' এ রকম ভারতীয় পর্যটকদের আমেরিকায় প্রবেশ অনেক সহজ হয়ে গেল। (৩) রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদের দাবিকে সমর্থন জানালেন ট্রাম্প। (৪) আমেরিকার কথায়, 'ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি বজায় রাখা সব দেশেরই কর্তব্য'। ইঙ্গিত বেজিংয়ের পেশি আস্ফালনের দিকেই।

দু' দেশের মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরেই ঝুলে থাকা অসামরিক পরমাণু চুক্তির বাস্তবায়ন নিয়েও কথা হয়েছে। তবে তিন পৃষ্ঠার সুদীর্ঘ যৌথ বিবৃতিতে আঞ্চলিক সন্ত্রাসের মোকাবিলার পাশাপাশি গুরুত্ব পেয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যও। আছে 'ইন্দো-প্যাসিফিক' এলাকায় শান্তিরক্ষার কথা। উত্তর কোরিয়ার লাগাতার হুমকি থেকে শুরু করে আফগানিস্থানে নয়া কলেবরে সন্ত্রাস ছড়ানোর চেষ্টা, নাম না করেও দক্ষিণ-চিন সাগর সমস্যার ইঙ্গিত, ইত্যাদি।

● **হাফিজের নতুন সংগঠনকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করল পাকিস্তান :**

নিষিদ্ধ সন্ত্রাসবাদী, হাফিজ সইদের নতুন সংগঠনকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করল পাকিস্তান। সইদের জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবা শুধু ভারতে বা পাকিস্তানে নয়, গোটা পৃথিবীতে নিষিদ্ধ। লস্কর নিষিদ্ধ হওয়ায় নতুন নাম, 'জামাত-উদ-দাওয়া'-র আড়ালে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চলতে থাকে। কিন্তু চলতি বছরের ৩০ জানুয়ারি হাফিজকে গৃহবন্দি করার পাশাপাশি জামাত-উদ-দাওয়াকে 'ওয়াচ লিস্ট'-এর আওতায় নিয়ে আসে পাকিস্তান। সংগঠনের কার্যকলাপের উপর সর্বক্ষণ নজরদারি শুরু হয়। সইদের আশঙ্কা ছিল, আন্তর্জাতিক চাপের মুখে ফের তার এবং তার সংগঠনের বিরুদ্ধে পাক সরকার পদক্ষেপ নিতে পারে। সে জন্য জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়েই তেহরিক-ই-আজাদি-জম্মু-কাশ্মীর নামের একটি সংগঠনকে সক্রিয় করে তোলেন। জামাত-উদ-দাওয়া যে সব ভারত বিরোধী কার্যকলাপ চালাত, সেগুলির তার তেহরিক-ই-আজাদির হাতে দিয়ে দেওয়া হয়। গত পাঁচ মাস হাফিজ গৃহবন্দি রয়েছেন এবং জামাত-উদ-দাওয়ার উপর নিরন্তর নজরদারি চলছে। কিন্তু তার জন্য হাফিজের ভারত বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ হয়নি। তেহরিক-ই-আজাদি-জম্মু-কাশ্মীর ওই সব কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিল। ইসলামাবাদ এবার ওই সংগঠনটিকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিল।

● **মুসলিম নিষেধাজ্ঞায় আংশিক অনুমতি মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের :**

প্রেসিডেন্ট পদে বসার পরই এক প্রশাসনিক নির্দেশ জারি করে ইরাক, ইরান, ইয়েমেন, লিবিয়া, সিরিয়া, সুদান ও সোমালিয়ার মতো সাতটি মুসলিম প্রধান দেশের নাগরিকদের মার্কিন মুলুকে ঢোকার দরজা বন্ধ করে দেন ট্রাম্প। পাশাপাশি নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল ১২০ দিনের জন্য প্রবেশ করতে পারবে না শরণার্থীরাও। আমেরিকার মাটিতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ঠেকাতেই নিষেধাজ্ঞার যুক্তি দেখিয়েছিল আমেরিকা। তবে সে নির্দেশের পরই বিশ্ব জুড়ে প্রবল সমালোচনা-বিক্ষোভের মুখে পড়ে ট্রাম্প প্রশাসন। চাপের মুখে নির্দেশিকা থেকে ইরাককে বাদ দিতে বাধ্য হন। ট্রাম্পের ওই নির্দেশিকাকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা হয় আমেরিকার বিভিন্ন আদালতে। নির্দেশিকার উপর স্থগিতাদেশ দেয় কয়েকটি নিম্ন আদালত। কিন্তু নিম্ন আদালতের স্থগিতাদেশ খারিজ করে ওই নির্দেশিকাকেই আংশিকভাবে বহাল রাখার রাস্তায় হাঁটল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। আগামী অক্টোবরে বিষয়টি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ শুনানি হবে বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তার মধ্যে আংশিকভাবে ওই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে। গত জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহেই ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, ওই নির্দেশিকা বৈধ বলে রায় দেওয়ার পরেই ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই তা কার্যকর হবে। এর পর 'ডাইভারসিটি ভিসা'-তেও কিছু বদল আনা হয়েছে। আমেরিকায় যে সব দেশ বেশি অভিবাসী পাঠায় না, তাদের নাগরিকদের এই সুযোগ দেওয়া হয়। ২০১৫ সালে ছয় নিষিদ্ধ মুসলিম দেশ থেকে ১০,৫০০ নাগরিককে ডাইভারসিটি ভিসা লটারির জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন ওই সব দেশের নাগরিক সে লটারির সুযোগ পাবেন না।

● **ফাইন্যানশিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স-এর বৈঠকে পাকিস্তানকে চাপ :**

জুন মাসে সন্ত্রাসবাদে আর্থিক মদত রুখতে তৈরি আন্তর্জাতিক সংস্থা 'ফাইন্যানশিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স' (এফএটিএফ)-এর স্পেন-বৈঠকের শেষে একঘরে হয়ে পড়ে পাকিস্তান। এফএটিএফ-এর সচিবালয়ের পক্ষ থেকে যে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে তাতে স্পষ্ট লেখা হয়েছে, রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের তালিকাভুক্ত জঙ্গি সংগঠনগুলোকে নিয়মিত টাকা দিয়ে আসছে পাকিস্তান। ১৯৮-টি দেশ নিয়ে তৈরি এই টাস্ক ফোর্সটি তাদের 'এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ'-কে পাকিস্তানের কাছ থেকে অবিলম্বে এ ব্যাপারে রিপোর্ট দাখিল করতে নির্দেশ দিয়েছে। সেপ্টেম্বরের মধ্যে জঙ্গিদের এই অর্থ সাহায্য পাকিস্তান বন্ধ করছে কি না, সে ব্যাপারেও নজর রাখতে বলা হয়েছে।

এফএটিএফ-র রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত ১৫ বছরে জামাত উদ দাওয়া (জেইউডি)-র মুখ্য শাখা সংগঠন ফালাহ-ই-ইনসানিয়াৎ-এর নেহাতই লোক দেখানো মাত্র ৬৯-টি অ্যাকাউন্ট বন্ধ করেছে ইসলামাবাদ। নামে এবং বেনামে অন্তত এক হাজারটি অ্যাকাউন্ট তাদের রয়েছে এবং সেই সব অ্যাকাউন্টে নিয়মিত অর্থ জোগান চলছে। টাস্ক ফোর্স-এর এই বৈঠকে পাক জঙ্গি মদত নিয়ে ভারতও সরব হয়েছে। নয়াদিল্লির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জেইউডি-র হাফিজ সইদ, আব্দুল রেহমান মাক্কি এবং অন্য নেতারা পাক সমর্থনে খুল্লামখুল্লা জনসভা করছে, মিছিল করছে, টাকা তুলছে, যুবকদের নিয়োগ করছে। আর এই সব কিছুর লক্ষ্যই হচ্ছে ভারতের বিরুদ্ধে জিহাদ। পাশাপাশি, কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে সমানে মদত দিয়ে চলেছে পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠনগুলি।

● **বিদেশি নাগরিকত্ব সবচেয়ে বেশি চান ভারতীয়রাই, বলছে সমীক্ষা :**

আন্তর্জাতিক সংগঠন 'অর্গানাইজেশন অব ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ওইসিডি)'-এর সাম্প্রতিক রিপোর্ট 'ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশন আউটলুক (২০১৭)' বলছে একটা চাকরি জুটিয়ে পাকাপাকিভাবে আমেরিকা, কানাডা, জাপান, ইউরোপে থাকার ইচ্ছেটা নাকি সবচেয়ে প্রবল ভারতীয়দের মধ্যেই। উল্লেখ্য, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জাপান ও গোটা ইউরোপ-সহ মোট ৩৫-টি দেশ সদস্য আন্তর্জাতিক সংগঠন ওইসিডি'-র।

ওই রিপোর্ট জানাচ্ছে, ২০১৫ সালেই ১ লক্ষ ৩০ হাজার ভারতীয় মূলত আমেরিকা, কানাডা, জাপানের মতো ওইসিডি দেশগুলির নাগরিকত্ব নিয়েছেন। আর তাদের একটা বড়ো অংশই ভারতের নাগরিকত্ব ছেড়ে ওইসিডি দেশগুলির নাগরিকত্ব নিয়েছিলেন মূলত চাকরির প্রয়োজনে। ভারতীয়দের পরেই নিজেদের নাগরিকত্ব ছেড়ে ওইসিডি দেশগুলির নাগরিকত্ব নেওয়ার হিড়িক সবচেয়ে বেশি দেখা গিয়েছে মেক্সিকান (১ লক্ষ ১২ হাজার) ও ফিলিপিন্সের নাগরিকদের (৯৪ হাজার) মধ্যে। তালিকায় চিন রয়েছে পঞ্চমে। ২০১৫ সালে চিনের ৭৮ হাজার নাগরিক সে দেশের নাগরিকত্ব ছেড়ে চাকরির প্রয়োজনে ওইসিডি দেশগুলির নাগরিকত্ব নিয়েছিলেন। রিপোর্ট আরও জানিয়েছে, শুধু ২০১৫ সালেই মূলত উন্নয়নশীল দেশগুলির ২০ লক্ষেরও বেশি নাগরিক ওইসিডি দেশগুলির নাগরিকত্ব নিয়েছেন। যা তার আগের বছরের (২০১৪) চেয়ে ৩ শতাংশ বেশি। তবে শুধুই চাকরি নয়, মাথা গোঁজার ঠাঁই পাওয়ার জন্যেও ওইসিডি দেশগুলির নাগরিকত্ব নেওয়ার হিড়িক পড়ে গিয়েছে। তার মধ্যে সব দেশকে পিছনে ফেলে দিয়েছে যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়া।

● **প্রথম ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব পেশ ট্রাম্পের বিরুদ্ধে :**

তদন্ত আর বিচার প্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়ার অভিযোগের সূত্রে এবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্টের প্রস্তাব পেশ করেছেন এক কংগ্রেস সদস্য। ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্র্যাটিক নেতা ব্র্যাড শেরম্যান ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক আর অবৈধ কাজকর্মের অভিযোগ এনেছেন। ব্র্যাডের প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে তাতে সই করেছেন আর এক ডেমোক্র্যাট নেতা অ্যাল গ্রিন। তবে মার্কিন কংগ্রেসে এই প্রস্তাব পাশ করানো সহজ নয়। কারণ প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব পাস করাতে গেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের প্রয়োজন। কিন্তু মার্কিন কংগ্রেসে ট্রাম্পের নিজের দল, রিপাবলিকানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রাশিয়া সরকারের কোনও হাত ছিল কি না, তা নিয়ে তদন্তে ট্রাম্প বাধা দিচ্ছেন বলে বারবার অভিযোগ উঠেছে। বিচার প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপের অভিযোগ প্রমাণিত হলে ট্রাম্পকে ইমপিচ করা হতে পারে। সেই প্রক্রিয়াটিই এবার শুরু করতে চাইছেন ডেমোক্র্যাট নেতারা।

● **জাতীয় সঙ্গীতে কড়া এবার ফিলিপিন্সও :**

দেশের মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও দেশভক্তি ছড়িয়ে দিতে এবার জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে নতুন আইন চালু হবে ফিলিপিন্সে। এই সংক্রান্ত একটি বিল আনতে অনুমতি দিয়েছে সে দেশের পার্লামেন্টের হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস। বিলটিতে বলা হয়েছে, যখন জনসমক্ষে দেশের জাতীয় সঙ্গীত অর্থাৎ 'লুপাঙ্গ হিনিরঙ্গ' বেজে উঠবে, আমজনতাকেও তখন যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা নিয়ে সেই গানের সঙ্গে গলা মেলাতে হবে। এছাড়াও ওই বিলটিতে বলা হয়েছে, (১) স্কুলের পড়ুয়াদের জাতীয় সঙ্গীতটি মনে রাখতে হবে। (২) যখনই জাতীয় সঙ্গীত বেজে উঠবে, তখন সকলকে উঠে দাঁড়িয়ে দেশের জাতীয় পতাকার দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। আর যেখানে জাতীয় পতাকা থাকবে না, সেখানে যিনি গাইছেন, তার দিকে তাকাতে হবে। (৩) জাতীয় সঙ্গীতের কোনও রকম অপমান, বা তা নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা হবে তা আইনভঙ্গের আওতায় পড়বে। যারা এই সব মানবেন না, তাদের ১ হাজার থেকে ২ হাজার ডলার পর্যন্ত জরিমানা করা হবে। এমনকী জেলও হতে পারে। ফিলিপিন্সের সেনেট এবং প্রেসিডেন্টের অনুমোদন মিললে তবেই বিলটি আইনে পরিণত হবে।

● **জার্মান পার্লামেন্টে সমকামী বিয়েকে বৈধতা :**

সমকামী বিয়েকে বৈধ বলে ঘোষণা করল জার্মানির পার্লামেন্ট। গত ৩০ জুন গ্রীষ্মকালীন বিরতির আগে জার্মান পার্লামেন্টে এই বিল পাস হয়। যদিও সমকামী বিয়ের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন স্বয়ং জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মের্কেল। জার্মান পার্লামেন্টে সমলিঙ্গের মানুষদের মধ্যে বিয়ের অধিকার নিয়ে ভোটাভুটিতে ভালো ব্যবধানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় বিষয়টি। জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল প্রথম থেকেই সমকামী বিয়ের বিরোধিতা করে আসছিলেন। কিন্তু সাধারণ নির্বাচনের আগে বিষয়টি নিয়ে ভোট গ্রহণের সম্মতি দেন (আগামী ২৪ সেপ্টেম্বরে জার্মানিতে সাধারণ নির্বাচন)। ফল ঘোষণার পরে দেখা যায়, বিলের পক্ষে ভোট পড়েছে ৩৯৩-টি এবং বিপক্ষে ২২৬-টি। ভোটদান থেকে বিরত থেকেছেন চার জন। নতুন পাস হওয়া আইন অনুসারে, এখন থেকে সমকামীরা বিয়ের পূর্ণ অধিকার পেলেন। একই সঙ্গে তারা সন্তানও দত্তক নিতে পারবেন। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, জার্মানির মোট জনসংখ্যার ৮৩ শতাংশই সমকামী বিবাহের পক্ষে। উল্লেখ্য, ২০০১ সালে সমকামীদের বিয়ের রীতিকে প্রথম আইনত স্বীকৃতি দেয় নেদারল্যান্ডস।

● **জেল হচ্ছে ব্রাজিলের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট লুলা-র :**

দুর্নীতি এবং টাকা নয়ছয়ের অপরাধে ব্রাজিলের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা-র সাড়ে ন' বছরের কারাদণ্ড দল। বামপন্থী লুলা ২০০৩ থেকে ২০১০ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ছিলেন। অভিযোগ, রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থা পেট্রোবাস-কে কেন্দ্র করে তিনি বিপুল পরিমাণ টাকা ঘুষ নিয়েছেন। ব্রাজিলের নামী নির্মাণ সংস্থা ওএস তাকে সমুদ্রতীরে এক বিলাসবহুল বাংলো পাইয়ে দেয় বলেও অভিযোগ। গত ১৪ জুলাইয়ের রায়ে এই সব অভিযোগই প্রমাণিত হয়েছে। ফলে ৭১ বছরের লুলা আর আগামী বছর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না। যদিও খাতায়-কলমে আপিল করার সুযোগ লুলার রয়েছে। প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিককালে প্রভূত রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ব্রাজিল। গত বছর লুলার মনোনীত উত্তরসূরি জিউমা হুসেফকে ইমপিচ করা হয়েছে। জিউমা-র ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইকেল টেমার এখন ক্ষমতায়। দুর্নীতির বিরুদ্ধে অন্যতম কণ্ঠস্বর বলে পরিচিত বিচারপতি সার্জিও মোরো, যিনি লুলার সাজা ঘোষণা করলেন, তিনিও রাজনীতিতে আসতে আগ্রহী।

● **কাতারকে ১৩ দফা দাবি শর্ত, 'শেষ সুযোগ' দিল ৪ আরব দেশ :**

১৩ দফা দাবি মানার শর্তের বিনিময়ে ২৩ জুন কাতারকে আরব দুনিয়ার মূল স্রোতে ফেরার শেষ একটা সুযোগ দিল চারটি আরব দেশ সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, মিশর ও বাহরিন। মধ্যস্থতাকারী দেশ কুয়েতের মাধ্যমে কাতারের রাজধানী দোহায় ওই ১৩ দফা দাবি পাঠান হয়। দাবিসনদে বলা হয়েছে, আইএস, আল কায়দা, হিজবুল্লা ও জভাত ফতেয়া আল-শামের মতো সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির সঙ্গে কোনও রকম সম্পর্ক রাখতে পারবে না কাতার। পরোক্ষে বা সরাসরি তাদের অর্থ সাহায্য করতে পারবে না। আরব দুনিয়ার 'শত্রু দেশ' ইরানের সঙ্গে দহরম মহরম কমাতে হবে। চার আরব দেশের অভ্যন্তরীণ ও বিদেশ নীতিতে নাক গলানোর চেষ্টা বন্ধ করতে হবে। ওই চার আরব দেশের নাগরিকদের কাতারের যথেচ্ছ নাগরিকত্ব দেওয়ার 'অভ্যাস'-ও ছাড়তে হবে। কাতারে যে সামরিক ঘাঁটি আছে তুরস্কের, সেটাও পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে হবে। আর এই ১৩ দফা দাবি যে কাতার মেনে নেবে, সেই অঙ্গীকারটা দোহাকে করতে হবে ১০ দিনের

মধ্যেই। না হলে কাতারের সঙ্গে চার আরব দেশ যে যাবতীয় অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক ও যাতায়াতের সম্পর্ক সরকারিভাবে ছিন্ন করেছিল, তা বলবৎ থাকবে।

● **জঙ্গিদের 'নিরাপদ আশ্রয়' পাকিস্তান, ঘোষণা আমেরিকার :**

পাকিস্তান এমন এক দেশ বা এলাকা, যেখানে জঙ্গিদের অবাধ গতিবিধি। ট্রাম্প প্রশাসনের সদ্য প্রকাশিত সরকারি রিপোর্টে পাকিস্তানের এমনই 'পরিচিতি'। প্রতি বছরই মার্কিন আইনসভা কংগ্রেসে সন্ত্রাস দমন নিয়ে একটি রিপোর্ট দেয় সে দেশের বিদেশ দপ্তর। বিভিন্ন দেশ জঙ্গি দমনে কতটা এগিয়েছে বা আমেরিকার সঙ্গে তাদের সহযোগিতা কতটা নিবিড়, তার বিশদ বিবরণ থাকে এতে। সেই রিপোর্টেই মার্কিন বিদেশ দপ্তর বলেছে, পাকিস্তানে ঘাঁটি গেড়ে অন্য দেশে হামলা চালাচ্ছে লস্কর-ই-তইবা, জইশ-ই-মহম্মদ, আফগান তালিবান ও হক্কানি নেটওয়ার্ক। রিপোর্টে বলা হয়েছে, পাক জঙ্গিরা ভারতকে নিশানা করেই চলেছে। মার্কিন বিদেশ দপ্তরের দাবি, পাক সেনা তেহরিক-ই-তালিবানের মতো সংগঠনের বিরুদ্ধে অভিযান চালালেও লস্কর বা জইশের বিরুদ্ধে কখনওই সক্রিয় হয়নি। এই সব জঙ্গি সংগঠন পাকিস্তান থেকেই অর্থ সংগ্রহ করে, পাকিস্তানের মাটিতেই শিবির গড়ে প্রশিক্ষণ চালাচ্ছে। আফগানিস্তান নিয়েও পাক ভূমিকায় অসন্তুষ্ট আমেরিকা। রিপোর্টে বলা হয়েছে, আফগান সরকার ও আফগান তালিবানের মধ্যে শান্তি প্রক্রিয়াকে সমর্থন করেছিল পাকিস্তান। কিন্তু তালিবানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি তারা। পাকিস্তান থেকেই ওই জঙ্গি সংগঠন আফগানিস্তানে মার্কিন ও আফগান বাহিনীর উপরে হামলা চালাচ্ছে।

● **ইহুদি হটানোয় ফ্রান্সের সমালোচনা মাকরঁ-এর মুখে :**

হলোকস্টে হাত ছিল ফ্রান্সেরও, ১৬ জুলাই এক অনুষ্ঠানে সরাসরি ঘোষণা করলেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাকরঁ। প্যারিসে আইফেল টাওয়ারের কাছে ভেল দিভ স্টেডিয়ামে নিহত ইহুদিদের স্মৃতিতে এক অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। সেখানেই ফরাসি প্রেসিডেন্টের গলায় শোনা যায় ইহুদিদের নিয়ে তার দেশের নিন্দনীয় নেতিবাচক ভূমিকার কথা। ফ্রান্স থেকে অন্তত ৭৬ হাজার ইহুদিকে সে সময় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল নাৎসি ক্যাম্পে। হলোকস্ট পেরিয়ে বেঁচে ফিরেছেন যারা, এই অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণ তারাও করেন।

আধুনিক ফ্রান্সের ইতিহাসে ইহুদিদের সেই ব্যাপক ধরপাকড়ের কলঙ্কজনক অধ্যায়টি ৭৫ বছর আগেকার। ১৯৪২ সালে নাৎসি অফিসারদের নির্দেশে ভেল দিভ সাইক্লিং ট্র্যাক থেকে ১৩ হাজারেরও বেশি ফরাসি ইহুদিকে আটক করে সে দেশের পুলিশ। তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। ছিল চার হাজারেরও বেশি শিশু। যাদের একশোরও কম শেষ পর্যন্ত বেঁচেছিল। অর্ধেক শতক পার হওয়ার পরে ফরাসি পুলিশের এই ভূমিকা নিয়ে প্রথম ক্ষমা চেয়েছিলেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জাক শিরাক এবং পরবর্তীকালে ফ্রাসোয়াঁ ওলাঁদও।

● **ফাঁসি দেওয়ায় বিশ্বে পঞ্চম স্থানে পাকিস্তান :**

দোষীদের ফাঁসি দেওয়ার নিরিখে বিশ্বে পাঁচ নম্বরে পাকিস্তান। তালিকায় এর আগে রয়েছে চিন, ইরান, সৌদি আরব, ইরাকের নাম। সন্ত্রাসবাদের 'আঁতুর' হিসাবে পরিচিত পাকিস্তানে সব থেকে বেশি ফাঁসি হয় জঙ্গি কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে। গত ৬ জুলাই 'জাস্টিস প্রজেক্ট পাকিস্তান' নামক লাহৌরের এক মানবাধিকার সংগঠনের রিপোর্ট থেকে মিলেছে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১৫-র ডিসেম্বর থেকে ২০১৭-র মে মাসের মধ্যে মোট ৪৬৫ জনের ফাঁসি হয়েছে পাকিস্তানে। শুধুমাত্র সিন্ধপ্রদেশে ৭৮ শতাংশ ফাঁসি হয়েছে সন্ত্রাসবাদী কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে। এর পর রয়েছে যথাক্রমে বালুচিস্তান এবং পাক পাঞ্জাবের স্থান।

রিপোর্টে আরও দাবি, ১৯৪৭ থেকে এখনও পর্যন্ত মোট ৮২০০ জনের ফাঁসি কার্যকর করা হয়েছে পাকিস্তানে। যদিও ২০০৮ থেকে ফাঁসির উপর স্থগিতাদেশ জারি করে তৎকালীন পাকিস্তান পিপলস পার্টি। কিন্তু, ২০১৪-র ১৭ ডিসেম্বরে পেশোয়ারের স্কুলে জঙ্গি হামলার পর ফাঁসির উপর থেকে স্থগিতাদেশ তুলে নেওয়ার দাবিতে সরব হয় বেশ কয়েকটি মানবাধিকার সংগঠন। অবশেষে, ২০১৫-র ডিসেম্বর থেকে ফাঁসি রদের উপর থেকে স্থগিতাদেশ তুলে নেওয়া হয়।

জাতীয়

➢ সম্প্রতি কৃষক আত্মহত্যা নিয়ে এক রিপোর্ট পেশ করেছে কেন্দ্র। তাতে বলা হয়েছে, ২০১৬ সালের হিসেবে দেশ জুড়ে মোট ১১ হাজার ৪০০ জন কৃষক আত্মঘাতী হয়েছেন। কেন্দ্রের জাতীয় ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো-র (এনসিআরবি)-র তথ্য অনুযায়ী, ২০১৬ সালে মোট ১১,৪০০ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। ২০১৫ সালে সেই সংখ্যাটা ছিল ১২,৬০২। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী রাধামোহন সিংহ জানিয়েছেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের রক্ষাকবচ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা চালু হয়েছে। কেন্দ্রের তরফে ফসল বিমা খাতে ৩,৫৬০ কোটি টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। ৩,৫৪৮ কোটি টাকা আত্মঘাতী কৃষক পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে।

● **দেশের ১৪-তম রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ :**

৪,১২০ জন বিধায়ক এবং ৭৭৬ জন সাংসদ মিলিয়ে মোট ৪,৯৮৬ জনের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার কথা ছিল। গত ১৭ জুলাই দেশের ১৪-তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট পড়ল প্রায় ৯৯ শতাংশ। দেশের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন এনডিএ প্রার্থী রামনাথ কোবিন্দ। গত ২০ জুলাই প্রকাশিত ভোটের ফলাফলের বিচারে বিরোধী জোটের প্রার্থী মীরা কুমারকে ৬৬ শতাংশ ভোটে পরাজিত করেন তিনি। ২৪ জুলাই রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব শেষ হয় প্রণব মুখোপাধ্যায়ের। পর দিন দেশের চতুর্দশতম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন রামনাথ কোবিন্দ। এই প্রথম উত্তরপ্রদেশ থেকে রাইসিনা হিলসে রাষ্ট্রপতি ভবনে পা রাখলেন কোনও ব্যক্তি। এর আগে বিহারের রাজ্যপাল পদে ছিলেন কোবিন্দ।

● **উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী বেঙ্কাইয়া নায়ডু ও গোপালকৃষ্ণ গান্ধী :**

শেষ দিনে উপরাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়নপত্র পেশ করলেন এনডিএ-র প্রার্থী বেঙ্কাইয়া নায়ডু ও বিরোধী জোট প্রার্থী গোপালকৃষ্ণ গান্ধী। গত ১৮ জুলাই সংসদ ভবনে এসে মনোনয়নপত্র জমা দেন নায়ডু। ১৭ জুলাই সন্ধ্যায় বিজেপি-র পরিষদীয় বোর্ডের বৈঠকে বেঙ্কাইয়া নায়ডুর নাম চূড়ান্ত হয়। সেদিনই কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন এবং তথ্য ও সম্প্রচার দপ্তরের দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দিয়ে ইস্তফাপত্র প্রধানমন্ত্রীকে পাঠিয়ে দেন। বেঙ্কাইয়া নায়ডুর ইস্তফার পর আপাতত নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলাবেন নরেন্দ্র সিংহ তোমর। অন্য দিকে, স্মৃতি ইরানিকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ৫ আগস্ট হবে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন। বেঙ্কাইয়া নায়ডুর লড়াই পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর সঙ্গে। ওই দিনই ফল ঘোষণা

হবে। রাষ্ট্রপতি পদে বিধায়কদেরও ভোটাধিকার রয়েছে, উপরাষ্ট্রপতি পদে শুধু লোকসভা এবং রাজ্যসভার সাংসদরাই ভোট দিতে পারেন।

● **ভারতের প্রথম হেরিটেজ শহর আমদাবাদ :**

দিল্লি-মুম্বইকে পিছনে ফেলে ভারতের প্রথম হেরিটেজ শহরের মর্যাদা পেল আমদাবাদ। গত ৮ জুলাই পোল্যান্ডের ক্রাকৌয়ে ইউনেস্কো-র ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটি এই সিদ্ধান্তের কথা জানায়। ট্যুইটারে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন ইউনেস্কোয় ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি রুচিয়া কামবোজ। তিনি ট্যুইটে লেখেন, একাদশ শতকে তৈরি হওয়া আমদাবাদ শহরটি খুব ঐতিহ্যশালী। প্রাচীন এই শহর মহাত্মা গান্ধীর স্বাধীনতা সংগ্রামের নিদর্শনও বহন করছে। এখানে ৩৬-টির বেশি ঐতিহ্যশালী স্থাপত্য রয়েছে। এছাড়া এই শহরে রয়েছে কয়েকশো পুরনো স্তম্ভ। বহু হিন্দু এবং জৈন মন্দিরের পাশাপাশি ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্য বা হিন্দু-মুসলিম শিল্পের অবস্থান আদতে এই শহরের ঐক্য ও সম্প্রীতির বার্তা বহন করে। এ সব ঐতিহ্যশালী বিষয়গুলিকে নজরে রেখেই এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে আমদাবাদকে। জানা গিয়েছে, আমদাবাদ ছাড়াও বাছাই-এর তালিকায় ছিল দেশের রাজধানী দিল্লি ও মুম্বইয়ের নাম। এর ফলে প্যারিস, কায়রোর মতো শহরের সঙ্গে এক আসনে বসল আমদাবাদও। এর আগে উপমহাদেশ থেকে শ্রীলঙ্কার গল ও নেপালের ভকতপুর ইউনেস্কোর তালিকায় স্থান পেয়েছিল।

● **দিল্লিতে সরকারি হাসপাতাল ফেরালে প্রাইভেটে নিঃখরচায় চিকিৎসা :**

সরকারি হাসপাতালে জায়গা না পেলেই এবার নিঃখরচায় চিকিৎসা করবে বেসরকারি হাসাপাতাল। নতুন স্বাস্থ্য প্রকল্পে দিল্লিবাসীদের জন্য এমনই সুযোগ নিয়ে এল অরবিন্দ কেজরীয়ালের সরকার। তবে এর কিছু শর্ত রয়েছে। সরকারি হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের জন্য যদি কোনও রোগীকে ন্যূনতম এক মাস অপেক্ষা করতে হয়, তা হলে তার চিকিৎসা বেসরকারি হাসপাতালে করানো হবে। এর জন্য কোনও খরচ লাগবে না। সেক্ষেত্রে অবশ্য সংশ্লিষ্ট সরকারি হাসপাতালকেই উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে রোগীকে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য রেফার করতে হবে। সেই কাগজপত্র খতিয়ে দেখবে স্বাস্থ্য দপ্তর। তার পরই রোগীর অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করা হবে। রাজ্যের বেসরকারি হাসপাতালগুলোর মধ্যে দিল্লি, গুরুগ্রাম, ফরিদাবাদ এবং নয়ডার মোট ৪৮-টি বেসরকারি হাসপাতালকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। এর মধ্যে কোন হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করাতে চান তা রোগী নিজেই পছন্দ করতে পারবেন। তবে রোগীকে দিল্লির বাসিন্দা হতে হবে আর যে কোনও অস্ত্রোপচারের জন্য এই প্রকল্প নয়। কিডনি, বাইপাস, প্রস্টেট, থাইরয়েডের মতো মোট ৫২-টি জীবনদায়ী অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রেই রোগীরা এই সুযোগ পাবেন।

● **মুখ্য নির্বাচন কমিশনার অচলকুমার :**

দেশের পরবর্তী মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হলেন অচলকুমার জ্যোতি। অচলকুমারকে দেশের নির্বাচন কমিশনের সর্বোচ্চ পদাধিকারী হিসেবে নিয়োগ করল কেন্দ্র সরকার। গত ৫ জুলাই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে অবসর নেন নসীম জৈদী। পরের দিন, অর্থাৎ, ৬ জুলাই কার্যভার গ্রহণ করেন অচলকুমার। ২০১৫-র ৮ মে তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশনে যোগ দেন ১৯৭৫ ব্যাচের আইএএস অফিসার অচলকুমার। নরেন্দ্র মোদী গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সে রাজ্যের মুখ্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ৬৪ বছরের এই আমলা। ২০১৩-য় সেই পদ থেকে অবসর নেন তিনি। আগামী বছরের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে কাজ করবেন তিনি।

● **শান্তির হালহকিকৎ জানাল সমীক্ষা :**

গত বছরের তুলনায় হিংসা কমেছে, আইন আরও বেশি করে রক্ষাকর্তার ভূমিকা নিয়েছে, কিন্তু গত এক দশকের তুলনায় ভারত আরও অশান্ত হয়ে উঠেছে। এই রিপোর্ট নিউইয়র্কের থিঙ্কট্যাঙ্ক সংস্থা 'ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড পিস'-এর। শান্তির হালহকিকৎ কেমন, কোন কোন দেশ আগের চেয়ে বেশি/কম শান্ত ইত্যাদি ফি বছর বিচার করে সংস্থাটি। ১৬৩-টি দেশকে নিয়ে করা ওই সমীক্ষা জানাচ্ছে, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকার চেয়েও বেশি হিংসাকবলিত আমাদের দেশ। বেড়েছে বহির্শত্রুর হামলায় মৃত্যুর ঘটনাও। মূলত জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাস ও সংঘর্ষের জন্যই। বিশ্বে এই মুহূর্তে সবচেয়ে শান্তির দেশ আইসল্যান্ড। সবচেয়ে অশান্ত যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়া। তবে গোটা বিশ্ব গত বছরের তুলনায় একটু বেশি 'শান্তিপূর্ণ' হয়ে উঠেছে। সমীক্ষা জানাচ্ছে, 'ব্রিকস' ও দক্ষিণ এশীয় দেশগুলির মধ্যে শান্তির নিরিখে ব্রাজিল, চিন আর দক্ষিণ আফ্রিকার পরে রয়েছে ভারতের নাম। একমাত্র রাশিয়া রয়েছে ভারতের পরে। আর দক্ষিণ এশীয় দেশগুলির মধ্যে ভুটান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও নেপালের পরে রয়েছে ভারতের নাম, শান্তির মানদণ্ডে। শুধু পাকিস্তান আর আফগানিস্তান পিছিয়ে রয়েছে ভারতের চেয়ে।

● **শুধু সরকারি ভবনেই আধার :**

এবার থেকে শুধুমাত্র সরকারি ভবনেই তুলতে হবে আধার কার্ডের জন্য ছবি। প্রতিটি রাজ্য সরকারকে এ মর্মে বিশেষ নির্দেশিকা পাঠাল আধার প্রস্তুতকারক সংস্থা ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (ইউআইএডিএ)। আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য সব রাজ্যকে নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। ইউআইএডিএ-র তরফে জানানো হয়েছে, বর্তমানে গোটা দেশে মোট ২৫,০০০-টি কেন্দ্রে আধার কার্ডের ছবি তোলা হয়। যার মধ্যে রয়েছে সরকারি ভবনের পাশাপাশি ক্লাব, বেসরকারি স্কুলও। এবার থেকে আর কোনও বেসরকারি ভবনে আধারের ছবি তোলা যাবে না। এর বদলে কেবলমাত্র পুরসভা ভবন, জেলা পরিষদ, ডিসট্রিক্ট কালেকটর অফিসের মতো সরকারি ভবনে তুলতে হবে আধার কার্ডের ছবি। পাশাপাশি ব্লক অফিস, তালুক অফিস বা অন্য কোনও সরকারি দপ্তরেও তোলা যাবে আধারের ছবি। এত দিন যেসব বেসরকারি ভবনে আধার কার্ডের ছবি তোলা হ'ত, সেগুলি ৩১ আগস্টের মধ্যে সরকারি ভবনে স্থানান্তরিত করতেও বলা হয়েছে।

● **আধার নিয়ে স্থগিতাদেশ দিতে রাজি না সুপ্রিম কোর্ট :**

বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা নিতে আধার বাধ্যতামূলক করেছে কেন্দ্র সরকার। বিতর্ক হলেও সরকারের এই সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ দিতে রাজি হল না সুপ্রিম কোর্ট। ভারতের মতো দেশে সামাজিক প্রকল্পগুলির সুবিধা পেতে কেন্দ্র আধার কার্ডের শর্ত চাপাচ্ছে কেন—এই উদ্বেগকে সামনে রেখে মামলা হয়েছে আদালতে। তবে সুপ্রিম কোর্টে সরকার আশ্বাস দিয়েছে, আধার নিয়ে এই পদক্ষেপে কাউকে বঞ্চিত করা হবে না। কেন্দ্রের তরফে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল তুষার মেটা শীর্ষ আদালতে বিচারপতি এ. এম. খানউইলকার ও বিচারপতি নবীন সিংহকে জানান, যদি কারও আধার কার্ড না-ও থাকে, সামাজিক প্রকল্পগুলির সুবিধা তিনি পেতে পারেন। আদালতে কেন্দ্র গত ৮ ফেব্রুয়ারির সরকারি বিজ্ঞপ্তির প্রসঙ্গ তুলে ধরে। যেখানে জানানো হয়, আধার না থাকলেও গণবণ্টন ব্যবস্থার সুবিধা মিলতে পারে। এ জন্য ভোটার পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, প্যান কার্ড দাখিল করা যাবে। এর অর্থ হল, সুবিধা পেতে পরিচয় দিতে হবে; ভুয়ো ব্যক্তিকে সামাজিক

প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হবে না। কেন্দ্র আদালতে জানিয়েছে, অন্তত ১০ ধরনের পরিচয়পত্র ব্যবহার করে সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা নেওয়া যাবে। তবে সুবিধাভোগীকে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই আধার কার্ডের ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে।

● **গোপনীয়তা খর্বের মামলায় ৯ সদস্যের বেঞ্চ :**

সরকার আধারকে সব সামাজিক প্রকল্পে বাধ্যতামূলক করতে চাওয়ায় নাগরিকদের গোপনীয় তথ্য ফাঁস হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। প্রশ্ন উঠেছে, গোপনীয়তা কি মানুষের সাংবিধানিক অধিকারের মধ্যে পড়ে না? এই প্রশ্নের নিষ্পত্তির জন্য নয় সদস্যের বেঞ্চ গঠন করল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি জে. এস. খেহরের নেতৃত্বে ২০ জুলাই থেকে শুরু হয় শুনানি।

বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে আধার বাধ্যতামূলক করায় সরকারের পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়। ১২ জুলাই আধারের গোপনীয়তা সংক্রান্ত বিষয়টি দেখার জন্য ৫ সদস্যের বেঞ্চ গঠন করে কোর্ট। এবার আরও বড়ো বেঞ্চের সামনে মামলাটিকে রাখা হচ্ছে। যদিও কেন্দ্র সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছে, গোপনীয়তার অধিকার সাধারণ আইনি অধিকার, দেশের মানুষের সাংবিধানিক অধিকার নয়। ১৯৫৪ সালে সুপ্রিম কোর্টের ৮ বিচারপতির বেঞ্চ ও ১৯৬২ সালে ৬ বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, গোপনীয়তার অধিকার সাংবিধানিক অধিকার নয়। একে হাতিয়ার করেই কেন্দ্র জানিয়েছে, আধার-এ গোপনীয়তার সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে, এই যুক্তিতে কোনও জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা যাবে না।

● **ফের নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী টি. আর. জেলিয়াং :**

সুরহোঝেলি লিঝিৎসুর সরকার পড়ে গেল নাগাল্যান্ডে। রাজ্যপাল পি. বি. আচার্য ১৯ জুলাই নাগাল্যান্ড বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে। কিন্তু সুরহোঝেলি এবং তার সমর্থক বিধায়করা বিধানসভায় যানই নি। ফলে মুলতুবি হয়ে যায় অধিবেশন, পতন ঘটে মন্ত্রিসভার। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী টি. আর. জেলিয়াং-কে নাগাল্যান্ডের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন রাজ্যপাল। ১৯ জুলাই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়ে ২১ জুলাই আস্থাভোটে ৫৯-এর মধ্যে ৪৭ জন বিধায়ক তার সমর্থন করায় বিধানসভাতেও সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দিয়ে দেন জেলিয়াং। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী পদে বসেছিলেন সুরহোঝেলি লিঝিৎসু। পূর্ববর্তী মুখ্যমন্ত্রী টি. আর. জেলিয়াং প্রবল বিক্ষোভের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু কয়েক মাস কাটতে না কাটতেই শাসক দল নাগাল্যান্ড পিপলস ফ্রন্টের (এনপিএফ) অধিকাংশ বিধায়ক ফের শিবির বদল করে জেলিয়াংকে মুখ্যমন্ত্রী পদে ফেরানোর দাবি তুলতে থাকেন। ৬০ সদস্যের নাগাল্যান্ড বিধানসভায় ৪১ জন সদস্যই তার সঙ্গে রয়েছেন বলে টি. আর. জেলিয়াং জানিয়েছিলেন রাজ্যপালকে। তার প্রেক্ষিতেই লিঝিৎসুকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের নির্দেশ দেন রাজ্যপাল। কিন্তু রাজ্যপালের নির্দেশকে হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন লিঝিৎসুরা। গুয়াহাটি হাইকোর্টের কোহিমা বেঞ্চ ১৮ জুলাই জানিয়ে দেয়, এ বিষয়ে রাজ্যপালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। এই রায় আসার পরই রাজ্যপাল অবিলম্বে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে বলেন লিঝিৎসুকে।

● **এমসিআই নিয়ে নয়া প্যানেল :**

ওভারসাইট কমিটির বদলে এবার 'মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া' (এমসিআই)-র কাজকর্মের উপরে নজরদারি করবে দেশের পাঁচ খ্যাতনামা চিকিৎসককে নিয়ে গঠিত একটি উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল। গত ১৮ জুলাই এ ব্যাপারে কেন্দ্রকে সবুজ সংকেত দেয় সুপ্রিম কোর্ট। আদালতের নির্দেশে এই পাঁচ চিকিৎসকের নাম সুপারিশ করেছিল কেন্দ্র। প্রধান বিচারপতি জে. এস. খেহরের নেতৃত্বে গঠিত শীর্ষ আদালতের পাঁচ বিচারপতির সংবিধান সংক্রান্ত বেঞ্চ জানিয়েছে, ওভারসাইট কমিটির মেয়াদ সদ্য শেষ হয়েছে। সেই জায়গায় পাঁচ চিকিৎসকের নাম সুপারিশ করেছিল কেন্দ্র। তারা প্রত্যেকেই স্বনামধন্য। তাই আদালতের আপত্তি নেই। এদের মধ্যে কেউ দায়িত্ব নিতে রাজি না হলে সেই জায়গায় অন্য কারও নাম ঠিক করার ক্ষমতাও আদালত কেন্দ্রের হাতে দিয়েছে। এমসিআই-এর কাজকর্মে নজর রাখার জন্য গত বছর শীর্ষ আদালতের নির্দেশেই ওভারসাইট কমিটি তৈরি হয়। সময়সীমা ছিল এক বছরের। তা শেষ হওয়ায় নতুন কমিটি তৈরি করা বা পুরনো কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন জানিয়ে শীর্ষ আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিল দেশের বেশ কয়েকটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ। এই আবেদনের ভিত্তিতেই সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রকে ওভারসাইট কমিটির বিকল্প হিসাবে একটি প্যানেল তৈরি করার নির্দেশ দেয়।

● **রেলের অর্ধেক ভরতুকি ছাড়তে পারবেন বয়স্করা :**

প্রবীণ নাগরিকেরা স্বেচ্ছায় রেলের টিকিটের ভরতুকি আংশিক পরিমাণে ছাড়তে চাইলে এবার থেকে পারবেন। এ জন্য নিয়ম পরিবর্তন করছে কেন্দ্র। শুরু হয়েছে টিকিট বুকিং সফ্‌টওয়্যারে পরিবর্তনের কাজও। তবে এই ছাড়ের বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে না। বর্তমানে প্রবীণ নাগরিকদের ট্রেনের টিকিটে পঞ্চাশ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়ে থাকে। ইন্টারনেট বা কাউন্টারে টিকিট কাটার সময়ে ফর্মেই জানতে চাওয়া হয় ওই ব্যক্তি টিকিটে ছাড় চান কি না। অর্থাৎ, হাজার টাকার টিকিট কোনও প্রবীণ যাত্রী হাজার টাকা দিয়েই কিনতে পারেন। আর ছাড় নিলে তাকে ওই টিকিটের জন্য পাঁচশো টাকা দিতে হয়। নতুন নিয়মে ছাড়ের পাঁচশো টাকার অর্ধেক এখন ভাড়ার সঙ্গে যুক্ত হবে। অর্থাৎ যিনি অর্ধেক ছাড় চান, তাকে ৭৫০ টাকা দিতে হবে। বর্তমানে প্রবীণ, প্রতিবন্ধী, রুগি, পদ্ম পুরস্কার প্রাপক-সহ মোট ৫৩ রকমের ছাড় দেয় রেল। এ জন্য বছরে ভরতুকি দিতে হয় ১৬৭০ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রবীণদের টিকিটে ভরতুকির পরিমাণ ১৩৭০ কোটি টাকা। ভরতুকির বড়ো অংশ বেরিয়ে যায় এই খাতে।

● **রেলের নিয়োগ পরীক্ষা অনলাইনে :**

রেল সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তাদের পুরো নিয়োগ পরীক্ষাই কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইনে নেওয়ার বন্দোবস্ত চূড়ান্ত করে ফেলেছে। এই প্রক্রিয়া সেপ্টেম্বরেই শুরু হবে। আসলে দেশ জুড়ে ভুয়ো নিয়োগ সংস্থার দৌরাত্ম্যে উদ্বিগ্ন রেল। জাল প্যাড, জাল রবার স্ট্যাম্প তৈরি করে এখানে-সেখানে রীতিমতো অফিস খুলে বসেছে বেশ কিছু মানুষ। তাদের বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে অঢেল টাকা ঢেলে নিয়োগপত্রও পেয়ে যাচ্ছেন অনেকে। পরে দেখা যাচ্ছে, সেই সব নিয়োগপত্র জাল। শুধু জাল নিয়োগ সংস্থার প্রতারণা চক্র নয়। রেলের নিয়োগ পরীক্ষায় জাল পরীক্ষার্থী নিয়ে প্রতিবারেই অজস্র অভিযোগ ওঠে। কখনও-সখনও ধরাও পড়ে যায় অভিযুক্তেরা। অনেক ক্ষেত্রে আবার উত্তরপত্র বাইরে এনে পরীক্ষা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। পরীক্ষার ফল নিয়েও ওঠে নানা ধরনের অভিযোগ। এই ধরনের যাবতীয় অনিয়ম-দুর্নীতি রুখতে কেন্দ্রীয় অনলাইন পরীক্ষা কার্যকর হবে বলে মনে করা হচ্ছে। রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড (আরআরবি) যেসব নিয়োগ পরীক্ষা পরিচালনা করবে, সেখানেও চালু হচ্ছে অনলাইন ব্যবস্থা। প্রধানমন্ত্রীর ডিজিট্যাল ইন্ডিয়া প্রকল্প ইতোমধ্যেই দেশের সর্বত্র কার্যকর হয়ে গিয়েছে। তাই

রেলের অনলাইন পরীক্ষায় সমস্যা হবে না। রেলে চতুর্থ শ্রেণির পদের নিয়োগ পরীক্ষাকে আপাতত অনলাইন পদ্ধতির বাইরে রাখা হচ্ছে। তবে স্বচ্ছতা আনতে গ্রুপ-সি থেকে শুরু করে উপরের দিকে বাকি সব পরীক্ষাই দিতে হবে অনলাইনে।

পশ্চিমবঙ্গ

- বহু জনপ্রিয় টিভি ধারাবাহিকের কাহিনীকার লীনা গঙ্গোপাধ্যায় এবার রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন হলেন। গত ১৮ জুলাই নতুন ভূমিকায় দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তিনি। উল্লেখ্য, বছর তিনেক ধরে সমাজকল্যাণ দপ্তরের নারী উন্নয়ন নিগমের তিনি চেয়ারপার্সন।
- হাসপাতালই ঠিকানা হয়ে গিয়েছে এমন বৃদ্ধ রোগীদের বাড়ি ফেরানোর কাজ শুরু করলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যামেচার রেডিও ক্লাবের সদস্যেরা। উদ্যোগটা অবশ্য রাজ্য সরকারের। সম্প্রতি এ কাজ শুরু হল ব্যারাকপুর থেকে। বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে এমন অনেক রোগী আছেন, যারা ঠিক মতো বাড়ির ঠিকানা বলতে পারেন না। হাসপাতালের কাছেও তাদের ঠিকানা নেই। ওই রোগীদের আঙুলের ছাপ নিয়ে তাদের বাবা বা স্বামীর নাম জেনে ঠিকানা পাওয়ার ভাবনাটা মাথায় এসেছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যামেচার রেডিও ক্লাবের অম্বরীশ নাগবিশ্বাসের। কারণ, যাদের আধার কার্ড আছে, এই প্রক্রিয়ায় তাদের ঠিকানা জেনে ঘরে ফেরানো সম্ভব।

● **রাষ্ট্রপুঞ্জে শিরোপা কন্যাশ্রীর :**

গত ২৩ জুন দ্য হেগ-এ রাষ্ট্রপুঞ্জের জন পরিষেবা ফোরামের সভাগৃহে 'কন্যাশ্রী' সেরার সেরা শিরোপা পেল। ৬২-টি দেশের ৫৫২-টি মনোনয়ন জমা পড়েছিল। 'কন্যাশ্রী' সবাইকে পিছনে ফেলল। অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের প্রথম দিন ২২ জুন কন্যাশ্রী প্রকল্পটি প্রতিযোগিতায় নামে। রাষ্ট্রপুঞ্জের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল টমাস গ্যাশ তার দু' দফার বক্তৃতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নাবালিকা বিয়ে রুখতে কন্যাশ্রীর কথা উল্লেখ করায় আশা জাগে।

● **দেশের সবচেয়ে সস্তার শহর কলকাতা, বিশ্বে ২৬-তম :**

খাওয়া, থাকার খরচখরচার নিরিখে এ দেশে সবচেয়ে সস্তার শহর কলকাতা। গোটা বিশ্বে এই নিরিখে সস্তা শহরগুলির মধ্যে কলকাতার নাম রয়েছে ২৬ নম্বরে। তার পরে তালিকায় ভারতের সস্তার শহর হিসাবে নাম আছে বেঙ্গালুরুর (বিশ্বে ৪৪-তম)। তিন নম্বরে রয়েছে চেন্নাই (বিশ্বে ৭৫-তম), চারে দিল্লি (বিশ্বে ১১১-তম)। আর খাওয়া-থাকার খরচখরচার নিরিখে ভারতে সবচেয়ে দামি বলিউডের শহর মুম্বই। বিশ্বে সবচেয়ে দামি শহরগুলির মধ্যে মুম্বইয়ের নাম রয়েছে ৫৭ নম্বরে। বিশ্বের ২০৯-টি শহরকে নিয়ে সমীক্ষক সংস্থা 'মার্সার'-এর ২৩-তম 'কস্ট অফ লিভিং সার্ভে'-র ফলাফলই ওই তথ্য দিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, বিশ্বের সবচেয়ে দামি শহরের তালিকায় প্রথম ৫০-টির মধ্যে শিগগিরই ঢুকে পড়তে চলেছে মুম্বইয়ের নাম। তালিকায় মুম্বইয়ের পরে ভারতের দামি শহরগুলি হল যথাক্রমে দিল্লি (বিশ্বে ৯৯-তম), চেন্নাই (বিশ্বে ১৩৫-তম), বেঙ্গালুরু (বিশ্বে ১৬৬-তম) ও কলকাতা (বিশ্বে ১৮৪-তম)।

বিশ্বের সবচেয়ে দামি ১০ শহর হল অ্যাঙ্গোলার লুয়ান্ডা, হংকং শহর, জাপানের রাজধানী টোকিও, সুইৎজারল্যান্ডের জুরিখ, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়ার সোল, সুইৎজারল্যান্ডের জেনিভা, চিনের সাংহাই, আমেরিকার নিউইয়র্ক ও সুইৎজারল্যান্ডের বার্ন। আর বিশ্বের সবচেয়ে সস্তা ১০ শহর হল টিউনিসিয়ার টিউনিস, কিরঘিজস্তানের বিশকেক, ম্যাসিডোনিয়ার কোপঝে, নামিবিয়ার উইন্ডহোয়েক, মালাউইয়ির ব্লান্টায়ার, জর্জিয়ার টিবিলিসি, মেক্সিকোর মন্টেরে, বসনিয়া, হারজেগোভিনার সারাজেভো, পাকিস্তানের করাচি ও বেলারুশের মিনস্ক।

● **রাসায়নিক শিল্পের পার্ক রাজ্যে :**

রাজ্যে তৈরি হতে চলেছে রাসায়নিক শিল্পের (কেমিক্যাল) পার্ক। হাওড়ার রানিহাটি-আমতা রোডের পাশে। লগ্নির সম্ভাব্য অংক ২,০০০ কোটি টাকা। জমি লাগবে ৪০০ একর। ২০০ একরের উপর প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হলে সেখানেই আড়াই হাজারেরও বেশি কর্মসংস্থান হবে। বছর তিনেকের মধ্যে প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটিই রাজ্যের প্রথম কেমিক্যাল পার্ক, যেখানে দু' দফায় তৈরি হওয়ার কথা ২০০-টি করে মোট ৪০০-টি কারখানা। দেশেও নতুন রাসায়নিক শিল্প তালুক তৈরি হচ্ছে প্রায় দু' দশক ধরে। গুজরাতের আঙ্কলেশ্বরের পরে এই প্রথম।

এই পার্ক তৈরি করছে ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (আইসিএমএ বা ইকমা)। এ জন্য ইকমা ইনফ্রাস্ট্রাকচার নামে বিশেষ সংস্থা (স্পেশ্যাল পারপাস ভেহিক্‌ল) গড়েছে তারা। সায় মেলার ৩ বছরের মধ্যেই এটি চালু করার লক্ষ্য রয়েছে। শিল্পে খরার এই রাজ্যের কাছে পার্কটি গুরুত্বপূর্ণ তো বটেই। সারা দেশেই রাসায়নিক শিল্পের পার্ক তৈরি হয়নি গত ২০ বছরে। দেশে যে ১৬-টি কেমিক্যাল পার্ক রয়েছে, তার সিংহভাগই গুজরাতে। তবে রাসায়নিক শিল্পের সব থেকে বেশি কারখানা রয়েছে মহারাষ্ট্রে।

● **স্টার্ট-আপের বাজার জোগাবে বণিকসভার পোর্টাল :**

একটি ওয়েব পোর্টাল। সেখানে কর্পোরেট দুনিয়ার মুশকিল আসান হয়ে স্টার্ট-আপগুলির লক্ষ্মীলাভের পথ খুলে দিচ্ছে বণিকসভা সিআইআই। এই যাত্রা শুরু হচ্ছে কলকাতা থেকে। প্রকল্প অনুযায়ী, ওই পোর্টালে বড়ো-মাঝারি সংস্থাগুলি তাদের সমস্যা জানাবে। যার সমাধান সূত্র খুঁজবে স্টার্ট-আপগুলি। সেই সূত্রের হাত ধরেই ক্রেতা পাওয়ার সুযোগ খুলবে তাদের সামনে। স্টার্ট-আপগুলিকে পোর্টালটি বাস্তব পরিস্থিতি বুঝতেও সাহায্য করবে। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় নতুন উদ্যোগে প্রকল্পের মূল ভাবনা মৌলিক, কিন্তু তার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা শূন্য। এই পোর্টালে দেওয়া সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখে কাজের আসল জায়গাটা বুঝতে পারবে তারা। কারণ, বাস্তবের সঙ্গে ভাবনার মিলমিশের অভাবই সাধারণ পুঁজি পাওয়ার পথে বাধা হয়। উদ্যোগ পুঁজি সংস্থাগুলিরও দাবি, লাভের আশা পূরণ না হওয়ার ভয়ে লগ্নিকারীরা হালে সতর্ক হচ্ছেন। যে কারণে প্রথম দফার লগ্নির অংক ২০১৫ সালের থেকে ২০১৬-তে ৬৫ শতাংশ কমেছে। বস্তুত, মেধা, ব্যবসার পরিকল্পনা ও পুঁজির মেলবন্ধন ঘটায় উদ্যোগ পুঁজি সংস্থা। কিন্তু বাজার গড়ে দেয় না। এই ঘাটতি পূরণেই সিআইআই কলকাতা থেকে চালু করেছে প্রকল্পটি। তবে অন্য শহরের স্টার্ট-আপও তাতে যোগ দিতে পারে। পুঁজি টানার চেয়েও ব্যবসা পাওয়ায় বেশি জোর দিচ্ছে পোর্টাল। তাই কোন স্টার্ট-আপ কত বেশি মুশকিল-আসান করল, তার ভিত্তিতেই মূল্যায়ন হবে তাদের।

● **বিসিপিএল বিক্রিতে স্থগিতাদেশ :**

বেঙ্গল কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস (বিসিপিএল) বিক্রি কিংবা বিলগ্নীকরণে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট।

গত ২২ জুন বিচারপতি দেবাংশু বসাকের নির্দেশ, স্থগিতাদেশ জারি থাকবে আগস্ট পর্যন্ত। আপাতত শিকেয় তুলে রাখতে হবে সংস্থার জমি বিক্রির পরিকল্পনাও। কেন্দ্র কেন সংস্থা বিক্রির কথা বলেছিল, তার কারণও আদালতে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে মোদী সরকারকে। ২০১৬-র ডিসেম্বরে যে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারীকরণ কিংবা বিলগ্নীকরণের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার কথা কেন্দ্র জানিয়েছিল, তার মধ্যে ছিল বেঙ্গল কেমিক্যালসও। কিন্তু তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে যায় সংস্থাটির কর্মী সংগঠন। আদালতের নির্দেশ, কেন্দ্রকে ২১ জুলাইয়ের মধ্যে হলফনামা দিতে হবে। তা নিয়ে ইউনিয়নের কোনও বক্তব্য থাকলে, তাদেরও তা পাল্টা হলফনামায় জানাতে হবে ২৮ জুলাইয়ের মধ্যে। মামলার পরবর্তী শুনানি আগস্টে।

● **প্রকল্প রিপোর্ট তৈরি শুরু চর্ম-তালুকের :**

চর্ম শিল্পে কেন্দ্রের অনুদান ও ভিন্ রাজ্যের প্রতিশ্রুত লগ্নি ধরে রাখতে তৎপর হল পশ্চিমবঙ্গ। বানতলায় চর্ম শিল্প-তালুক (মেগা ক্লাস্টার) গড়তে অবশেষে তৈরি হচ্ছে তার বিস্তারিত রিপোর্ট। এ নিয়ে দরপত্র চেয়েছিল রাজ্য। তাতে সাড়া দিয়ে আগ্রহপত্র জমা দিয়েছে উপদেষ্টা সংস্থা গ্রান্ট থর্নটন। রিপোর্ট তৈরির সম্ভাব্য খরচ সাড়ে ৭ কোটি টাকা। তা তৈরির পাশাপাশি প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রের যাবতীয় সায় আদায়ও নিশ্চিত করবে উপদেষ্টা সংস্থাটি। ২০১৬-র নভেম্বরে বানতলায় ওই চর্ম-তালুক তৈরির জন্য অর্থ দেওয়ার প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি দেয় কেন্দ্র। ইন্ডিয়ান লেদার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম থেকে সম্ভাব্য বরাদ্দ ১২৫ কোটি টাকা। শর্ত হল, যারা তালুক তৈরির দায়িত্বে, জমির মালিকানাও থাকতে হবে তাদের হাতে। কেন্দ্রের প্রস্তাবিত অনুদান হাতছাড়া হতে না দেওয়ার চেষ্টার পাশাপাশি এই তালুক নিয়ে রাজ্যের নড়েচড়ে বসার আর একটি কারণ হালে উত্তরপ্রদেশ থেকে ১৫-টি সংস্থার এখানে পুঁজি ঢালতে আগ্রহ। সেখানে সরকারি নিষেধাজ্ঞার জেরে অধিকাংশ কসাইখানা বন্ধ। কাঁচামালের টানে কাজ বন্ধ ৩০০-র বেশি ট্যানারিতে। ব্যবসা বাঁচাতে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিকভাবে ২,০০০ কোটি টাকা লগ্নির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ওই ১৫-টি সংস্থা। তালুকে কাজের সুযোগ তৈরির সম্ভাবনা কতখানি, তা স্পষ্ট শুধু তার জুতো-পার্কের তথ্যেই। কাউন্সিল অব লেদার এক্সপোর্টসের দাবি, এই পার্কে প্রতি দিন দেড় লক্ষ জোড়া জুতো তৈরি হবে। কাজ পাবেন ৫,০০০ জন।

● **পিএসসি নিয়ে জট কাটল শীর্ষ আদালতে :**

রাজ্য সরকারি পদে চাকরিপ্রার্থীদের ভবিষ্যৎ ঘিরে জটিলতা কাটল। চেয়ারম্যান নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগের জেরে রাজ্যের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চাকরির পরীক্ষা, ইন্টারভিউ স্থগিত রেখেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। গত ১৫ জুলাই সুপ্রিম কোর্ট সেই স্থগিতাদেশ খারিজ করে দিল। যার ফলে কমিশন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-ইন্টারভিউ নিতে পারবে। রাজ্যের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান শুভ্রাংশু শেখর চট্টোপাধ্যায় ও অন্য এক সদস্যের নিয়োগ অসাংবিধানিক উপায়ে হয়েছে, এই অভিযোগ তুলে হাইকোর্টে মামলা করেন কমিশনেরই প্রাক্তন কর্মী রামচন্দ্র ভট্টাচার্য। যুক্তি ছিল, এই নিয়োগের পিছনে রাজনৈতিক বদান্যতা রয়েছে। হাইকোর্ট অন্তর্বর্তী রায়ে জানায়, এই মামলার শুনানি চলাকালীন পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরীক্ষা বা ইন্টারভিউ নিতে পারবে না।

এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও তার চেয়ারম্যান। প্রধান বিচারপতি জে. এস. খেহরের বেঞ্চে কমিশনের আইনজীবী পীযূষ রায় যুক্তি দেন, চেয়ারম্যান নিয়োগের ক্ষেত্রে মামলাকারীদের কোনও অবস্থান থাকতে পারে না। শুভ্রাংশুবাবুর বায়োডেটা পেশ করে পীযূষ বলেন, উনি কোচবিহারের পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য-সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। ফলে তার যোগ্যতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। সর্বোপরি পাবলিক সার্ভিস কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। তার কাজে হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এর পরে প্রধান বিচারপতি খেহর ও বিচারপতি ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ জারি করার নির্দেশ দেয়। হাইকোর্টে মামলাকারী ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নোটিস জারি করে তাদের বক্তব্য জানতে চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

অর্থনীতি

- গত ২১ জুন কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে রিজার্ভ ব্যাংককে সমবায় ব্যাংকের সিন্দুকে থাকা পুরনো ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট জমা নেওয়ার নির্দেশ দেয়। যুক্তি, এতে কৃষকরা উপকৃত হবেন। কারণ সমবায় ব্যাংকগুলির পুঁজি আটকে থাকায় কৃষকরা ঋণ পাচ্ছিলেন না। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, কেরলের মতো রাজ্য থেকেও এই দাবি উঠেছিল। এইসব বাতিল নোট নিয়ে কোনও না কোনও সিদ্ধান্ত নিতেই হ'ত। সুপ্রিম কোর্টকেও তেমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল কেন্দ্রের তরফে।
- আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে বিমার আওতায় আসা মানুষের সংখ্যা দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ইনশিওরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া (আইআরডিএ)। চলতি অর্থবর্ষের প্রথম দু'মাসে ব্যক্তিগত জীবনবিমা প্রকল্প বিক্রির ক্ষেত্রে সম্মিলিত ভাবে বেসরকারি বিমা সংস্থাগুলির ব্যবসা বেড়েছে ৫৫ শতাংশ, সেখানে জীবনবিমা নিগমের ৪৫ শতাংশ। তবে এ পর্যন্ত দেশের জনসংখ্যার মাত্র ৩.২ শতাংশ মানুষকে জীবন বিমা ও সাধারণ বিমার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে কমপক্ষে ৬.৫ মানুষকে আওতায় আনতে চান বিমা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।
- ১৩ জুলাই এই প্রথম ৩২ হাজারের মাইলফলক পেরিয়ে গেল সেনসেক্স। ২৩২.৫৬ পয়েন্ট উঠে দিনের শেষে থামে ৩২,০৩৭.৩৮ অংকে। নজির গড়ে নিফ্‌টিও। ৭৫.৬০ পয়েন্ট এগিয়ে ৯,৮৯১.৭০ অংকের নতুন শিখরে পা রেখেছে তা। ডলারের সাপেক্ষে টাকার দামও ওই দিন ৯ পয়সা বেড়ে প্রায় তিন সপ্তাহে সর্বোচ্চ হয়েছে। এক ডলার ছিল ৬৪.৪৫ টাকা।
- জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর, এই তিন মাসের জন্য স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পগুলির সুদের হার ১০ বেসিস পয়েন্ট কমাল কেন্দ্র। এর আগে গত মার্চেও তা ১০ বেসিস পয়েন্ট ছাঁটা হয়েছিল। গত ৩০ জুন অর্থ মন্ত্রক জানিয়েছে, এই সিদ্ধান্তের ফলে পিপিএফ এবং এনএসসি, দু'টিরই সুদ আগের ৭.৯ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৭.৮ শতাংশ। প্রবীণ নাগরিক সঞ্চয় প্রকল্পে এখন মিলবে ৮.৩ শতাংশ। যা আগে ছিল ৮.৪ শতাংশ। সুদ কমেছে কিসান বিকাশপত্র, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা, ৫ বছরের রেকারিং ডিপোজিট ও ১-৫ বছরের মেয়াদি জমাতেও।
- এয়ার ইন্ডিয়া (এআই) বিলগ্নীকরণের জন্য অবশেষে নীতিগত সায় দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। গত ২৮ জুন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ

জেটলি বিলগ্নীকরণের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। এয়ার ইন্ডিয়ার বিলগ্নীকরণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত করার জন্য তৈরি হবে একটি মন্ত্রিগোষ্ঠী। সংস্থার কতটা অংশীদারিত্বের হাতবদল হবে, তা কার্যকর করার প্রক্রিয়া, বিলগ্নীকরণের খুঁটিনাটি চূড়ান্ত করবে তারাই। তবে চূড়ান্ত সিলমোহর দেবে মন্ত্রিসভা।

● **স্বস্তি খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হারে, তলানিতে শিল্প বৃদ্ধি :**

এ যাবৎকালীন সবচেয়ে নিচে নামল খুচরো মূল্যবৃদ্ধি। জুনে তা ছুঁয়েছে ১.৫৪ শতাংশ। তবে শিল্পোৎপাদন বেড়েছে আরও ঢিমেতালে। মে মাসে তা নেমে এসেছে ১.৭ শতাংশে। গত ১২ জুলাই প্রকাশিত জোড়া সরকারি পরিসংখ্যান অর্থনীতি নিয়ে আশা-আশঙ্কার ছবিই তুলে ধরেছে। প্রসঙ্গত, খুচরো মূল্যবৃদ্ধি হিসেবের জন্য নতুন পর্যায়ে এই সূচক চালু হয় ২০১২ সালে। তার আগে যে-সূচকটির সঙ্গে এর তুলনা টানা যায়, সেটি হল শিল্প শ্রমিকদের জন্য মূল্যবৃদ্ধির সূচক। ওই সূচক অনুযায়ী মূল্যবৃদ্ধি ১.৫৪ শতাংশের কাছাকাছি ছিল ১৯৯৯ সালে ও তারও আগে ১৯৭৮ সালে। নতুন পর্যায়ের সূচক এ বছর জুনের আগে এত নিচে নামেনি। মে মাসে তা ছিল ২.১৮ শতাংশ, গত বছরের জুনে ৫.৭৭ শতাংশ। মূলত শাক-সব্জি, ডাল ও দুধ-জাতীয় পণ্যের দাম কমাতেই এত নিচে নেমেছে মূল্যবৃদ্ধি। কেন্দ্রের পরিসংখ্যান অনুযায়ী জুনে খাদ্য সামগ্রীর দাম সরাসরি কমেছে ২.১২ শতাংশ। সবজির দর কমেছে ১৬.৫৩ শতাংশ। ডাল ও দুধ জাতীয় পণ্য ২১.৯২ শতাংশ। অন্যদিকে, গত বছরের মে মাসে ৮ শতাংশ হারে বেড়েছিল শিল্পোৎপাদন। কলকারখানা এবং খনি ক্ষেত্রে উৎপাদন ঢিমেতালে বাড়ার জেরেই এ বছর তা নেমে এসেছে ১.৭ শতাংশ। এর মধ্যে খনি ক্ষেত্রে উৎপাদন সরাসরি কমেছে ০.৯ শতাংশ হারে। কারখানার উৎপাদন বেড়েছে ১.২ শতাংশ। মূলধনী পণ্যের উৎপাদন মে মাসে কমেছে ৩.৯ শতাংশ। ২০১৬-র একই সময়ে তা বেড়েছিল ১৩.৯ শতাংশ হারে।

● **সুইস ব্যাংকে ভারতীয়দের গচ্ছিত টাকা কমেছে :**

সুইস ন্যাশনাল ব্যাংকের রিপোর্ট বলছে, ১৯৮৭ সালের পর থেকে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী সুইস ব্যাংকগুলিতে ভারতীয়দের গচ্ছিত টাকার পরিমাণ বেশ কমে গিয়েছে। ২০১৬ সালের হিসেবে এই পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৭৬ মিলিয়ন সুইস ফ্রাঁর কাছাকাছি। ভারতীয় টাকায় প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা। গত বছরে সুইস ব্যাংকগুলিতে বিদেশিদের জমানো টাকার পরিমাণ বেড়েছে ১.৪২ ট্রিলিয়ন ফ্রাঁ বা ৯৬ লক্ষ কোটি টাকার কাছাকাছি। গত ২৯ জুন সুইস ন্যাশনাল ব্যাংক জানিয়েছে, ভারতীয়রা ইদানীং সুইস ব্যাংকে কম টাকা রাখছেন। ২০১৬ সালে ভারতীয়দের জমা পড়া টাকার রিপোর্ট অনুযায়ী, সরাসরি গ্রাহকদের মাধ্যমে মোট ৩৭৭ মিলিয়ন সুইস ফ্রাঁ জমা পড়ে ব্যাংকগুলিতে। অন্যান্য ব্যাংকের মাধ্যমে জমা পড়ে প্রায় ৯৮ মিলিয়ন সুইস ফ্রাঁ। বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা অস্থাবর সম্পত্তির হিসেবে এই পরিমাণ প্রায় ১৯০ মিলিয়ন সুইস ফ্রাঁর কাছাকাছি। উল্লেখ্য, ২০০৬ সালের শেষের দিকে সুইস ব্যাংকগুলিতে ভারতীয়দের গচ্ছিত সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৬.৫ বিলিয়ন সুইস ফ্রাঁ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভারতীয় টাকার হিসেবে প্রায় ২৩ হাজার কোটি টাকা। তারপর এই প্রথম এত বিশাল অঙ্কে টাকার পরিমাণ কমল।

প্রসঙ্গত, গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টের গোপনীয়তা বজায় রাখায় সুইস ব্যাংকগুলি প্রায় কিংবদন্তি। ক্ষমতায় আসার পর জেনিভায় সুইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। করফাঁকি দিয়ে সুইস ব্যাংক লুকিয়ে রাখা টাকার তথ্য বিনিময় (অটোম্যাটিক এক্সচেঞ্জ অব ইনফর্মেশন) সংক্রান্ত চুক্তি হয় দু'দেশের মধ্যে। এই চুক্তি অনুযায়ী ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে সুইস ব্যাংকে ভারতীয়রা যে-সব অ্যাকাউন্ট খুলবেন, সেগুলিতে লেনদেনের তথ্য সরাসরি হাতে পারে ভারত। প্রথম বার তথ্য মিলবে ২০১৯-এর সেপ্টেম্বরে।

● **আধারের সঙ্গে না জুড়লেও বাতিল হবে না প্যান :**

প্যানের সঙ্গে আধার নম্বর জোড়ার জন্য ৩০ জুন পর্যন্ত সময়সীমা দিয়েছিল কেন্দ্র। কিন্তু এখনও কেউ তা না-করে থাকলে, তার প্যান কার্ড বাতিল হবে না বলে জানিয়েছে আয়কর দফতর। তবে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে আধার বাধ্যতামূলকই থাকছে। প্যানের সঙ্গে আধার নম্বর জোড়ার প্রসঙ্গে আয়কর দফতর জানিয়েছে, ৩০ জুনের মধ্যে নম্বর দু'টি না-জুড়লে প্যান কার্ড বাতিল হবে না। তবে পয়লা জুলাই থেকে নতুন প্যান ক্যার্ডের আবেদন করতে আধার বাধ্যতামূলক। আধার ছাড়া অনলাইনে আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়া যাবে না। সে ক্ষেত্রে আধার হাতে না-পেলে রিটার্ন ফর্মের সঙ্গে দিতে হবে তার জন্য আবেদনের প্রমাণপত্র (এনরোলমেন্ট আইডি)। আধার থাকলে আগে প্যানের সঙ্গে তা আগে যোগ করে নিতে হবে। রিটার্ন জমার সময় প্যানের সঙ্গে আধার যোগ না-হয়ে থাকলে, 'আইটিআর' ফর্ম দাখিলের সময় আধার নম্বর বা নিবন্ধীকরণের নম্বর দিলেই চলবে। তবে ৩১ আগস্টের মধ্যে আধার-প্যান যুক্ত করতেই হবে। না হলে রিটার্ন 'প্রসেস' করা হবে না।

● **সিগারেটে বাড়তি সেস :**

১৭ জুলাই জি এস টি পরিষদের বৈঠকে সিগারেটে বাড়তি সেস বসানোর কথা জানান অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। নতুন ব্যবস্থার ফাঁক গলে প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি যাতে মুনাফা পকেটে পুরতে না-পারে, সে জন্যই সেস বসানোর পদ্ধতি ঢেলে সাজাল কেন্দ্র। সিগারেটে ২৮ শতাংশ জি এস টি বহাল থাকছে। মূল্যের উপর ৫ শতাংশ সেস-ও থাকছে। উপরন্তু প্রতি এক হাজারটি সিগারেটের জন্য নির্দিষ্ট সেস বাড়ছে ৪৮৫-৭৯২ টাকা পর্যন্ত। সিগারেটের দৈর্ঘ্য ও সেটি ফিল্টার-যুক্ত কি না, তার উপর নির্ভর করবে এই হার। কেন্দ্রের দাবি, এতে বাড়তি ৫ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আসবে। এর আগে ফিল্টার ও নন-ফিল্টার সিগারেট ৬৫ মিমি দৈর্ঘ্য পর্যন্ত প্রতি হাজারে সেস ছিল ১,৫৯১ টাকা। বাদবাকি সিগারেট ২,১২৬-৪,১৭০ টাকা। এতে পুরনো জমানার তুলনায় মোট কর ও সেস কমেছিল। ফলে দামে ছাড় না-দিয়ে সংস্থাগুলি বাড়তি লাভ ঘরে তুলছিল বলে অভিযোগ।

● **ঋণ খেলাপের সমস্যা যুঝতে আসরে সেবি :**

বিপুল অনুৎপাদক সম্পদের সমস্যা মোকাবিলায় এ বার ময়দানে সেবি। সময়ে ধার মেটাতে না-পারার সমস্যায় জেরবার সংস্থাগুলিকে অধিগ্রহণের পথ কিছুটা সহজ করল শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক। গত ২১ জুন মুম্বাইয়ে সাংবাদিক বৈঠকে এই নিয়ম বদলের কথা জানান সেবি-র চেয়ারম্যান অজয় ত্যাগী। কোনও সংস্থা বিপুল অঙ্কের ঋণ সময়ে শোধ করতে না-পারায় হয়তো সেখানে তার বদলে শেয়ার নিয়েছে ঋণদাতা ব্যাংক। এ বার আর একটি সংস্থা সেই শেয়ার কিনে ঋণগ্রস্ত সংস্থাটিকে অধিগ্রহণ করতে চাইলে, তার জন্যই নিয়ম শিথিল করেছে সেবি। সে ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ভাবে খোলা বাজারে শেয়ার বিক্রির

প্রস্তাব দিতে হবে না। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এতে ঋণ খেলাপের দায়ে ধুঁকতে থাকা সংস্থার হাতবদল সহজ হবে। সুবিধা হবে নতুন দেউলিয়া বিধি কার্যকর করা। পি-নোট নিয়ে অবস্থানও আরও কড়া করেছে সেবি। তার উপর প্রতি তিন বছরে ১,০০০ ডলার করে ফি বসানোর কথা বলা হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে ফাটকা লেনদেনে তা ব্যবহারের উপরেও।

● **ছ'মাসে ব্যবস্থা ৫৫ ঋণ-খেলাপির বিরুদ্ধে :**

ঋণ খেলাপের অঙ্ক বিপুল, এমন ৫৫-টি অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে ছ'মাসের মধ্যে ব্যবস্থা নিতে বলল রিজার্ভ ব্যাংক। একই সঙ্গে, অনুৎপাদক সম্পদে রাশ টানতে গড়া তত্ত্বধানকারী কমিটি (ওভারসাইট কমিটি) সম্প্রসারণের কথাও জানিয়েছে তারা। সেখানে যুক্ত করা হচ্ছে তিন নতুন সদস্যকে। পাঁচ সদস্যের ওই প্যানেলের নেতৃত্ব দেবেন প্রাক্তন মুখ্য ভিজিল্যান্স কমিশনার প্রদীপ কুমার। অন্তত ৮ লক্ষ কোটি টাকার অনুৎপাদক সম্পদের বোঝা নিয়ে খাবি খাচ্ছে দেশের ব্যাংকিং শিল্প। এর মধ্যে কমপক্ষে ৬ লক্ষ কোটি রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির খাতায়। এই সমস্যায় রাশ টানতে হালে কোমর বেঁধে নেমেছে রিজার্ভ ব্যাংক। জুলাই মাসের গোড়াতেই নতুন দেউলিয়া বিধি প্রয়োগের জন্য ১২-টি অ্যাকাউন্টকে চিহ্নিত করেছে। যাদের প্রত্যেকের খেলাপি ঋণের অঙ্ক অন্তত ৫,০০০ কোটি। সম্মিলিত ভাবে মোট অনুৎপাদক সম্পদের এক-চতুর্থাংশই তৈরি হয়েছে তাদের দৌলতে। শীর্ষ ব্যাংকের যে অন্তর্বর্তী উপদেষ্টা কমিটি প্রথমে ১২-টি অ্যাকাউন্টের নাম বলেছিল, তারাই এই ৫৫-টি অ্যাকাউন্টকেও চিহ্নিত করেছে। অ্যাকাউন্টগুলির ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি। নইলে খোদ রিজার্ভ ব্যাংকই পদক্ষেপ নেবে সেগুলির ক্ষেত্রে নতুন দেউলিয়া বিধি কার্যকর করার জন্য। প্রসঙ্গত, কোনও সংস্থার ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা আছে, না কি তা দ্রুত গুটিয়ে ফেলাই বাস্তবসম্মত—বিআইএফআর উঠে যাওয়ার পরে এখন তা ঠিক হয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনালে (এনসিএলটি)। সেখানে যাওয়ার পর বিশেষজ্ঞ (ইনসলভেন্সি প্র্যাকটিশনার) নিয়োগের জন্য ৩০ দিন সময় পান ঋণগ্রহীতা। পুরো বিষয়টি নিয়ে যাবতীয় বিচার-বিবেচনার জন্য সাধারণত সময় মেনে ১৮০ দিন। সংস্থাকে গুটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হলে, নিয়োগ করতে হয় লিকুইডেটর। সম্পদ বেচে ধার চোকানোর প্রক্রিয়া দেখেন যিনি। ঋণ খেলাপের সমস্যা নিকেশে এই দেউলিয়া বিধিকেই অস্ত্র করছে শীর্ষ ব্যাংক।

● **গুগলকে ২৪০ কোটি ইউরো জরিমানা :**

গুগল সার্চ ইঞ্জিনে বিভিন্ন সংস্থার দেওয়া বিজ্ঞাপন কী ভাবে, কতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখানো হবে, সে ব্যাপারে 'নিয়মবহির্ভূত ভাবে' গুগল তার প্রভাব খাটাচ্ছে বলে অভিযোগ করল ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। সেই অভিযোগে গুগলের পেরেন্ট অর্গানাইজেশন 'অ্যালফ্যাবেট'কে ২৪০ কোটি টাকা জরিমানা করল ইইউ। নিজেদের শুধরে নেওয়ার জন্য গুগলকে ৩ মাসের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে ইইউ। না হলে 'অ্যালফ্যাবেট'কে দিনে তাদের গড় লেনদেনের ৫ শতাংশ জরিমানা দিতে হবে। কোনও একটি সংস্থার বিরুদ্ধে এই প্রথম এত বড় অংকের জরিমানা করল ইইউ। এর আগে ২০০৯-এ মার্কিন চিপ প্রস্তুতকারক সংস্থা 'ইনটেল'কে ১০৬ কোটি ইউরো জরিমানা করেছিল ইইউ। গুগল যে কাজ করছে তাকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের 'বিশ্বাস বিরোধী আইন' (অ্যান্টি ট্রাস্ট রুল) অনুযায়ী 'বেআইনি' মনে করে বলে জানিয়েছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের কম্পিটিশন কমিশনার মার্গারেট ভেস্টাগার।

খেলা

- ২০১২ সালের পর ফের পাকিস্তান ক্রিকেটে সব ফর্ম্যাটে এক জনই অধিনায়ক। মিসবা-উল-হক অবসর নেওয়ার পর সরফরাজ আহমেদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল একদিনের দলের দায়িত্ব। তার হাত ধরেই দীর্ঘদিন পর আইসিসি-র ৫০ ওভারের টুর্নামেন্টে সাফল্য এসেছে পাকিস্তানের। সম্প্রতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পাকিস্তান। সেই পুরস্কারই পেলেন সফল অধিনায়ক। গত ৪ জুলাই তাকে টেস্ট দলের অধিনায়ক ঘোষণা করা হয়। পাকিস্তানের ৩২-তম টেস্ট অধিনায়ক হলেন সরফরাজ।
- গত ১১ জুলাই সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত কমিটি অব অ্যাডমিনিস্ট্রেটর্স (সিওএ), সে দিনই কোচের নাম ঘোষণা করতে হবে জানিয়ে দেওয়ার পর রবি শাস্ত্রীকে হেড কোচ করা হয়। বোলিং কোচ হিসেবে জাহির খান এবং বিদেশে ব্যাটিং কোচ হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়কে আনা হয়েছে। দ্রাবিড় অবশ্য জুনিয়র দলেরও কোচ।
- ইন্ডিয়ান সুপার লিগকে সরকারি লিগের তকমা দিল এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন। পরের মরসুম থেকে আইএসএল চ্যাম্পিয়নরা খেলতে পারবেন এএফসি কাপে। বর্তমানে নীতা অম্বানী পরিচালিত আইএসএল-এর ফ্র্যাঞ্চাইজি সংখ্যা দশ।

● **উইম্বলডন, ২০১৭ :**

গত ৩ জুলাই থেকে শুরু হয় উইম্বলডন। গত ১৫ জুলাই মহিলাদের ফাইনালে দশম বাছাই এবং চোদ্দতম বাছাইয়ের লড়াই ছিল উত্তেজনায় ঠাসা। পাঁচবারের বিজয়ী ভেনাস উইলিয়ামকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে কেরিয়ারের প্রথম উইম্বলডন জিতে নিলেন গারবিনে মুগুরুজা। মুগুরুজার পক্ষে খেলার ফল ছিল ৭-৫, ৬-০। অন্যদিকে, রজার ফেডেরার আটবারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন, ১৯-টি গ্র্যান্ডস্ল্যামের মালিক গত ১৬ জুলাই আবারও চিনিয়ে দিলেন নিজের জাত। টুর্নামেন্টে একটাও সেট ড্র না করে চ্যাম্পিয়ন হলেন ফেডেরার, সপ্তম বাছাই ক্রোয়েশিয়ার মারিন চিলিচকে ৬-৩, ৬-১, ৬-৪-এ হারিয়ে। উইম্বলডনের ইতিহাসে সব থেকে বেশি বয়সী চ্যাম্পিয়ন। তার ৩৫ বছরে এই সাফল্য ছাপিয়ে গেল ৩২ বছরে উইম্বলডন জয়ী আর্থার অ্যাশকে। ১৯৭৬ সাল থেকে এই রেকর্ড ছিল অ্যাশের দখলে।

● **ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ৯৬-এ উঠে এল ভারত :**

১৯৯৬-এর পর আবার এই প্রথম। সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্কিংয়ে পৌঁছল ভারতীয় ফুটবল। ৯৬-এ উঠে এলেন সুনীল ছেত্রীরা। এএফসি-তে ভারত ১২-তম স্থানে রয়েছে। এখনও পর্যন্ত ভারতের সর্বোচ্চ সেরা র‍্যাঙ্কিং ৯৪। সেটা ১৯৯৬-এর কথা। ১৯৯৩-এ ভারত একবার ৯৯-এ পৌঁছেছিল। ভারতীয় ফুটবল দল আপাতত নিজেদের সেরা র‍্যাঙ্কিং থেকে দু' ধাপ পিছিয়ে। গত দু' বছরে ভারতীয় ফুটবল এতটাই উন্নতি করেছে যে ৭৭ ধাপ উঠে এসেছে। শেষ ১৫-টি ম্যাচের মধ্যে ১৩-টিতেই জিতেছে ভারত। শেষ আট ম্যাচ অপরাজিত। যখন স্টিফেন কনস্টানটাইন ভারতীয় ফুটবল দলের দায়িত্ব দ্বিতীয়বার নিয়েছিলেন তখন ভারতের র‍্যাঙ্কিং ছিল ১৭১। এর পর কনস্টানটাইনের হাত ধরে উত্থানের শুরু ভারতীয় ফুটবলে।

● **অবসর ভেঙে ফিরছেন গ্যারি কাসপারভ :**

আচমকাই অবসর নিয়েছিলেন ২০০৫ সালে। ১২ বছর পর, ফের আন্তর্জাতিক দাবায় ফিরতে চলেছেন কিংবদন্তি গ্যারি কাসপারভ। আমেরিকার মিসৌরিতে সেন্ট লুই র‍্যাপিড অ্যান্ড ব্লিৎজ টুর্নামেন্টে আগস্ট মাসেই খেলতে দেখা যাবে তাকে। দাবার দুনিয়ায় গ্র্যান্ড স্ল্যাম হিসেবে পরিচিত ওই টুর্নামেন্টে ওয়াইল্ড কার্ড পেয়ে নামছেন প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। তবে কঠিনতম প্রতিপক্ষদেরই মুখোমুখি হতে হবে ৫৪ বছরের কাসপারভকে। গ্র্যান্ড চেস ট্যুরের অঙ্গ সেন্ট লুইয়ের ওই টুর্নামেন্টে খেলবেন দুনিয়ার সেরা ন'জন দাবারু। বিশ্বের এক নম্বর ম্যাগনাস কার্লসেন, দু' নম্বর হিকারু নাকামুরা, সার্জেই কারিয়াকিন, ফাবিয়ানো কারুয়ানার মতো এই মুহূর্তের সেরারা। ১ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার পুরস্কার মূল্যের ওই টুর্নামেন্টে নামার কথা ট্যুইট করে ঘোষণা করেন কাসপারভ।

১৯৮৫-এ আনাতোলি কারপভকে হারিয়ে, মাত্র ২২ বছর বয়সে, বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিক কাসপারভ।

● **পাকিস্তানকে হারিয়ে এশিয়ার সেরা ভারতীয় স্নুকার দল :**

স্নুকার্সে নিজেদের দাপট বজায় রাখল ভারত। গত ৫ জুলাই বিসকেকে এশিয়ান টিম স্নুকার চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে চির প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারায় পঙ্কজ আডবানী ও লক্ষণ রাওয়াত জুটি। পাঁচ সেটের ফাইনালের শুরুতেই প্রতিপক্ষ মহম্মদ বিলালকে এক তরফা ম্যাচ হারিয়ে দেন ভারতীয় স্নুকার্স তারকা পঙ্কজ আডবানী। ৮৩ পয়েন্ট নিয়ে প্রথম সেট জিতে ভারতকে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন পঙ্কজ। দ্বিতীয় রাউন্ডে পাকিস্তানি স্নুকার্স তারকা বাবর মাসিহকে ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে হারিয়ে দেন লক্ষণ রাওয়াত। তৃতীয় সেটের প্রথম থেকে আডবানীর উপর চেপে বসে পাকে স্নুকার্স খেলোয়াড় মহম্মদ। কিন্তু ৩-০ ব্যবধানে ফাইনাল জিতে নেয় ভারত। চলতি মরসুমে এই নিয়ে দ্বিতীয় এশিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপে জিতলেন পঙ্কজ আডবানী। অন্য দিকে, এককভাবে টিম ইভেন্টে একটি ম্যাচ না হারার রেকর্ডও গড়ে ফেললেন।

● **কনফেডারেশন্স কাপ জার্মানির :**

গত ৩ জুলাই কনফেডারেশন্স বা কনফেড কাপ জিতে নিল জার্মানি [জার্মানি ১(স্টিনডেল)-চিলি ০]। এই প্রথম জার্মানি ও চিলি ফাইনালে পৌঁছেছিল। এর আগে জার্মানির সেরা পারফর্ম্যান্স ২০০৫-এ তৃতীয় স্থান। সেবার মেক্সিকোকে হারিয়ে তৃতীয় হয়েছিল। এবার মেক্সিকোকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে জার্মানি। ২০০৩-এ শেষ কোনও ইউরোপিয়ান দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল (ফ্রান্স)। দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি এই টুর্নামেন্টে সব থেকে বেশি সফল। একবার আর্জেন্তিনা ও চারবার ব্রাজিল। এটা তৃতীয় কনফেড কাপ ফাইনাল যেখানে ইউরোপিয়ান ও দক্ষিণ আফ্রিকান দেশ মুখোমুখি হয়। এ বছর টুর্নামেন্টে সব থেকে বেশি গোল করেছে জার্মানি। ১৪-টি। গোল্ডেন বুট পেলেন জার্মানির ২১ বছরের স্ট্রাইকার তিমো ওয়ের্নার। গোল্ডেন বল পেলেন জার্মানির অধিনায়ক জুলিয়ান ড্রাক্সলার।

● **আন্তালিয়া ওপেন :**

২০১৭-তেই প্রথমবার আন্তালিয়া ওপেন আয়োজিত হল। ঘাসের কোর্টের এই টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পারেন শুধু পুরুষরা। এটি 2017 ATP World Tour-এর ATP World Tour 250 series-এর অঙ্গ। খেলা হল ২৫ জুন থেকে পয়লা জুলাই। সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান জাপানের ইয়ুচি সুগিতা। সুইডেনের রবার্ট লিন্ডেট ও পাকিস্তানের অ্যাসাম-উল-হক-কুরেশি ডাবলসের বিজয়ী।

এর মধ্যে বড়ো অঘটন ঘটিয়ে ফেলেন ভারতীয় ডেভিসকাপার রামকুমার রামনাথন। রাফায়েল নাদাল ও নোভাক জকোভিচের মতো সেরা তারকাদের ক্লে কোর্টে হারিয়ে অঘটন ঘটিয়েছেন যিনি, সেই বিশ্বের আট নম্বর অস্ট্রিয়ার ডমিনিক থিয়েমকে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে দেন। গত ২৭ জুন তুরস্কের আন্তালিয়া ওপেনের প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে এই অঘটন ঘটিয়ে টুর্নামেন্টের শেষ আটে ঢুকে পড়েন বিশ্বের ২২২ নম্বর রামকুমার।

● **ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজ জিতল ভারত :**

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ ৩-১ জিতল ভারত। প্রথম ম্যাচ বৃষ্টির জেরে অমীমাংসিত। দ্বিতীয় ম্যাচে একই সঙ্গে দু'টি রেকর্ডের সাক্ষী থাকল ভারতীয় ক্রিকেট। যার একটি আবার বিশ্বরেকর্ড। গত ২৫ জুন কুইন্স পার্ক ওভালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি হয়ে ১০৫ রানে ম্যাচ জেতে ভারত। এক দিনের ক্রিকেটের ইতিহাসে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে সে দেশের মাটিতে এত বড়ো ব্যবধানে আগে কোনও দিন জয় পায়নি ভারত। এই ভারতীয় রেকর্ডের পাশাপাশি অনন্য একটি নজিরও গড়ে ফেলেন কোহালিরা। একদিনের আন্তর্জাতিকে সবচেয়ে বেশিবার ৩০০ বা তার বেশি স্কোরের রেকর্ড। এতদিন ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া ৯৫ বার করে ৩০০ বা তার বেশি রানের রেকর্ড যুগ্মভাবে ধরে রেখেছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৩১০ করে কোহালিরা এগিয়ে গেল অস্ট্রেলিয়ার থেকে। তৃতীয় ম্যাচ ৯৩ রানে জেতে ভারত। তবে ১১ রানে চতুর্থ ম্যাচ হারে ভারত। পঞ্চম ওয়ান ডে-তে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৮ উইকেটে হারায় ভারত। এই সফরের একমাত্র টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ক্যারিবিয়ানদের ১৯১ রানের টার্গেট দেয় ভারত। কিন্তু তারা যে টি-টোয়েন্টির বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, ভারতকে সাবাইনা পার্কে তা মনে করিয়ে দিয়ে জিতল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

● **লোঢা কমিটির সুপারিশ মানতে বিসিসিআই-এর সাত সদস্যের কমিটি :**

গত ২৬ জুন বিসিসিআই-এর বিশেষ সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল, লোঢা কমিটির দেওয়া নির্দেশ সঠিকভাবে কার্যকরী হচ্ছে কি না দেখতে একটি কমিটি তৈরি করা হবে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ দ্রুত কার্যকর করতে গড়া এই কমিটিতে সৌরভ গাঙ্গুলী ছাড়াও রয়েছেন অমিতাভ চৌধুরী, রাজীব শুক্ল, টিসি ম্যাথু, নব ভট্টাচার্য, জয় শাহ্ ও অনিরুদ্ধ চৌধুরী। লোঢা কমিটির সুপারিশ মেনে নেওয়ার জন্যই বোর্ডকে নির্দেশ দেওয়া হলেও বেশ কিছু বিষয় নিয়ে এখনও প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে এক সংস্থা, এক ভোট-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও। যে সুপারিশ কার্যকর করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছে মহারাষ্ট্র এবং গুজরাত, এই দুই রাজ্য। কারণ এই দুই রাজ্য মিলিয়ে রয়েছে সাতটি ক্রিকেট সংস্থা। এছাড়াও প্রশাসকদের বয়সের সর্বোচ্চ সীমা এবং 'কুলিং অফ পিরিয়ড' নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে কয়েকটি সংস্থার। সেই সব জটিল বিষয়কে পথ দেখাবে এই কমিটি। যারা রাজ্য সংস্থাগুলির সঙ্গে মধ্যস্থতা করবে।

● **অস্ট্রেলীয় ওপেনে চ্যাম্পিয়ন শ্রীকান্ত :**

গত ২৫ জুন অলিম্পিক চিনের চেন লঙ-কে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সুপার সিরিজ জিতলেন ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের নতুন তরকা কিদাম্বি শ্রীকান্ত। পুরুষদের সিঙ্গলসে এই নিয়ে চারবার সুপার সিরিজ খেতাব জিতলেন তিনি। এর আগেই ইন্দোনেশিয়ান ওপেনের সুপার

সিরিজে জিতেছিলেন বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১১ নম্বরে থাকা শ্রীকান্ত। এপ্রিলে সিঙ্গাপুর ওপেন, তার পর জুনে ইন্দোনেশিয়ান ওপেন এবং তার ঠিক এক সপ্তাহ পরই অস্ট্রেলীয় ওপেন জয়ের পর বিশ্বের পঞ্চম শাটলার হিসাবে পর তিনটে সুপার সিরিজে খেতাব জিতলেন শ্রীকান্ত।

● **শ্যুটিংয়ে বিশ্বরেকর্ড অনীশের :**

গত ২৪ জুন জার্মানিতে অনুষ্ঠিত শ্যুটিংয়ের জুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ২৫ মিটার স্ট্যান্ডার্ড পিস্তল বিভাগে সোনা জিতলেন হরিয়ানার শ্যুটিং প্রতিভা অনীশ ভানওয়ালা। সঙ্গে গড়লেন জুনিয়র পর্যায়ের নতুন বিশ্বরেকর্ডও। এই বিভাগে রানার্স জার্মানির ফ্লোরিয়ান পিটার। তার পয়েন্ট ৫৭২। অনীশের পয়েন্ট ৫৭৯। পনেরো বছর আগে ২০০২ সালে রাশিয়ার ডেনিস কুলাকভ ৫৭৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে এই বিভাগে বিশ্বরেকর্ড গড়েছিলেন। সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন ভারতীয় তরুণ শ্যুটার। অবশ্য চিনের কাছে সাত পয়েন্টে হেরে দলগত বিভাগে সোনা পেল না ভারত। চিনের পয়েন্ট ১৬৯৪। রুপোজয়ী ভারতীয় দলের পয়েন্ট ১৬৮৭। নয় পয়েন্ট কম পেয়ে তৃতীয় ফ্রান্স। ভারতের হয়ে ৫৭৯ পয়েন্ট পান অনীশ। শম্ভাজি পাতিল পান ৫৪৭ এবং আনহাল জওয়ানদা-র পয়েন্ট ৫৬১। একটি সোনা, একটি রুপো এবং একটি ব্রোঞ্জ জিতে প্রথম স্থানে নরওয়ে। দ্বিতীয় ভারত।

● **কুম্বলেদের কমিটির সুপারিশ মেনে বাইস গজে বড়োসড়ো রদবদল :**

অনিল কুম্বলের নেতৃত্বাধীন ক্রিকেট কমিটির সুপারিশ মেনে বড়োসড়ো দু'টি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিল আইসিসি। ডিআরএস এবং ক্রিকেটারদের 'লাল কার্ড'-এর এই দু'টি নতুন নিয়ম আগামী অক্টোবর থেকেই চালু হবে বলে জানিয়েছেন আইসিসি প্রধান ডেভ রিচার্ডসন। সুপারিশ ছিল, ডিআরএস-এর সিদ্ধান্ত বিপক্ষে গেলেও তা যদি আম্পায়ার্স কল হয়, তা হলে নির্ধারিত কোটা কমবে না। পাশাপাশি টেস্টের ক্ষেত্রে ৮০ ওভারের পর ডিআরএস টপ আপের ব্যবস্থাও তুলে নেওয়া হয়েছে। কমিটির সুপারিশ মেনে মাঠে অভব্য আচরণের জন্য প্রয়োজনে ক্রিকেটারকে 'লাল কার্ড' দেখানোর সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেবেন একমাত্র ফিল্ড আম্পায়ার। এছাড়াও আরও দু'টি নিয়ম বদলের সুপারিশ করেছে কমিটি। একটি সুপারিশ ব্যাটের মাপ সংক্রান্ত। পাশাপাশি রান আউটের ক্ষেত্রে একবার ক্রিজে ব্যাট ছুঁয়ে কোনও কারণে ফের তা উঠে গেলেও ব্যাটসম্যানকে আউট না দেওয়ার সুপারিশও করা হয়েছে। এই দু'টি সুপারিশ নিয়ে আইসিসি-র পরবর্তী মিটিংয়ে আলোচনা হবে।

● **এশীয় অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ :**

ভুবনেশ্বরে ৯ জুলাই শেষ হল এশীয় অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে প্রথমবার ২৯-টি পদক (১২ সোনা, ৫ রুপো ও ১২ ব্রোঞ্জ) জিতে ভারত শীর্ষে। লিগ টেবলে চিন, জাপান, কুয়েত, কাতার সবাই পিছনে। সংগঠক দেশ বলে ভারত এবার সব থেকে বড়ো দল নামিয়েছিল। ৯৫ জন। সব ইভেন্টে টিম নামায় পদক এসেছে প্রচুর। উল্লেখ্য, হেপ্টাথলনে বাংলার স্বপ্না বর্মনের সোনা জেতার স্কোর (৫৯৪২)। এর আগে অ্যাথলেটিক্সের এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলা থেকে সোনা এনেছেন দু'জন। জ্যোতির্ময়ী শিকদার এবং সোমা বিশ্বাস।

● **এএফসি-র ম্যাগাজিনের কভারে সুনীল ছেত্রী :**

'এএফসি কোয়ার্টারলি' ম্যাগাজিনের কভারে জায়গা করে নিলেন ভারত অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। প্রথম ভারতীয় ফুটবলার হিসাবে এই কৃতিত্ব অর্জন। দীর্ঘ ১৫ বছরের ফুটবল কেরিয়ারে বহু সাফল্য পেয়েছেন সুনীল। সাফ কাপ, নেহরু কাপ, এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপ সবই জিতেছেন দেশের জার্সি গায়ে। ক্লাবের জার্সি গায়ে জিতেছেন আই লিগ, ফেডারেশন কাপের মতো সর্বভারতীয় ট্রফি। এএফসি কাপের ফাইনাল পর্যন্ত বেঙ্গালুরু এফসি-কে নিয়ে গিয়েছিলেন সুনীল। বেঙ্গালুরু ছাড়াও খেলেছেন মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, ডেম্পোর মতো ক্লাবে। সুনীলের এই সব সাফল্যকে ম্যাগাজিনে তুলে ধরেছে এএফসি। গত চার বছর ধরে, এই ম্যাগাজিন প্রকাশ করে চলেছে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন। এর আগে লি কুন হো, কাইসুকে হোন্ডার মতো তারকা ফুটবলাররা জায়গা পেয়েছেন এই ম্যাগাজিনের কভার পেজে।

● **আইসিসি র‍্যাঙ্কিং, বাজিমাত ভারতীয় স্পিন যুগল আর কোহলির :**

আইসিসি টেস্ট বোলিং র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখল ভারতীয় স্পিন যুগল রবীন্দ্র জাডেজা এবং রবিচন্দ্রন অশ্বিন। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহান্তে প্রকাশিত আইসিসি-র র‍্যাঙ্কিংয়ে ৮৯৮ পয়েন্ট নিয়ে বোলারদের মধ্যে শীর্ষে জাডেজা। ৮৬৫ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে তামিল অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। অলরাউন্ডারদের তালিকায়ও প্রথম তিনের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে এই স্পিন-যুগল। ৪২২ ও ৪১৩ পয়েন্ট নিয়ে অলরাউন্ডারদের তালিকায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পেয়েছে এই জুটি। টেস্টে ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়েও আধিপত্য বজায় রেখেছেন জাতীয় দলের ক্রিকেটারেরা। ৮৪৬ পয়েন্ট নিয়ে ব্যাটিং র‍্যাঙ্কিংয়ে চতুর্থ স্থানে পূজারা। ৮১৮ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে কোহালি।

অন্যদিকে, আইসিসি-র ওডিআই ব্যাটিং র‍্যাঙ্কিংয়ে ৮৭৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখল অধিনায়ক কোহালি। ৮৬১ পয়েন্ট পেয়ে তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যান ডেভিড ওয়ার্নার। ৮৪৭ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় প্রোটিয়া অধিনায়ক এবি ডেভিলিয়ার্স। ৭৯৯ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থান ধরে রাখল ইংল্যান্ডের জো রুট। ৭৮৬ পয়েন্ট নিয়ে র‍্যাঙ্কিং তালিকায় পাঁচে আছেন পাকিস্তানি ব্যাটসম্যান বাবর আজম।

প্রকৃতি ও পরিবেশ

➢ সুন্দরবনের দূষণ নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলা করেছিল জাতীয় পরিবেশ আদালতের পূর্বাঞ্চলীয় বেঞ্চ। গত ২০ জুলাই তারাই সেই মামলার শুনানি অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি করে দিয়েছে। ওই দিন শুনানি চলাকালীন রাজ্য সরকারের কৌঁসুলি আদালতে জানান, দিল্লিতে জাতীয় পরিবেশ আদালতের প্রধান বেঞ্চে এই ধরনের একটি মামলা চলছে। তা শুনেই বিচারপতি এস. পি. ওয়াংদি এবং বিশেষজ্ঞ-সদস্য পি. সি. মিশ্রের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, দিল্লির মালাটির ফয়সালার আগে আর এই মামলার শুনানি হবে না।

● **তাজমহলের কাছে পেট্রোল এবং ডিজেলচালিত যানবাহন নিষিদ্ধ :**

দূষণের হাত থেকে দেশের অন্যতম সেরা স্থাপত্যকে রক্ষা করতে কড়া সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রক। তাজমহল সংলগ্ন ৫০০ মিটার এলাকায় পেট্রোল এবং ডিজেলচালিত যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ হল এখন থেকে। দ্য তাজ ট্র্যাপিজিয়াম জোন (টিটিজেড) কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। গত ১১ জুলাই লোকসভার অধিবেশনে কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী হর্ষবর্ধন লিখিতভাবে এ

কথা জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, শ্বেত পাথরের তৈরি তাজমহল কার্বনের প্রভাবে ধীরে ধীরে হলুদ হয়ে যাচ্ছে। যার জন্য মূলত দায়ী পেট্রোল ও ডিজেল চালিত যানবাহন। এই যানবাহনগুলির ধোঁয়ার জন্যই বাতাসে বেড়ে চলেছে কার্বনের মাত্রা। তাজমহলের সৌন্দর্য অটুট রাখতে একাধিক গবেষণা করা হয়েছে। এই গবেষণাগুলি থেকে পাওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতেই কেন্দ্রের তরফে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাজমহল পর্যন্ত পেট্রোল বা ডিজেলচালিত যে সব হাল্কা গাড়ি যাতায়াত করে, সেগুলিকে সিএনজি-তে পরিবর্তন করতে বলা হয়েছে।

● **ভাঙল অতিকায় হিমশৈল :**

পশ্চিম আন্টার্কটিকার 'আইস শেল্ফ' থেকে ভেঙে বেরিয়ে এল দৈত্যাকৃতি এক হিমশৈল, ওজন এক লক্ষ কোটি টনেরও বেশি। গত ১০ থেকে ১২ জুলাইয়ের মধ্যে কোনও এক সময়ে ভাঙন ঘটেছে বলে জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। নাসার উপগ্রহচিত্রে ভাঙনের শেষ মুহূর্তটি ধরা পড়েছে। আইস শেল্ফটির নাম লার্সেন-সি। এটি থেকে প্রায় ৬০০০ বর্গকিলোমিটার অংশ ভেঙে গিয়েছে। দক্ষিণ মেরুর আশপাশে যে সব জাহাজ ঘুরে বেড়ায়, প্রাথমিকভাবে তাদের পক্ষে এটা সুখবর নয়। বিজ্ঞানীদেরও ভাবাচ্ছে, আগামী দিনে এই বিশাল হিমশৈল কত বিপজ্জনক হবে। এর ফলে লার্সেন সি ছোটো হয়ে গিয়েছে ১২ শতাংশ। আন্টার্কটিক অঞ্চলের আকৃতিই বদলে গিয়েছে চিরতরে। আইস শেল্ফ থেকে হিমশৈল ভেঙে বেরিয়ে আসা কোনও ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। তবে যতটা দ্রুত হারে এমন ঘটনা ঘটছে, তা ভাবাচ্ছে বিজ্ঞানীদের।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

➢ পাখি ও সরীসৃপের মাঝামাঝি। আদতে এটি ডাইনোসর। কানাডার আলবার্টায় এমনই অদ্ভুত দর্শন জীবের সন্ধান পেলেন জীবাশ্মবিদ ফিলিপ জে কুরি। এই প্রজাতির নাম রাখা হয়েছে আলবার্টাভেনাটর কুরি, অর্থাৎ 'কুরির আলবার্টা শিকারি।' বর্তমানে কানাডার যেখানে রেড ডিয়ার নদী উপত্যকা, সেখানেই প্রায় ৭ কোটি বছর আগে বিচরণ করত এই প্রাণী। ফসিল বলছে, বাহ্যিক গঠনে ট্রোডনের সঙ্গে এদের আশ্চর্য মিল আছে। উভয়েই দু'পায়ে হাঁটে। শরীর পালকে ঢাকা। প্রাথমিক ভাবে হাড়ের গঠন দেখে ট্রোডন আর আলবার্টাভেনাটরকে একই প্রাণী বলে মনে করেছিলেন বিজ্ঞানীরা। আলবার্টায় নতুন জীবাশ্ম আবিষ্কারের পর ট্রোডন এবং আলবার্টাভেনাটরের খুলির গঠন পরীক্ষা করেন বিজ্ঞানীরা। তাতে দেখা গিয়েছে, আলবার্টাভেনাটরের খুলি অনেক ছোট, কিন্তু তুলনায় খুব শক্ত।

➢ সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর এবং ভারত মহাসাগরের নিচে প্রচুর মূল্যবান ধাতু এবং খনিজ থাকার সম্ভাবনার কথা বলেছেন জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (জিএসআই)-র বিজ্ঞানীরা। ২০১৪ সালে চেন্নাই, ম্যাঙ্গালুরু, আন্দামান-নিকোবর দীপপুঞ্জ এবং লাক্ষাদ্বীপের কাছে প্রথম এই সম্পদের হদিশ মেলে। সেখানে যে পরিমাণ লাইম মাড, ফসফেট এবং হাইড্রোকার্বন, ক্যালসিয়াম কার্বনেটের অধঃক্ষেপ মিলেছিল তা থেকেই বিজ্ঞানীদের এই ধারণা হয়। তিন বছর ধরে অনুসন্ধানের পর সম্প্রতি এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন জিএসআইয়ের বিজ্ঞানীরা। সমুদ্রগর্ভে প্রায় দু'লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ১০ হাজার মিলিয়ন টন খনিজ সম্পদের হদিশ পেয়েছেন তারা। তবে সমুদ্রগর্ভের ঠিক কোন অংশে এই খনিজ রয়েছে তা নিয়ে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

➢ হদিশ মিলল এই ব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে ছোট্ট তারা বা নক্ষত্রের। আকার, আয়তনে একেবারে শনি গ্রহের মতো। নক্ষত্রটির নাম দেওয়া হয়েছে—'ইবিএলএম-জে০৫৫৫-৫৭বি'। রয়েছে আমাদের ছায়াপথ 'মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি'তেই। পৃথিবী থেকে ৬০০ আলোকবর্ষ দূরে। গবেষণাপত্রটি ছাপা হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-জার্নাল 'অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স'-এর সাম্প্রতিক সংখ্যায়। এই নক্ষত্রটির পিঠের মহাকর্ষীয় বলের পরিমাণ আমাদের পৃথিবীর ৩০০ গুণ বলে দাবি গবেষকদের।

● **মাদাগাস্কারে ডাইনো যুগের দানব কুমিরের জীবাশ্ম আবিষ্কার :**

এরা পৃথিবীতে বিচরণ করত প্রায় ১৭ কোটি বছর আগে, জুরাসিক যুগে। মাথার খুলির গঠন এবং চোয়ালে ধারালো দাঁতের সারি প্রাগৈতিহাসিক যুগের সবচেয়ে বড় মাংসাশী প্রাণী টিরানোসরাস রেক্সের কথা মনে করায়। সম্প্রতি এমনই দানব কুমিরের একটি জীবাশ্মের হদিশ মিলেছে আফ্রিকার মাদাগাস্কারে। বৈজ্ঞানিক নাম—'রাজান্যানড্রনগোবে সাকালাভি' ওরফে 'রাজানা'। ওই অতিকায় কুমিরের জীবাশ্মের গঠন পরীক্ষা করে 'পির জে' নামে একটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-জার্নালে গবেষকরা লিখেছেন, 'রাজানা' কুমিরেরই একটি বিশেষ প্রজাতি। প্রাগৈতিহাসিক যুগের তাবড় তাবড় মাংসাশী ডাইনোসরদের সঙ্গেই এরা দাপিয়ে বেড়াতো। লম্বায় ছিল ২৩ ফুট। দেহের ওজন ১ হাজার ৭৬০ পাউন্ড থেকে ২ হাজার ২০০ পাউন্ডের মধ্যে। মানে, প্রায় হাজার কেজি'র কাছাকাছি।

২০০৬ সালে প্রথম ওই প্রজাতির কুমিরের কিছু দাঁত ও হাড়ের টুকরো খুঁজে পান ইতালির জীবাশ্মবিদ সিমোনে ম্যাগানুকো, ক্রিশ্চিয়ানো ডাল স্যাসো এবং গিওভান্নি পাসিনি। দীর্ঘ দিন এই প্রজাতির কুমিরদের নিয়ে গবেষণা চালান বিজ্ঞানীরা। হালে মাদাগাস্কারে 'রাজানা'র সম্পূর্ণ জীবাশ্ম খুঁজে পেলেন তারা। সেই জীবাশ্ম পরীক্ষা করেই ওই প্রজাতির কুমিরের নাক, চোয়াল, খুলি এবং হাড়ের গঠনটা বুঝতে পেরেছেন গবেষকরা। তবে অন্যান্য কুমিরের মতো জলে এরা তেমন একটা স্বচ্ছন্দ ছিল না। শক্ত জমিতে শিকার ধরাই ছিল ওই অতিকায় প্রজাতির কুমিরদের বিশেষ পছন্দের।

● **'পেটিয়া' থেকে সাবধান :**

গত ২৭ জুন থেকেই ইউরোপ-আমেরিকা-এশিয়া-অস্ট্রেলিয়ায় সাইবার মানচিত্রে বড়োসড়ো আঘাত হেনেছে পেটিয়া। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ইউক্রেন। দেশে দেশে বেশ কিছু বহুজাতিক সংস্থা, ওষুধ-নির্মাতা এমনকী, আমেরিকার কয়েকটি হাসপাতালের কম্পিউটার এতে আক্রান্ত হয়। ভারতেও মুম্বাইয়ের জওহরলাল নেহরু পোর্টের একটি টার্মিনাল এই সাইবার হানায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাইবার বিশেষজ্ঞদের মতে, ওয়ানাক্রাই-এর থেকে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর পেটিয়া। অনেকে মনে করেছিলেন এটি গত বছর হানা দেওয়া 'পেটিয়া' ভাইরাসের মতোই। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা ২০১৬ এবং ২০১৭-এর পেটিয়া সংস্করণের কোড বিশ্লেষণ করে জানিয়েছেন এটি একেবারে নতুন সংস্করণ। পেটিয়ার এই নয়া সংস্করণ প্রাথমিক ভাবে কম্পিউটার ডিস্ক থেকে সমস্ত তথ্য 'ওয়াইপ' বা মুছে দেয়। তারপর সেগুলিকে ডেক্রিপ্ট বা ফিরে পাওয়ার রাস্তাও বন্ধ করে দেয়। এখানেই র‍্যানসমওয়্যারের সঙ্গে পেটিয়ার পার্থক্য। র‍্যানসমওয়্যারের এনক্রিপসন ছিল অনেকটা তালা চাবির মতো। হ্যাকারটা প্রথমে তালা দিয়ে ফাইলগুলো লক করে দিত আর চাবির জন্য

মালিকের কাছে টাকা দাবি করত। মুক্তিপণ মিললেই ফের লক হয়ে যাওয়া তথ্যগুলিকে ডেক্রিপ্ট করে দেওয়া হ'ত। এই বিষয়ে সহমত পোষণ করেছেন ক্যাসপারস্কি অ্যান্টিভাইরাস সংস্থার সাইবার বিশেষজ্ঞেরাও। ২০১৭-র পেটিয়ার এই সংস্করণটি মাইক্রোসফটের সাইবার নিরাপত্তায় ইটারনাল ব্লু এবং ইটারনাল রোমান্স নামে যে ফাঁক রয়েছে, তাকে ব্যবহার করেই কম্পিউটারে ঢুকে পড়ছে। পেটিয়ার পুরনো সংস্করণে তথ্য ফিরে পাওয়ার রাস্তা ছিল। কিন্তু নয়া সংস্করণে মুছে যাওয়া তথ্য পুনরুদ্ধারের কোনও রাস্তাই রাস্তাই খোলা থাকছে না। পেটিয়া হানার শিকার হয়েছে যে এমন কম্পিউটার স্ক্রিনে একটি ইনস্টলেসন আইডি ফুটে ওঠে যেটি ক্রমাগত ডেটা তৈরি করতে থাকে। সেখানে ডেক্রিপসনের আলাদা কোনও 'কি' থাকে না। আস্তে আস্তে সমস্ত তথ্য ডিস্ক থেকে মুছে যেতে থাকে। এইভাবে পুরো সিস্টেম কব্জা করে নেয় পেটিয়া। বিশেষজ্ঞরা টুইট করে দেখিয়ে দিয়েছেন, কম্পিউটার স্ক্রিনে কী ধরনের মেসেজ দেখতে বুঝতে হবে, পেটিয়া হানার শিকার হতে হয়েছে। কোনও কম্পিউটারে ঢুকে পড়ার পর পেটিয়া ভাইরাস এক ঘন্টা অপেক্ষা করে। তারপর কম্পিউটার আচমকা রিস্টার্ট হতে শুরু করে। এক বার কম্পিউটার রিস্টার্ট করে নিতে পারলেই সব নথি কব্জা করে নিতে পারে পেটিয়া। তাই এ ভাবে আচমকা রিস্টার্ট হতে দেখলেই কম্পিউটারের পাওয়ার অফ করে দিতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা। মেশিন বন্ধ হলে আর ফাইলের দখল নিতে পারবে না। পরে হার্ড ড্রাইভ ফরম্যাট করিয়ে নিতে হবে এবং ব্যাক আপ থেকে নথি ফিরিয়ে আনতে হবে। এই কারণে নথির বিকল্প ব্যাক আপ নিশ্চিত করার পরামর্শও দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

● **গুরুপূর্ণিমার চাঁদকে নাসার স্বীকৃতি :**

হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সম্প্রদায়ের বহু শতাব্দীর আরাধ্য গুরুপূর্ণিমা এ বার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল নাসার দৌলতে। নাসার সরকারি টুইটার অ্যাকাউন্ট 'নাসা মুন'-এ এই প্রথম উল্লেখ করা হল গুরুপূর্ণিমার। পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ওই টুইটার অ্যাকাউন্টে দেয় নাসা। এ বার গুরুপূর্ণিমার দিন ওই অ্যাকাউন্টে বিভিন্ন পূর্ণিমায় চাঁদের নাম ও তাদের চেহারা ও রঙের কথা জানানো হবে। যেমন, 'হে মুন', 'ব্ল্যাক মুন', 'বাক মুন', 'ব্লু মুন', 'রাইপ কর্ন মুন', 'থান্ডার মুন', 'মেড মুন'। এমন হরেক রকমের পূর্ণিমার চাঁদ।

গুরুপূর্ণিমার ইতিহাস সুদীর্ঘ। বহু শতাব্দী ধরে হিন্দু ক্যালেন্ডারে আষাঢ় মাসের (ইংরেজি ক্যালেন্ডারে জুনের মাঝামাঝি থেকে জুলাইয়ের মাঝামাঝি) শুক্লপক্ষে এই পূর্ণিমাটিকেই বলা হয় গুরুপূর্ণিমা। কথিত আছে, এই দিনটিতেই জন্ম হয়েছিল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের। তার জন্মতিথিকেই 'গুরুপূর্ণিমা' বলে পালন করেন হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়। দেশের কোথাও কোথাও একে বলা হয় 'বেদব্যাস পূজার দিন'। নেপালে দিনটি শিক্ষক দিবস হিসেবে পালিত হয়। ইতিহাস বলছে, গৌতম বুদ্ধ এই বিশেষ দিনটিতেই সারনাথে 'ধর্মচক্র' প্রবর্তন করেন। তাই বৌদ্ধদের কাছেও একই রকম গুরুত্বপূর্ণ।

● **ফ্রেঞ্চ গিনি থেকে পাড়ি দিল ইসরোর জিস্যাট-১৭ :**

যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নতি করতে মহাকাশে জিস্যাট-১৭ উপগ্রহের সফল উৎক্ষেপণ করল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো। গত ২৮ জুন ভারতীয় সময় রাত ২টা ২৯ মিনিটে ফ্রেঞ্চ গিনি থেকে আরিয়ানা-৫ রকেটে চাপিয়ে তা কক্ষপথে ছাড়া হয়। ইসরোর ভাণ্ডারে এর আগেই ১৭-টি কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট ছিল। সেই তালিকায় নবতম সংযোজন ৩ হাজার ৪৭৭ কিলোগ্রাম ওজনের এই উপগ্রহটি। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পূর্ব উপকূলবর্তী উৎক্ষেপণ কেন্দ্র ফ্রেঞ্চ গিনি থেকে এর আগে ২০-টি উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়েছে ইসরো। এই কেন্দ্রটি ১৯৮১ সাল থেকে ব্যবহার করছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র। এক বিবৃতিতে ইসরো জানিয়েছে, জিস্যাট-১৭ স্যাটেলাইট সিওসিনক্রোনাইজড ট্রানস্ফার অরবিট-এ উৎক্ষেপণ করা হবে। 'সি', 'এক্সটেন্ডেড সি' এবং 'এস' ব্যান্ডের পরিষেবার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে তা কাজ করবে। উৎক্ষেপনের পর কর্নাটকের হাসানে ইসরোর মাস্টার কন্ট্রে

● **মহাকাশে পাড়ি দিল 'অ্যানট্রিক্স'-এর কার্টোস্যাট-২ :**

গত ২৩ জুন সকাল ৯.২৯ মিনিট। মহাকাশের উদ্দেশে পাড়ি দিল কার্টোস্যাট-২ সিরিজের কৃত্রিম উপগ্রহ। সহযাত্রী আরও ৩০-টি কৃত্রিম উপগ্রহ। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের প্রথম লঞ্চপ্যাড থেকে মহাকাশের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করল পিএসএলভি সি-৩৮। সফল উৎক্ষেপণের পর ইসরোর তরফে জানানো হয়েছে, ৭১২ কেজির কার্টোস্যাট-২ মূলত রিমোট-সেন্সিং স্যাটেলাইট। যা পৃথিবীকে নিরীক্ষণে নানা ভাবে কাজে লাগাবে। পাশাপাশি, ২৪৩ কেজি ওজনের আরও ৩০-টি বিদেশি ছোট কৃত্রিম উপগ্রহ একসঙ্গে পাড়ি দিল মহাকাশে। মোট ১৪-টি দেশের ন্যানো স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হয়। আমেরিকার ১০-টি এবং ব্রিটেন, বেলজিয়াম ও ইতালির ৩-টি করে উপগ্রহ রয়েছে। বাকি ১০-টি যথাক্রমে অস্ট্রিয়া, চিলি, চেক প্রজাতন্ত্র, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া ও স্লোভাকিয়ার। ভারতের একটি ন্যানো স্যাটেলাইটও পাড়ি দেয় এ দিন। সেটি তামিলনাড়ুর নুরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়।

পিএসএলভি-র এটি ৪০তম উৎক্ষেপণ। ইসরোর বাণিজ্যিক সংস্থা 'অ্যানট্রিক্স' বহু দিন ধরেই বিদেশি উপগ্রহকে মহাকাশে পাঠাচ্ছে। বিদেশি উপগ্রহ পাঠানোর ক্ষেত্রে চলতি বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি এক রকেটে ১০৪-টি উপগ্রহ পাঠিয়ে রেকর্ড গড়েছিল ইসরো। সে দিনও কার্টোস্যাট-২ সিরিজের একটি উপগ্রহ গিয়েছিল। বাকিগুলির মধ্যে ১০১-টি বিদেশি উপগ্রহ ও ইসরোর নিজের দু'টি খুদে উপগ্রহ ছিল। এ বারেও নিখুঁত ও সফল ভাবে প্রতিটি উপগ্রহকে তাদের নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েছে ইসরো।

প্রয়াণ

● **মাইকেল বন্ড :**

লন্ডনের প্যাডিংটন স্টেশনের কাছে দোকানের তাকে রাখা ভালুক পুতুলটিকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে দশ দিনের মাথায় লিখে ফেলেন তার প্রথম গল্প। দু' বছরের মাথায় বইয়ের আকারে তা প্রকাশিত হয়। নাম 'A Bear Called Paddington'। কচিকাঁচাদের জনপ্রিয় এই প্যাডিংটন ভালুকের স্রষ্টা, লেখক টমাস মাইকেল বন্ড (ওরফে মাইকেল বন্ড) মারা গেলেন গত ২৮ জুন। বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। ১৯২৬ সালে নিউবেরি শহরে জন্ম মাইকেলের। সেনাবাহিনীর সঙ্গে কায়রোয় কাজ করার সময়েই প্রথম গল্পটি লেখেন তিনি। তা এতটাই জনপ্রিয় হয় যে পরে ওই ভালুকের নানা কীর্তি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে লিখে চলেন। ৩০-টি ভাষায় তার কয়েক কোটি বই বিক্রি হয়েছে সারা বিশ্বে। পরে সেই গল্প অবলম্বনে তৈরি হয় বহু সিরিয়াল। ২০১৪ সালে বড়ো পর্দায়েও স্থান করে নেয় 'প্যাডিংটন বেয়ার'। প্যাডিংটন বেয়ার ছাড়াও ছোটোদের জন্য 'Olga da Polga' ও 'Monsieur Pamplemousse'-

এর মতো আরও অনেক চরিত্র তৈরি করেছিলেন তিনি। প্যাডিংটন নিয়ে সিনেমার দ্বিতীয় পর্ব সম্ভবত মুক্তি পেতে চলেছে এই বছরই। উল্লেখ্য, শিশু সাহিত্যে তার অবদানের জন্য ১৯৯৭ সালে Officer of the Order of the British Empire (OBE) আর ২০১৫ সালে Commander of the Order of the British Empire (CBE)-তে সম্মানিত হন মাইকেল বন্ড।

● **সুমিতা সান্যাল :**

প্রয়াত হলেন অভিনেত্রী সুমিতা সান্যাল। কলকাতায় নিজের বাড়িতেই ৯ জুলাই তার জীবনাবসান হয়। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। ১৯৪৫-এ দার্জিলিং-এ জন্ম। বাবা গিরিজা গোলকুণ্ডা সান্যাল মেয়ের নাম রেখেছিলেন মঞ্জুলা। পরিচালক বিভূতি লাহার পরিচালনায় 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'-এ অভিনয় করতে যাওয়ার পর তিনি মঞ্জুলার নাম বদলে রাখেন সুচরিতা। পরে সেই নাম বদলে সুমিতা দেন পরিচালক কনক মুখোপাধ্যায়। প্রায় ৪০-টির বেশি বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছিলেন সুমিতা সান্যাল। দিলীপ কুমারের বিপরীতে 'সাগিনা মাহাতো' অথবা 'আনন্দ'-এ অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে জুটি বেঁধে তার অভিনয় দর্শকের প্রশংসা পেয়েছিল। 'আশীর্বাদ', 'গুড্ডি', 'মেরে আপনে'-র মতো হিন্দি ছবি এবং 'নায়ক', 'দিনান্তের আলো', 'সুরের আগুন', 'কাল তুমি আলেয়া'-সহ প্রচুর বাংলা ছবিতে তার অভিনয় মনে রাখার মতো।

● **লিউ শিয়াবো :**

১০ ডিসেম্বর, ২০১০। দাঁড়িয়ে উঠে হাততালি দিচ্ছে নরওয়ের অসলো সিটি হল। ছোট্ট মঞ্চটায় নীল রঙের চেয়ারে রাখা শান্তির নোবেল পুরস্কারের পদক ও মানপত্র। তারও পিছনে চিনা মানবাধিকার কর্মী লিউ শিয়াওবোর বিশাল কাউআউট। পুরস্কার নিজে নিতে পারেননি লিউ, কারণ সেই মুহূর্তে তিনি ১১ বছরের জেল খাটছিলেন। রাষ্ট্র ক্ষমতায় ফাটল ধরানোর চেষ্টার অপরাধে তাকে কারাদণ্ড দিয়েছিল চিনা সরকার। স্ত্রী লিউ শিয়া-ও ছিলেন গৃহবন্দি। নোবেল কমিটি তাই ফাঁকা চেয়ারেই নোবেল পদক রেখে কুর্নিশ জানিয়েছিল তাকে। গত ১৩ জুলাই ৬১ বছর বয়সে মারা গেলেন চিনের সেই নোবেলজয়ী প্রতিবাদী লেখক এবং মানবাধিকার কর্মী লিউ শিয়াবো। তিন বছরের কারাদণ্ড বাকি ছিল লিউ-এর। গত মে মাসে যকৃতে ক্যানসার আক্রান্ত হন তিনি। গুরুতর অসুস্থ লিউকে ২৬ জুন মেডিক্যাল প্যারোলে মুক্তি দিয়েছিল চিন সরকার। প্যারোলে মুক্তির পর থেকেই আমেরিকা, জার্মানি এমনকী হংকংও দাবি তুলেছিল, বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করাতে দেওয়া হোক লিউকে। চিকিৎসার দায়িত্বও নিতে চেয়েছিল। কিন্তু সাড়া দেয়নি চিন সরকার। উত্তর-পশ্চিম চিনের একটি হাসপাতালে এত দিন তার চিকিৎসা চলছিল। দেহের একাধিক অঙ্গ বিকল হয়েই তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। কমিউনিস্ট পার্টির একাধিপত্যে থাকা চিনে গণতন্ত্রের দাবিতে দীর্ঘদিন আন্দোলন করেছেন ৬১ বছরের লিউ।

১৯৫৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর চিনের জিলিন প্রদেশের রাজধানী চাংচুনে লিউয়ের জন্ম। ১৯৮৯ সালে তিয়েনআনমেন স্কোয়ার আন্দোলনে ধৃত ছাত্রদের মুক্তির দাবিতে সরব হওয়ায় প্রথমবার তিনি জেলে যান। দু' বছর পরে মুক্তি হয়। কিন্তু এর ফলে তাকে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে দেওয়া হয়নি। তা সত্ত্বেও ছাত্রমুক্তির দাবিতে আন্দোলন ছাড়েননি লিউ। ২০০৮ সালে গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে তিনি 'সনদ ০৮' লেখেন। চিনে তার লেখালেখির উপরে নিষেধাজ্ঞা থাকায় সনদটি অনলাইনে প্রকাশ হয়। ২০০৯ সালে তাকে ১১ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

বিবিধ

● **রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নতুন অধ্যক্ষ পদে স্বামী স্মরণানন্দ :**

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ষোড়শ অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ শুরু করলেন স্বামী স্মরণানন্দ। স্বামী আত্মস্থানন্দের জীবনাবসানের পরে ১৭ জুলাই প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার নাম ঘোষিত হয়। গত ২১ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি কার্যভার গ্রহণ করলেন। এত দিন মঠের সহ-অধ্যক্ষের পদ সামলাতেন তিনি। ১৯২৯-এ তামিলনাড়ুর তাঞ্জাভুর জেলার আন্দামি গ্রামে জন্ম। খুব কম বয়সে মাকে হারান। ১৯৪৬ সালে স্কুলের পাঠ শেষ করে নাসিকে বাণিজ্য বিভাগে ডিপ্লোমা করেন। ১৯৪৯-এ মুম্বই পাড়ি দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মুম্বই রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তিনি। ১৯৫২ সালে, ২২ বছর বয়সে স্বামী শঙ্করানন্দের কাছে মন্ত্রদীক্ষা নেন। ১৯৫৮-তে 'অদ্বৈত আশ্রম'-এর কলকাতা শাখায় আসেন। দীর্ঘ ১৮ বছর কাজ করেছেন 'অদ্বৈত আশ্রম'-এর বিভিন্ন শাখায়। বিবেকানন্দ প্রবর্তিত ইংরেজি পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর প্রবন্ধক সম্পাদকের দায়িত্ব সামলেছেন। ১৯৮৩-তে রামকৃষ্ণ মিশনের গভর্নিং বডির সদস্য হন।

● **এক দশক পর ফের এমআইটি-র ডিন ভারতীয় বংশোদ্ভূত :**

ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিন হলেন অধ্যাপক অনন্ত পি. চন্দ্রশেখরণ। এমআইটি-র ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগীয় প্রধান ও 'ভ্যানিভার বুশ' চেয়ার প্রফেসর চন্দ্রশেখরণ জুলাইয়ের পয়লা তারিখ থেকে নতুন দায়িত্ব নেন। যার স্থলাভিষিক্ত হলেন, অ্যারোনটিক্স ও অ্যাস্ট্রোনটিক্সের সেই 'জেরোম সি হানসাকার' চেয়ার প্রফেসর ইয়ান ওয়েইৎজ এবার উপাচার্য হচ্ছেন এমআইটি-র। ঠিক ১০ বছর আগে এমআইটি-র স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিন হয়েছিলেন আরও এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত। চেন্নাই আইআইটি-র প্রাক্তনী, এমআইটি-র কম্পিউটার সায়েন্সের অধ্যাপক সুব্রা সুরেশ। ২০০৭-এ। চেন্নাইয়ে জন্ম চন্দ্রশেখরণের। স্কুলের গণ্ডি পেরনোর পরেই চলে যান আমেরিকায়।

● **রহস্যময় বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের কাছে খোঁজ নতুন দ্বীপের :**

বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের মাত্র দেড়শো ফুট দূরত্বে। অতলান্তিক মহাসাগরের উপর জেগে উঠেছে এক নতুন দ্বীপ। নর্থ ক্যারোলিনার কেপ পয়েন্টে একটি 'শেল আইল্যান্ড'-এর খোঁজ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। বারমুডা ট্রাঙ্গেলের খুব কাছে হওয়ায় গত এপ্রিল মাস থেকেই দ্বীপটি চোখে পড়েছিল পর্যটকদেরও। তখন থেকেই একটু একটু করে রোজ মাথা তুলছে দ্বীপটি। প্রায় এক মাইল বিস্তৃত অর্ধচন্দ্রাকার এই দ্বীপের নামকরণ করা হয়েছে 'শেলি আইল্যান্ড'। বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের বেশ কিছুটা আগে পর্যন্ত ভিড় জমানো পর্যটকদের, এই দ্বীপের কাছে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, দ্বীপটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। তার চারিদিকে মারাত্মক স্রোত রয়েছে। প্রচুর হাঙর ও স্টিং রে-র বসবাস ওই অঞ্চলে। তাছাড়া দ্বীপটি যে কোনও মুহূর্তে ডুবে যাওয়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

● **৫০ বছরে পা দিল বিশ্বের প্রথম এটিএম মেশিন :**

গত পাঁচ দশকে ছোট্ট এই মেশিন আমূল বদলে দিয়েছে ব্যাংকিংয়ের প্রচলিত ধারণাই। পোশাকি নাম অটোমেটেড টেলার মেশিন। সংক্ষেপে এটিএম। যার সূচনা ৫০ বছর আগে। ১৯৬৭-র ২৭ জুন উত্তর লন্ডনের এনফিল্ডে প্রথম এটিএম মেশিনটি বসিয়েছিল বার্কলে ব্যাংক। সেই

মেশিনের সুবর্ণজয়ন্তী পূর্তি উপলক্ষে সোনালী রঙে সাজানো হল এটিএম মেশিনটি। স্কটিশ উদ্ভাবক শেফার্ড ব্যারনের মাথায় প্রথম এসেছিল এটিএম মেশিনের ধারণা। ১৯২৫ সালের ২৩ জুন শিলং-এ জন্ম। তিনি ব্যাংকনোট প্রিন্টিং স্পেশালিস্ট ছিলেন। শেফার্ডের উদ্ভাবনী ভাবনাচিন্তাকেই বাস্তবে রূপ দিয়েছিল বার্কলে ব্যাংক। এটিএম মেশিন বসানোর পর থেকেই সাধারণের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল মিনি ব্যাংকের নতুন এই ধারণাটি। ব্রিটিশ টিভি কমেডি শোয়ের অভিনেতা রেগ ভার্নে প্রথম এই এটিএম মেশিন থেকে টাকা তুলেছিলেন। গত ২৭ জুন ৫০ বছরে পা দিয়েছে ব্যারনের এই মেশিন। প্রসঙ্গত, ভারতে প্রথম এটিএম মেশিন বসেছিল মুম্বই শহরে। সেটা ১৯৮৭ সাল। হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশনের হাত ধরে ভারতে যাত্রা শুরু হয়েছিল এটিএম-এর।

● **'চানা ডাল' ও 'চানা' অক্সফোর্ড অভিধানে :**

অক্সফোর্ডের ইংরেজি অভিধানে জায়গা করে নিল 'চানা ডাল' (ছোলার ডাল) আর 'চানা' (ছোলা)। অভিধানের সাম্প্রতিক সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এই দুই ভারতীয় খাদ্যসামগ্রীর নাম। তবে, ভারতীয় খাদ্যপণ্যের নাম অক্সফোর্ড অভিধানে ঠাঁই পাওয়ার ঘটনা এটাই প্রথম নয়। ইতোমধ্যেই ভেলপুরি, চাটনি, ধাবা, ঘি, মশলা জায়গা করে নিয়েছে সেখানে। সম্প্রতি নতুন শব্দগুলি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ঘোষণা করেছে অক্সফোর্ড। তাদের ত্রৈমাসিক পর্যালোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে প্রায় ৬০০-টি বিভিন্ন শব্দ ও ফ্রেজ (শব্দগুচ্ছ) অভিধানে জায়গা পাচ্ছে। শব্দগুলির জনপ্রিয়তার কারণেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানানো হয়েছে। জীবনধারা থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক ঘটনাবলি, শিক্ষাজগৎ থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী—সব ক্ষেত্রের জনপ্রিয় শব্দকেই এবারের সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৬-র 'ওয়ার্ড অব বদ্য ইয়ার'-এর খেতাব জুটেছিল 'পোস্ট-ট্রুথ' শব্দটির। এ বছরের 'ওয়ার্ড অব দ্য ইয়ার' শিরোপার জন্য শব্দ তালিকা মনোনয়নের পর্ব শেষ।

● **আইআইটি কানপুরে অর্থনীতির আলাদা বিভাগ :**

দেশের আইআইটি-গুলির মধ্যে প্রথম পৃথক অর্থনীতি বিভাগ চালু করল কানপুর আইআইটি। চলতি শিক্ষাবর্ষে এই বিভাগে স্নাতক স্তরে ভর্তি নেওয়া শুরু হয়েছে। ২০১৯ সালে স্নাতকোত্তর স্তরে বাইরের ছাত্র ভর্তি নেওয়ার চেষ্টা চলছে। এত দিন সেখানে অর্থনীতি পড়ানো হ'ত কলা ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে। অর্থনীতির পড়ুয়ারা ক্যাম্পাস ইন্টারভিউয়েও খুব সফল। গত কয়েক বছরে চাকরি পাওয়ার হার প্রায় ৯৫ শতাংশ। পড়ুয়ারাই দাবি তুলছিলেন, আলাদা বিভাগ হোক। কেননা কলা ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে পড়াশোনা করতে, ডিগ্রি পেয়ে বিদেশে পড়া চালাতে সমস্যা হয়। অসুবিধা হয় ইন্টার্নশিপ এবং বিনিময় কর্মসূচিতেও। পড়ুয়ারা যে বিষয় পড়ছেন, তার নিজস্ব বিভাগীয় পরিচয় প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এর আগে কানপুর আইআইটি-তে অর্থনীতিতে পিএইচডি এবং স্নাতক স্তরে অর্থনীতি পড়ানো হ'ত। ২০০৫ সালে শুরু হয় পাঁচ বছরের সংযুক্ত পাঠ্যক্রম। ২০১১ সালে নতুন করে পাঠ্যক্রম সাজানো হয়। চালু করা হয় চার বছরের স্নাতক এবং পাঁচ বছরের ডুয়াল বা দ্বৈত ডিগ্রি। ভর্তি নেওয়া হয় সর্বভারতীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার মাধ্যমেই।

● **আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ঘিরে তৈরি হল দু' ডজন গিনেস রেকর্ড :**

মাত্র দেড় ঘণ্টার মধ্যেই গড়ে উঠল বেশ কয়েকটি বিশ্বরেকর্ড। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে ঘিরে সাধারণ মানুষের উৎসাহে সিলমোহর দিয়েছে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসও। মোট ২৪-টি বিশ্বরেকর্ডে স্বীকৃতি দিয়েছে গিনেস। গত ২১ জুন দেশ-বিদেশের নানা জায়গায় যোগ-মঞ্চে জমায়েত হয়েছিলেন অগণিত মানুষ। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাজ্য গুজরাতেই ভাঙা-গড়া হল একাধিক রেকর্ড। আমদাবাদ-সহ বস্ত্রপুর জেলার চারটি শিবিরে জমায়েত হয়েছিলেন প্রায় তিন লক্ষ মানুষ। বস্ত্রপুরের জিএমডিসি মাঠে গড়েছে দু'টি বিশ্বরেকর্ড। তার মধ্যে একটি, একই জায়গায় একসঙ্গে সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের (৫৪,৫২২ জন) যোগশিক্ষার গিনেস রেকর্ড। এর আগে ২০১৫-তে দিল্লির রাজপথে এই একই দিনে ৩৫,৮৮৫ জন একসঙ্গে যোগ শিক্ষা নিয়ে ওই রেকর্ড গড়েছিলেন। সেই সঙ্গে রাজ্যের একাধিক জায়গায় একসঙ্গে সবচেয়ে বেশি মানুষ যোগশিক্ষা নিয়েও গিনেস রেকর্ড করেছেন।

● **বিচিত্র জাপানি দ্বীপকে 'হেরিটেজ' তকমা ইউনেস্কোর :**

জাপানের একটি দ্বীপকে সম্প্রতি 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট'-এর তকমা দিল ইউনেস্কো। দ্বীপটির নাম ওকিনোশিমা। কিয়শু দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত জাপানের সুপ্রাচীন ধর্মীয় স্থান ওকিনোশিমায় রয়েছে ওকিতসু দেবীর মন্দির। খ্রিস্টীয় সতেরো শতকে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন শিন্টো পুরোহিতেরা। কথিত আছে, সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার আগে জাপানি নাবিকেরা এই মন্দিরে প্রার্থনা করতে আসতেন। এখান থেকেই যোগাযোগ রাখা হ'ত চিন ও কোরিয়ার সঙ্গেও। পোল্যান্ডে আয়োজিত রাষ্ট্রসংঘের বার্ষিক সম্মেলনে ৭০০ বর্গমিটার আয়তনের এই দ্বীপটিকে হেরিটেজের শিরোপা দেওয়া হল। এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত জাপানের ২৯-টি জায়গা বিশ্ব ঐতিহ্যের তকমা পেল। ওকিনোশিমায় থাকেন এক পুরোহিত। তিনিই ওই দ্বীপে অবস্থিত মন্দিরের দেবীর উপাসক। কয়েক শতাব্দী ধরেই এই প্রথা চলে আসছে। কিন্তু আগামী বছর থেকে আর জাপানের ওকিনোশিমা দ্বীপে ঢুকতে পারবেন না কোনও দর্শনার্থী। গত ১৫ জুলাই এই কথা ঘোষণা করেছেন মন্দির কর্তৃপক্ষ। তারাই গোটা ওকিনোশিমা দ্বীপটির দেখভাল করেন। প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী এই দ্বীপটি বাঁচাতেই সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে। সুপ্রাচীন কাল থেকেই এই দ্বীপে প্রবেশের নিয়মকানুন বেশ কড়া। মহিলাদের প্রবেশ এখানে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রবেশাধিকার রয়েছে শুধুমাত্র পুরুষদেরই। তবে দ্বীপে পা রাখার আগে পুরুষদের সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে সমুদ্রে স্নান করে নিজেদের শুদ্ধ করে নিতে হয়। বছরে মাত্র একটি দিন ২৭ মে, মোট ২০০ জন পুরুষকে এই দ্বীপে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। দ্বীপ থেকে ফেরার সময় কোনও স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ।

● **গান্ধীজয়ন্তীতে চিঠি প্রতিযোগিতা ডাকবিভাগের :**

আগামী ২ অক্টোবর, গান্ধীজয়ন্তী উপলক্ষে দেশ জুড়ে চিঠি লেখার প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে ডাক বিভাগ। চিঠি লিখতে হবে 'বাপু'কেই। সম্বোধন করতে হবে ডিয়ার বাপু বা বাপুজি। ইতোমধ্যেই সেই প্রস্তুতি শেষ হয়েছে। প্রচারও শুরু হয়েছে। ঠিক হয়েছে, ২৪ জুলাই তারিখ থেকে দেশের যে কোনও পত্রলেখক তাদের প্রিয় বাপুকে চিঠি লেখার সুযোগ পাবেন। তবে কী লিখতে হবে, সেটা নির্দিষ্ট করেনি ডাকবিভাগ। চিঠি পাঠানোর শেষ সময়সীমা ১৫ আগস্ট। উল্লেখ্য, এ রাজ্যে বসবাসকারীরা ইংরেজি, বাংলা অথবা হিন্দি; এই তিনটি ভাষায় চিঠি লিখতে পারেন। পত্রপ্রেরকরা ডাক বিভাগের 'ইনল্যান্ড' বা 'ইনভেলপে' চিঠি পাঠাবেন। ইনল্যান্ডের ক্ষেত্রে শব্দ সংখ্যা ৫০০। এনভেলপ হলে শব্দ সংখ্যা সীমিত থাকবে ১০০০ এর মধ্যে। এ রাজ্যের পত্র প্রেরকরা চিঠি পাঠাবেন 'চিফ পোস্টমাস্টার জেনারেল, কলকাতা' এই ঠিকানায়। এ রাজ্য থেকে পাঠানো চিঠি দেখে পুরস্কার প্রাপকদের নাম স্থির করতে তৈরি হয়েছে কমিটি। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়কে পুরস্কৃত করা হলেও, মোট ১০ জন বাছাই পত্র প্রেরক ফের সুযোগ পাবেন। তারা দেশ জুড়ে পরবর্তী প্রতিযোগিতায় নামার সুযোগ পাবেন। ❑

সংকলক : রমা মন্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী
(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

"GREATNESS IS ACHIEVED, NOT AWARDED"

WBCS-2016 Gr. A

(Result Published on 27.07.2017)

21+ CANDIDATES SELECTED IN GR. A OUT OF 67

RANK-4
EXECUTIVE
SHANTANU SINGHA THAKUR

RANK-5
EXECUTIVE
DEBJIT DUTTA

RANK-6
EXECUTIVE
TUHIN SUBHRA MAHANTY

RANK-3
FOOD & SUPPLY
DIPANJAN JANA

EXE
KRISHANU ROY

EXE
MOUMITA GHOSH

EXE
JAYANTA DEBABRATA CHOUDHURY

EXE
SK.WASIM REJA

EXE
MASUD KARIM SK

EXE
RASHMIDIPTA BISWAS

CTO
DEBASHIS PAUL

It's all about consistency. Consistent result has made Academic Association Numero Uno in the field for WBCS

CTO
MD WARSHID KHAN

CTO
SARWAR ALI

EXCISE
SUMAN MAITY

EXCISE
RAJBHUBAN NARAYAN BISWAS

FOOD & SUPPLY
SANGITA BANERJEE

FOOD & SUPPLY
SHYAMAL HALDER

ADSR
ARIJIT DWARI

ADSR
PIJUSH KHAN

ADSR
MONOJIT BARAI

ADSR
RAJU SONA SANPUI

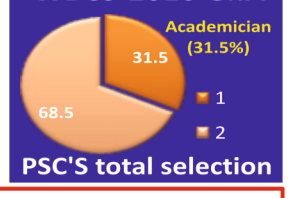

RATE OF SUCCESS OVER YEARS

YEAR	PSC'S Total Selection	Academician	% Success
WBCS-2016	67	21	31.5
WBCS-2015	113	30	27
WBCS-2014	182	43	24
WBCS-2013	149	35	23

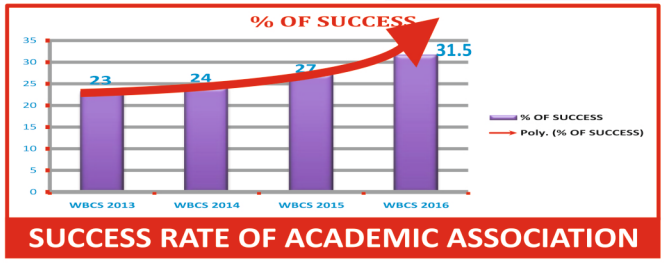

SUCCESS RATE OF ACADEMIC ASSOCIATION

WBCS - 2018 ADMISSION GOING ON. NEW BATCH STARTS FROM 19TH AUGUST, 2017

Academic Association

53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073

Website : www.academicassociation.in ✹ Barasat-9073587432 ✹ Uluberia-9051392240

✹ Siliguri-9474764635 ✹ Birati-9674447451 ✹ Berharampur-9474582569 ✹ Darjeeling-9832041123

9038786000
9674478600
9674478644

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 22.00

August, 2017
R.N.I. No. 19740/69

Publications on Mahatma Gandhi

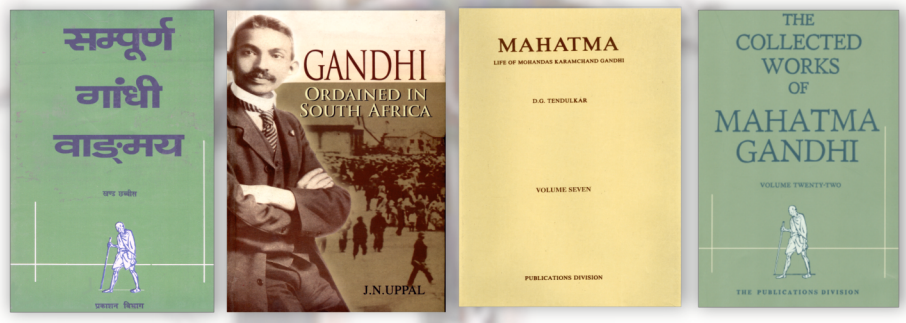

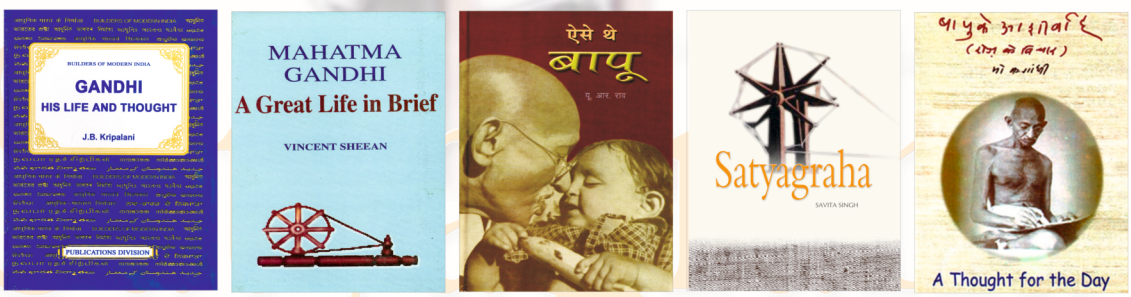

Remembering the Martyrs

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের মহানির্দেশক, ড. সাধনা রাউত কর্তৃক
৮, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।